পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 193 Saturday, 14 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৯৩ সংখ্যা ✱ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, শনিবার, ১৪ জুন ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এনআইওএস ডিএলএড উত্তীর্ণদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে স্বস্তিতে ২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এনআইওএস বা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং থেকে ডিএলএড পাশ করা শতাধিক চাকরিপ্রার্থী। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না পারা এই প্রার্থীদের জন্য হাই কোর্টের রায় ছিল আশার আলো। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, এনআইওএস থেকে ডিএলএড পাশ করা চাকরিপ্রার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। হাই কোর্টের রায়ে উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই চাকরিপ্রার্থীদের নথি যাচাই করে, যাঁরা যোগ্য তাদের নিয়ে নতুন একটি মেধাতালিকা তৈরি করতে

হবে। সেই তালিকা অনুযায়ী তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। ২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মামলায় অভিযোগ ছিল যে, এনআইওএস থেকে ডিএলএড করা প্রার্থীরা নিয়োগে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। তাদের দাবি ছিল, তারা ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় সফল হয়ে, ২০২০ সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণ শুরু করেন, কিন্তু ২০২২ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া, চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, এবং সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুযায়ী, এই চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন বলে রায় দেওয়া হয়। তবে, ৩০ মে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যেখানে শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারী প্রার্থীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। এরপরই, হাই কোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাদের এই বিষয়ে নির্দিষ্ট রায় প্রদান করেন। তিনি বলেন, ''হাই কোর্টের মামলাকারীরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা প্রার্থীদের মতো একই অবস্থানে রয়েছেন, একমাত্র পার্থক্য হলো তারা মামলা করেননি।'' ২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার পর থেকেই চাকরি পাওয়ার আশা নিয়ে দিন গুনছিলেন তারা। তবে, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয় যে, যাদের বিএড ডিগ্রি রয়েছে, তারা প্রাথমিক শিক্ষক পদে আবেদন করতে পারবেন না, এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিএলএড প্রশিক্ষণ হওয়া বাধ্যতামূলক। ২০১৪ সালের সময় এই শর্ত ছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে ২০২০ সালে যখন ডিএলএড প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু হয়, তখন এই শর্তটি কার্যকর হয়। যদিও ২০২২ সালে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও, যারা ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০২০ সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন, তারা ২০২২ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ডিএলএড শংসাপত্র হাতে পাননি। এর ফলস্বরূপ, তারা আদালতে মামলার আবেদন করেন, যা কলকাতা হাই কোর্ট হয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ মিলেছে। এখন, ২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য এনআইওএস ডিএলএড পাশরা বড় ধরনের স্বস্তি পেয়েছেন। তাদের জন্য আলাদা মেধাতালিকা তৈরির ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রূপাণীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

আমেদাবাদ, ১৩ জুনঃ আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণীর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শোকস্তব্ধ পরিজনদের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁদের সমবেদনা জানালেন। বিজয় রূপাণীর সঙ্গে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে পরিশ্রমী নেতা বলে বর্ণনা করেন মোদি। এদিন আমেদাবাদে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। হাসপাতালে যান। এর পাশাপাশি রূপাণীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। পরে এক্স হ্যান্ডলে মোদি লেখেন, 'বিজয়ভাই রূপাণীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলাম। এটা অকল্পনীয় যে বিজয়ভাই আমাদের মধ্যে নেই। আমি তাঁকে কয়েক দশক ধরে চিনি। কঠিন সময়ে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। সহজ এবং সরল প্রকৃতির বিজয়ভাই পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। দলের আদর্শের প্রতি তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একজন সাধারণ দলের সৈনিক থেকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সংগঠনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।' বিজয় রূপাণী একসময় রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। গুজরাটের বিজেপির সভাপতি এবং রাজকোট পৌরনিগমেরও দায়িত্ব সামলেছেন। দক্ষতার সঙ্গে তিনি সেইসব দায়িত্ব পালন করেছেন বলে এক্স হ্যান্ডলে লেখেন প্রধানমন্ত্রী। গতকাল লন্ডনে স্ত্রী-মেয়ের কাছে যাচ্ছিলেন বছর আটষট্টির বিজয় রূপাণী। তবে গতকাল এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানে যাওয়ার কথাই ছিল না তাঁর। গত ৫ জুন স্ত্রী-মেয়ের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লুধিয়ানা পশ্চিমের উপনির্বাচন নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকায় লন্ডনে যাওয়ার দিন পিছিয়ে দেন তিনি। বিজয় রূপাণীর ছোট ছেলে পুজিতও এক দুর্ঘটনাতে প্রাণ হারান। এরপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণী ও তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি মিলে একটি ট্রাস্ট খোলেন, যা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলা ও শিশুদের নানাভাবে সহায়তা করে।

তুলসী গাছ নিয়ে প্রতিবাদের পরদিন বিধানসভায়

শুরু হল চিরুনি তল্লাশি, ব্যাখা দিলেন স্পিকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ শুক্রবার সকাল থেকে বিধানসভার প্রতিটি গেটে নিরাপত্তার কড়াকড়ি দেখা যায়। শাসক হোক বা বিরোধী সকল বিধায়কের গাড়ি গেটে দাঁড় করিয়ে গাড়ির বনেট থেকে ডিকি, ডিকির মধ্যে থাকা ব্যাগ, তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করা হয়। বিধানসভায় প্রবেশের মুখে এভাবে হঠাৎ নিরাপত্তার কড়াকড়ি কেন, তা নিয়ে সব মহলে কৌতূহল তৈরি হয়। শাসক থেকে বিরোধী, উভয়পক্ষের অনেক বিধায়কই বলেন, ''অতীতে কখনও নিরাপত্তার এমন কড়াকড়ি দেখা যায়নি।'' তবে দিনের শেষে স্পিকার জানিয়ে দিলেন, একদিন নয়, এখন থেকে নিয়মিত নিরাপত্তার এই কড়াকড়ি থাকবে। স্পিকার বলেন, ''নিরাপত্তার খাতিরে আমাদের যা যা চেক করা দরকার, সেটা সিকিউরিটি টিম করবে। কে কী নিয়ে আসছেন, এসব দেখা তো আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়, যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা এখন থেকে নিয়মিত সবকিছু চেক করে তবেই ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন।'' স্পিকার এও বলেন, ''মনে রাখতে হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষের বিধায়করা আসেন। আমরা চাই না বিধানসভার ভেতরে এমন কোনও ঘটনা ঘটুক যাতে বিধানসভার স্টেবিলিটিটা ডিসটার্ব হয়।'' নিরাপত্তার এই কড়াকড়ি নিয়ে বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে কেউ কেউ টিপ্পনি কেটে বলছেন, ''যাতে

আমরা তুলসি গাছ নিয়ে বিধানসভার মধ্যে ঢুকে যেতে না পারি তাই হয়তো এমন ব্যবস্থা।'' এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে স্পিকারের সাফ কথা, ''তুলসি টুলসি আমি কিছু জানি না, হিন্দুদের বাড়িতে একটা করে তুলসি মঞ্চ থাকতে পারে তবে বিধানসভায় তুলসি মঞ্চর কোনও জায়গা নেই।'' অগ্নিমিত্রা বলেন, ''বিজেপির বিধায়কদের গাড়ি চেক করা হচ্ছে। হয়ত তৃণমূলের বিধায়কদেরও গাড়ি চেক করা হবে। আর যদি নিরাপত্তার বিষয় থাকত তাহলে অধিবেশন শুরুর দিন থেকে করত। আজ কেন করল। কারণ, গতকাল আমরা তুলসী নিয়ে প্রতিবাদ করেছি। তাই কোনওভাবেই যাতেই আমরা প্রতিবাদ না করি সেই জন্যই এমনটা করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি বিধানসভার ভিতরে ঢোকে, বিরোধী দলনেতার গাড়ি ঢোকে না। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িও চেক হবে তবেই আমরা গাড়ির তল্লাশি করতে দেব।'' উল্লেখ্য, মহেশতলা-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তুলসী গাছ মাথায় নিয়ে প্রতিবাদ করেন। গতকাল বিধানসভার অন্দরেও রবীন্দ্রনগরের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চান বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। এরপর আজ তল্লাশি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা গোটা বিষয়টিকে দু'য়ে দু'য়ে চার করছেন বিজেপি বিধায়করা।

প্রতিদিন ক্ষীণ হচ্ছে জীবন, শিক্ষক অনশনে মৃত্যুর মুখে

দুরন্ত বার্তা, ১৩ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে চাকরি হারানো শিক্ষকদের প্রতিবাদ আরও তীব্র আকার নিচ্ছে। এবার তাঁরা আমরণ অনশন শুরু করেছেন। গত রাত ১২টা থেকে হাইকোর্ট নির্ধারিত টেন্টে বসেছেন অন্তত ১০ জন চাকরিহারা শিক্ষক। তাঁদের দাবি, এই আন্দোলন শুধুই নিজেদের চাকরি ফিরে পাওয়ার লড়াই নয়, এটি বিচার ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইও বটে। চার দফা দাবি নিয়ে তাঁরা এই আমরণ অনশনে বসেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ, বিচারপর্ব পুনর্বিবেচনার আবেদন, দুর্নীতির দায়ে চাকরি বাতিল হলেও নির্দোষদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং তদন্তে

স্বচ্ছতা বজায় রাখা। যোগ্য শিক্ষক অধিকার মঞ্চ-এর তরফে জানানো হয়েছে, এই আমরণ অনশন চলবে যতক্ষণ না সরকার তাঁদের দাবি মেনে নিচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতবার আলোচনা হয়েছে, ততবারই মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এক কর্মীর কথায়, চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হলেও সদিচ্ছার অভাব স্পষ্ট। কোনও সদর্থক বার্তা আসেনি। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, রিভিউ ফাইল দাখিল করা হলেও, সেই ফাইলে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না তাঁরা। কারণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি যা চাকরিহারাদের স্বস্তি দিতে পারে। চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি, তাঁরা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন এবং নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। তাঁরা দুর্নীতির অংশ ছিলেন না, অথচ আজ তাঁদের জীবন-জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। একজন অনশনরত শিক্ষক জানান, ''আমরা শুধু বিচার চাই। আমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই, তবুও আমরা শাস্তি পাচ্ছি। এই অন্যায়ের প্রতিবাদেই আমরা জীবনপণ করে আন্দোলনে বসেছি।'' তাঁরা অভিযোগ করেছেন, সরকার শুধু নাটক করছে। মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বললেও, বাস্তবে আবারও দুর্নীতির প্রস্তুতি চলছে। নতুন করে ফর্ম ফিলাপের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে পুরনোভাবে আবারও অনিয়মের আশঙ্কা করছেন তাঁরা। চাকরিহারারা জানান, তাঁরা ইতিমধ্যেই সিবিআই অফিসে গিয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, যথাযথ তদন্ত হয়নি। প্রয়োজনীয় সিএফএসএল ডেটা এখনও উদ্ধার হয়নি যা তাঁদের নির্দোষ প্রমাণে সহায়ক হতে পারত। এই অবস্থায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন সরকার এই ইস্যুকে এড়িয়ে চলতে চাইছে? কেন তাঁদের ন্যায্য প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছে না? চাকরিহারা শিক্ষকদের এই আন্দোলন নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতেও আলোড়ন শুরু হয়েছে। বিরোধীরা এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। পথে নেমে শিক্ষকরা জানান, এটা তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই। একজন অনশনরত শিক্ষিকার কণ্ঠে শোনা গেল, ''আমরা আমাদের পরিবার ছেড়ে, জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে পথে নেমেছি। শুধু চাই আমাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে আসুক।'' এই আন্দোলনের প্রতি জনমত কতটা তৈরি হয় এবং সরকার কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার। তবে এটা স্পষ্ট, চাকরিহারা শিক্ষকরা আর নতিস্বীকারে রাজি নন। তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মনস্থ করেছেন, প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও।

ধুন্ধুমার কাণ্ড দমদমে! লাইনে পড়ে পা কাটা পড়ল যাত্রীর, মাথা ফাটল আরপিএফ-এর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ আরপিএফ ও যাত্রীদের মধ্যে বচসার জেরে দমদম স্টেশনে একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড। মারাত্মকভাবে জখম দুই। লাইনে পড়ে কাটা গেল যাত্রীর পা, মাথা ফাটল আরপিএফ কর্মীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন সকালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় দমদম স্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্মে। সূত্রের খবর, এদিন সকালে দু'নম্বর প্লাটফর্মে যখন ডাউন ব্যারাকপুর লোকাল ঢুকছিল তখন কিছু যাত্রীদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরবর্তীতে সেখানে ঢুকে পড়েন কিছু আরপিএফ কর্মীও। তাঁরা যাত্রীদের শান্ত করার চেষ্টা করলেও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। ঝামেলার মধ্যেই এক যাত্রী ও দুই আরপিএফ কর্মী রেল লাইনে পড়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন কার্যত তাঁদের উপর দিয়েই চলে যায় ট্রেন। দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন অন্যান্য যাত্রীরাও। ঘটনায় কারও মৃত্যুর খবর না এলেও এক যাত্রীর পা কাটা গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এক আরপিএফ কর্মীর মাথা ফেটে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আহত মহিলা আরপিএফ কর্মীর নাম করুণা কুমারী। বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। আহত যাত্রীর নাম জগদীশচন্দ্র সরকার। বয়স আনুমানিক ৫৮ বছর। দু'জনকেই আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

ছুরি নিয়ে ধাওয়া, ভবানীপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় সোনার কারিগরকে কুপিয়ে খুন!

দুরন্ত বার্তা, কালীঘাট, ১৩ জুনঃ খাস কলকাতায় প্রকাশ্য রাস্তায় কুপিয়ে খুন। ভরদুপুরে ভাবনীপুরে সোনার কারিগরকে একের পর এক কোপ! মৃত্যু সৌমেন ঘরা (৩৫) নামে সোনার এলাকারই এক সোনার কারিগরের। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার একটি দোকানের সামনের অংশের শেড ভেঙে যাওয়া থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত। তা নিয়েই

পিকলুর সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়। বচসা মুহূর্তেই হাতাহাতির রূপ নেয়। অভিযোগ, এরইমধ্যেই সৌমেনকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপের পর কোপ মারতে থাকে পিকলু। পেট ও বুক দিয়ে গলগল করে বের হতে থাকে রক্ত। রক্তে ভেসে যায় ভবানীপুরের বেণী নন্দন স্ট্রিট। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণে এগিয়ে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। ততক্ষণে এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে পিকলু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সৌমেনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। এলাকার এক বাসিন্দা বলছিল, ''একটা বড় গাড়ি যাচ্ছিল। সেটা একটা দোকানে ঠেকে যায়। তা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। তারপরই তো মারামারি হতে দেখলাম। ছুরি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মেরেছে। বেশ কয়েকজন ছিল। সবাই পালিয়ে গিয়েছে। সৌমেন তখন রাস্তায় পড়ে। ওদের দোকানের কর্মীরা এসে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে যায়।'' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কালীঘাট থানার পুলিশ। খুনের কেস দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে কালীঘাট থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজও সামনে এসেছে। সেখানে এক ব্যক্তিকে ছুটে পালাতে দেখা যাচ্ছে। সেই ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদেরও। পিকলুর খোঁজে জোরকদমে চলছে তল্লাশি।

কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট নয়, মন্দারমণি হোটেল মামলায় অসন্তুষ্ট হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ মন্দারমণিতে ১৪০টির বেশি হোটেল ও রেস্তোরাঁ উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় এবার অস্বস্তিতে পড়ল রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। পরিবেশ আদালতের নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন এইসব হোটেল ভাঙার নোটিশ জারি করেছিল। সেই সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে কেন্দ্র কোনও পরিষ্কার অবস্থান জানাতে পারেনি। তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। রাজ্যের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ করেন বিচারপতি। শুক্রবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি স্পষ্ট জানান, রাজ্য একদিকে হোটেল মালিকদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, আর কেন্দ্র প্রশ্নের জবাবই দিতে পারছে না। উল্লেখ্য, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছিল, মন্দারমণির মতো উপকূলবর্তী এলাকায় 'কোস্টাল রেগুলেশন জোন' চিহ্নিত আছে কিনা। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা বা নির্দেশিকা নেই। আদালত এই উত্তর শুনে বিস্ময়প্রকাশ করে জানায়, উপকূলবর্তী এলাকায় নির্মাণ বিধিনিষেধ না থাকলে পরিবেশ আদালত কোন ভিত্তিতে নির্দেশ দিয়েছে, কেন্দ্র কেন নিশ্চিত করতে পারছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে প্রশ্ন। মামলার সূত্রপাত মাস কয়েক আগে। মন্দারমণিতে উপকূলে গড়ে ওঠা হোটেল ও রেস্তরাঁগুলিকে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে নোটিশ পাঠানো হয়। সেগুলি ভেঙে ফেলার কথা জানানো হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের ওই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। এদিকে, বিষয়টিও আদালতে পৌঁছায়। এদিন রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশ সংক্রান্ত নির্মাণ অনুমতির দায়িত্ব একান্তই কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনে। রাজ্যের ভূমিকা এখানে সীমিত। যদিও শুনানিতে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশকে কীভাবে রাজ্যের হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যায়, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রের আইনজীবী। বিচারপতি জানান, আইন মেনে হোটেলগুলি চালানো যায় কি না, তা দেখবে আদালত। এদিন, মামলার শুনানি শেষে হোটেল ভাঙা নিয়ে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে আদালত। নির্দেশ অনুযায়ী, ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনও হোটেল বা রেস্তোরাঁ ভাঙা যাবে না। সেই সময়ের মধ্যেই কেন্দ্রকে অবস্থান স্পষ্ট করে জানাতে বলেছে হাইকোর্ট।

বড় বিপদ কি বাগুইআটি-কৈখালিতেও হতে পারে? চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩, জুনঃ দুপুর ১টা বেজে ৩৯ মিনিট নাগাদ আহমেদাবাদ থেকে উড়েছিল বিমানটি। খানিকটা যাওয়ার পরই মেঘানি নগরের একটি মেডিক্যাল হস্টেলের উপর ভেঙে পড়ে সেটি। যার কারণে বিমানের ভিতরে থাকা যাত্রী তো বটেই, মৃত্যু হয়েছে হস্টেলের একাধিক ছাত্র ও আশপাশের কয়েকজনের। গতকালের এই বিষয়টিই কলকাতার জন্য 'অ্যালার্মিং' বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেন? এয়ারপোর্টের কাছেই গড়ে উঠছে রাজারহাট, বাগুইআটি, নিউটাউন, কৈখালি, চিনারপার্ক, মধ্যমগ্রাম, বিরাটির মতো একাধিক শহর। ছাদের উপর দাঁড়ালেই মনে হয় যেন মাথার উপর দিয়ে যায় বিমান। এ দিকে, এই এলাকাগুলিতে গজিয়ে উঠেছে একাধিক বহুতল। বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর যে কলকাতাকেও ভাবতে হবে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় যে পাঁচটি পুরসভা ও পুরনিগরম রয়েছে। সেগুলি

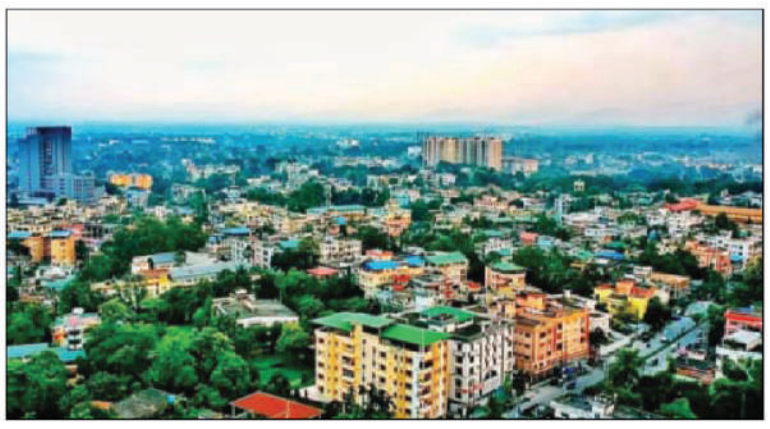

হল ১) দমদম পুরসভা, ২) নিউ ব্যারাকপুর পুরসভা, ৩) মধ্যমগ্রাম পুরসভা, ৪) উত্তর দমদম পুরসভা, ৫) বিধাননগর পুরনিগম। মূলত, বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের থেকে। জমির চারিত্রিক গত বৈশিষ্ট্য দেখে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেন। মূলত, ১৮.৪ মিটারের বেশি উচ্চতার বাড়ি তৈরি করা যায় না। তবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এই উচ্চতাকে তোয়াক্কা না করে গজিয়ে উঠেছে বহুতল আবাসন। কলকাতা বিমানবন্দরের দু'টি রানওয়ে। একটি প্রাইমারি আর একটি সেকেন্ডারি। যদি প্রাইমারি রানওয়েতে কাজ হয়, তাহলে সেকেন্ডারি দিয়ে বিমান চলে। সেক্ষেত্রে এই উঁচু বিল্ডিংগুলি বিমান নামার ক্ষেত্রে অন্তরায়। জানা যাচ্ছে, বিধাননগর কর্পোরেশনের ৬ নম্বর ওয়ার্ড কৈখালি চিড়িয়া মোড়ে একটি বহুতল আবাসন গজিয়ে উঠেছিল। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ২০২১ সালের এপ্রিলে চিঠি পাঠায় বহুতলের প্রোমোটারকে। এরপর ২০২৩ সালেও দ্বিতীয় চিঠি পাঠানো হয়। মোট সাতটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল বহুতল নির্মাণকারী প্রোমোটারকে। তবুও কথা কানে না তোলায় শেষে চলতি বছরের ৩ মার্চ অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের কাছে অভিযোগ যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এখনই যদি এই বিষয়ে সতর্ক না হওয়া যায় তাহলে বিপদ এলে হয়ত ভগবানই রক্ষা করতে পারবেন।

বিমান দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃআহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছে একটি বিমান। ঘটনাটি দুপুর ১টা থকে ২টোর মধ্যে হয়েছে। দুর্ঘটনায় বহুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা। বিমান দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।তিনি জানিয়েছেন, আহমেদাবাদের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার খবরে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। এটি এক হৃদয়বিদারক বিপর্যয়। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমার সমবেদনা ও প্রার্থনা জানাই। এই অবর্ণনীয় শোকের মুহূর্তে দেশ তাদের পাশে আছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ তাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে ১৫৬ জন যাত্রীকে নিয়ে শুক্রবার স্থানীয় সময় সকালে দিল্লির পথে রওনা দিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান। কিন্তু মাটি ছাড়ার পরেই বিমানে বোমা রাখার হুমকি আসে। ঝুঁকি নেননি উড়ান কর্তৃপক্ষ। বিমানটির চালক আন্দামান সাগরের উপর চক্কর কেটে ফের ফুকেটেই ফিরে আসে। জরুরি অবতরণের পরে যাত্রীদের নিরাপদে নামানো হয়। তবে ওই হুমকি ভুয়ো বলে জানা যাচ্ছে সংস্থা সূত্রে।

ইরানে হামলা ইজরায়েলের, ধস ভারতের সূচকে

মুম্বই, ১৩ জুন ঃ ইরানের পরমাণু কেন্দ্র লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালাল ইজরায়েল। শুক্রবার সকালে ইরানের রাজধানী তেহরানে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ইরানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ইজরায়েল ইরানে আক্রমণ চালাতেই শুক্রবার কাঁপুনি ধরল গোটা এশিয়ার শেয়ার বাজারে। ধস নামল ভারতের সূচকেও। সেনসেক্স এক ধাক্কায় প্রায় ৯০০ পয়েন্ট পড়ে যায়। নেমে যায় ৮০ হাজারের ঘরে। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, সংঘর্ষ যদি দীর্ঘমেয়াদি হয় আরও পতনের আশঙ্কা বাড়বে। বিশেষ করে ইরান যেহেতু বিশ্বের অন্যতম তেল উৎপাদক এবং রফতানিকারী দেশ

ইরানে হামলা ইজরায়েলের, ভারতীয়দের সতর্ক থাকার নির্দেশ দূতাবাসের

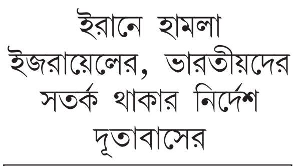

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ১৩ জুনঃ ইরানের পরমাণু কেন্দ্র লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালাল ইজরায়েল। শুক্রবার সকালে ইরানের রাজধানী তেহরানে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ইরানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। এই হামলার পরে ভারতীয়দের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিল দূতাবাস। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানে বসবাসকারী সকল ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। অপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে। দূতাবাসের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টট নজরে রাখতে এবং স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের পরামর্শ মতো নিরাপত্তা বিধি মেনে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানান।

আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন নরেন্দ্র মোদীর

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন ঃ আহমেদাবাদে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে তাঁর বিমান আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে নামে। বিমান ভেঙে পড়েছে যে জায়গায় সেখানে পৌঁছয় নরেন্দ্র মোদীর কনভয়। এই জায়গা কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলে পুলিশ। তার মধ্যেও চোখে পড়েছে যেখানে সেখানে পড়ে রয়েছে বিমানের ভাঙা অংশ। এদিন দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ-লন্ডন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান টেকঅফের কিছুক্ষণ পরেই ভেঙে পড়ে আহমেদাবাদের মেঘানিনগর এলাকায়। বহু যাত্রী মারা গিয়েছেন এই বিমান দুর্ঘটনায়। এদিন দুপুর ১টা ১৭ মিনিট নাগাদ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল। ১টা ৩৮ মিনিট নাগাদ ভেঙে পড়ে বিমানটি।অন্যদিকে আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় আমরা সকলেই শোকাহত। এত আকস্মিক এবং হৃদয়বিদারকভাবে এত প্রাণহানির ঘটনা ভাষায় প্রকাশের বাইরে। ঘটনাস্থল ঘুরে এক্সবার্তায় শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি লিখেছেন, সকল শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আমরা তাঁদের যন্ত্রণা বুঝতে পারি এবং এও জানি যে পিছনে ফেলে আসা শূন্যতা আগামী বছরের পর বছর ধরে অনুভূত হবে। ওম শান্তি।আজ আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ধ্বংসের দৃশ্যটি দু ঃখজনক। পরবর্তী সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রমকারী কর্মকর্তা এবং দলগুলির সাথে দেখা করেছি। এই অকল্পনীয় দুর্ঘটনায় যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল।এর আগে বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, আহমেদাবাদের দুর্ঘটনা আমাদের হতবাক এবং দু ঃখিত করেছে। এটি হৃদয়বিদারক। এই দু ঃখের মুহূর্তে, এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমার সমবেদনা। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।অন্যদিকে শুক্রবারও আহমেদাবাদের হাসপাতালের মর্গের বাইরে ভিড়, হাহাকার আর পুলিশি ঘেরাটোপ। একদিকে আত্মীয়দের কান্না, অন্যদিকে নিথর দেহ। হাসপাতালের ভেতরে চলছে দেহ শনাক্তের প্রক্রিয়া, কিন্তু বেশিরভাগ দেহ এতটাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে যে, চেহারা দেখে চেনার উপায় নেই। একমাত্র ভরসা ডিএনএ টেস্ট।৩৮ বছরের জুনেইদ মহম্মদ নানাভালা, তাঁর স্ত্রী আকিল এবং তিন বছরের কন্যা সানা, তিনজনই বৃহস্পতিবার ছিলেন আমদাবাদের ওই বিমানে। লন্ডন থেকে এ দেশে ফিরেছিলেন ইদের আনন্দ ভাগ করে নিতে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন, হাসি-আনন্দে ভরপুর মুহূর্ত বন্দি করেছিলেন ক্যামেরায়। কেউ জানত না, সেটাই তাঁদের জীবনের শেষ ইদ।বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দেখা গিয়েছে, আমদাবাদের বিখ্যাত বি.জে. মেডিক্যাল কলেজে তৈরি হওয়া ডিএনএ সংগ্রহ কেন্দ্রের এক কোণে বসে রয়েছেন জুনেইদের বাবা আবদুল্লাহ মহম্মদ। চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। স্তব্ধ, নির্বাক। 'গত শুক্রবার এসেছিল ছেলেটা, ইদে সারপ্রাইজ দিতে,' বলেন তিনি। 'আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছিলাম। একসঙ্গে ইদ কাটালাম, অনেক ছবি তুলল, হেসে খেলে গেল কয়েকটা দিন। কে জানত, এইভাবে চলে যাবে...!'আবদুল্লাহর সঙ্গে এসেছেন সুরতের রামপুরা এলাকার আরও ২০-২৫ জন আত্মীয়। তাঁদের একটাই লক্ষ্য, জুনেইদের দেহ শনাক্ত করতে রক্ত দিয়ে ডিএনএ মিল করানো।অন্যদিকে সিভিল হাসপাতালে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ সময় হাসপাতালে কাটান তিনি। মৃত্যুমুখ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে ফেরা বিশ্বাসকুমার রমেশের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্ঘটনার কবলে প।। বিমানের যাত্রী ছিলেন তিনি। আপাতত তিনি হাসপাতালে চিকিসাধীন।উল্লেখ্য, এদিন সকালে আহমেদাবাদে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে তাঁর বিমান আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে নামে। বিমান ভেঙে পড়েছে যে জায়গায় সেখানে পৌঁছয় নরেন্দ্র মোদীর কনভয়। এই জায়গা কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলে পুলিশ। তার মধ্যেও চোখে পড়েছে যেখানে সেখানে পড়ে রযেছে বিমানের ভাঙা অংশ। এদিন দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ-লন্ডন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান টেকঅফের কিছুক্ষণ পরেই ভেঙে পড়ে আহমেদাবাদের মেঘানিনগর এলাকায়। বহু যাত্রী মারা গিয়েছেন এই বিমান দুর্ঘটনায়। এদিন দুপুর ১টা ১৭ মিনিট নাগাদ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল। ১টা ৩৮ মিনিট নাগাদ ভেঙে পড়ে বিমানটি।

গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় শুরু হলো আলোকচিত্র প্রদর্শনী

কলকাতা, ১৩ জুন ঃ কথায় বলে একটা ছবি হাজার শব্দের সমান। রং তুলির মাধ্যমে শূন্য ক্যানভাস যেমন একজন শিল্পী তার তুলির টানে ভরিয়ে তোলেন তেমনি আলো-ছাযার ব্যবহারে ক্যামেরার মাধ্যমে নিজের চাওয়া পাওয়া গুলো ফুটিয়ে তুলতে পারেন একজন ফটোগ্রাফার।এরকম ১১১ জন ফটোগ্রাফারের আলোকচিত্র নিয়ে গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় থেকে শুরু হলো আলোকচিত্র প্রদর্শনী। বিখ্যাত আলোকচিত্রী বেনু সেন প্রতিষ্ঠিত ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অফ দমদমের 'স্টুডেন্টস অ্যান্ড মেমবার্স এক্সিবিশন অফ ফটোগ্রাফিক আর্ট' এর এবার উনপঞ্চাশ বর্ষ। বৃহস্পতিবার প্রদর্শনীর সূচনা করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা রঞ্জনা রায়। প্রদর্শনী সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিচারপতি অসীম কুমার বন্দ্যোাপাধ্যায়। প্রদর্শনী ঘুরে দেখে অসীম বাবু জানান, তিনি অত্যন্ত আপ্লুত। অধ্যাপিকা রঞ্জনা রায় বলেন, একই প্রদর্শনীতে শিক্ষক ছাত্রের ছবির এমন সমাহার তিনি আগে দেখেনি।প্রকৃতি, পরিবেশ, পোর্ট্রেট, ফরম, ফিগার, অ্যাবস্ট্রাক্ট ফটোগ্রাফের পাশাপাশি এআই কে মাধ্যম করে তৈরি ছবিও স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। তিনদিনের এই প্রদর্শনী চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত, বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বলে জানে।

সাদা রুমাল নেড়ে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সন্ধির বার্তা, কটাক্ষ নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ১৩ জুন ঃরবীন্দ্রনগরে কীভাবে সাদা রুমাল হাতে এগিয়ে গেল পুলিশ, দেখুন। একটি সংবাদ চ্যানেলে এই শিরোনামে পরিবেশিত ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে আসার পর প্রবল মাত্রা পেয়েছে সেটি।এই মাত্রা পাওয়ার কারণ, ভিডিয়োটির মূল বক্তব্য দু'দিন ধরে বহু আলোচিত বিষয়। আর তা হল, খোদ কলকাতায় কিছু অংশে নির্যাতিত হচ্ছেন হিন্দুরা। শুক্রবার ভোর ৪টে ৪০ পর্যন্ত এই পোস্ট দেখেছেন ৬ লক্ষ ২ হাজার নেটনাগরিক। এটা কারও দাবি নয়। অঙ্কের হিসেবটা স্বয়ংক্রিয়। মন্তব্য করেছেন ১২০০-র ওপর। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে এই সংখ্যা। প্রতিটিতেই প্রবল তোপ পুলিশ এবং সরকারের বিরুদ্ধে।বিশ্বজি ব্যানার্জী লিখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সব জেনে শুনেও যদি কোনও পদক্ষেপ না নেয় তাহলে বুঝতে যে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। মুকুল বিশ্বাস লিখেছেন, লজ্জা। অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের যা অবস্থা, তার থেকে বোধহয় বাংলাদেশের হিন্দুরা সুখে আছে। রাজা মুখার্জি লিখেছেন, আমি কোন পেশাকেই অসম্মান করছি না কিন্তু পুলিশের উচিত এই মুহূর্তে পৌরসভা ময়লা পরিষ্কারকারী ভ্যানের ডিউটি করা।সদানন্দ দাস লিখেছেন, মমতাজের ঘুম চলে গেছে রাষ্ট্রপতি শাসন খুব শীঘ্রই লাগু হচ্ছে!খাজামুদ্দিন মল্লিক লিখেছেন, যে পুলিশ নিজেদের বাড়ির মহিলাদের সম্মান রক্ষা করতে পারে না তারা নিজেদের কী রক্ষা করবে? জীবন কর্মকার লিখেছেন, এই যদি এখনকার হাল হয় তাহলে বাংলাদেশ পাকিস্তান এর হিন্দুদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখুন হিন্দু রাষ্ট্র এনআরসি, সিএএ, এনপিআর, এক দেশ এক সরকারি পরিচয়.ও কঠোর জন্মনিযন্ত্রণ আইন কাল থেকে শুরু হোক-এটা আমার আকুল আবেদন।সুজয় চক্রবর্তী লিখেছেন, এখানে বীরপুরুষ দের হাতে সাদা রুমাল।যত বীরত্ব নিরস্ত্র দের উপর। পম্পা ভট্টাচার্য লিখেছেন, এটা আমার রাজ্য ছি ঃ ছি ঃ কি করছে এই সরকার আর কত কি দেখবে আর বলে থাকেন?

ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যে স্থানীয় মননের জন্য দরকার নিজস্ব চিন্তার ক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিবেদনঃমানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে তিনটি জ্ঞানক্ষেত্র সর্বদাই বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে-ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য। এই তিনটি ক্ষেত্র সমাজের গভীরতম চেতনাকে ধারণ করে এবং ভবিষ্যতের পথরেখা নির্মাণে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রাপথে, উপনিবেশিত বিশ্বের মতো বহু অঞ্চলে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও বোধের স্থান ক্ষীণ হয়ে গেছে। আজও উচ্চাঙ্গ বিদ্যার পরিসরে তথাকথিত আধুনিক ও বিশ্বজনীন চিন্তার প্রতাপে আচ্ছন্ন থাকে স্থানীয় ভাবনা, ভাষা ও মননের সম্ভাবনা। এই প্রেক্ষাপটে, সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে-ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্যের মতো মূর্তমান জ্ঞানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও দেশীয় চিন্তাধারার বিকাশের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা হোক।ইতিহাস মানেই কেবল ঘটনার ধারাবিবরণ নয়, তা হল একটি জাতির আত্মপরিচয় রচনার ধারা। কে ইতিহাস রচনা করছে এবং কী দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করছে, তা নির্ধারণ করে ইতিহাসের প্রকৃত পাঠ কী হবে। আমাদের ইতিহাস আজও অনেকাংশে বিদেশি অনুপ্রেরণায় গঠিত কাঠামোর মধ্যে বন্দি। স্থানীয় ভাষায়, স্থানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস চর্চা ও নির্মাণ একপ্রকার অবহেলিত। অথচ প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব ইতিহাস থাকে, যার পরতে পরতে থাকে জনগণের সংগ্রাম, প্রথা, বিশ্বাস, পরিবর্তনের চিহ্ন। ইতিহাসকে যদি কেবল শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তবে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার গল্প, তাদের বেদনা ও কৃতিত্ব কোথাও লেখা থাকে না। তাই স্থানীয় মননের জন্য দরকার এমন এক মুক্ত পরিসর, যেখানে নিজের ভাষায় নিজের সমাজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবে।দর্শনের ক্ষেত্রেও এক বিশাল সংকোচন লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের অনুবাদ এবং পুনরাবৃত্তির মধ্যেই যেন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিন্তা থেমে থাকে। অথচ ভারতের নিজস্ব দর্শনশাস্ত্র বা বিভিন্ন আঞ্চলিক বুদ্ধিবৃত্তিক পরম্পরা কখনও শুধু ধর্মীয় অনুশীলনে আবদ্ধ ছিল না। তার গভীরে ছিল মানবতাবাদ, আত্মজিজ্ঞাসা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, সমাজসংগঠনের নীতিমালা। সেই সমস্ত তত্ত্ব আজও প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সেগুলি চর্চিত হচ্ছে না স্থানীয় ভাষায়, স্থানীয় মানুষের উপলব্ধির সুরে। ফলে স্থানীয় দর্শন ক্রমেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে তরুণ প্রজন্মের কাছে, যারা শিক্ষার মূল ধারায় এসব ছুঁতেই পারছে না। তাঁদের বোঝার, ব্যাখ্যার ও নিজস্ব ভাবনা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন একটি ভাষাগত, বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা।সাহিত্য, যে নিজেই একটি ভাষার শক্তি ও গভীরতার প্রকাশ, সেখানে স্থানীয় ভাষার বিকাশ যতটা হয়েছে, ততটাই হয়েছে অবহেলা। আজও মূলধারার সাহিত্য আলোচনায়, গবেষণায় এবং পাঠক্রমে বহুলাংশে প্রাধান্য পায় ইংরেজি বা উচ্চ হিন্দি। অথচ বাংলা, তামিল, ওড়িয়া, অসমীয়া, মালায়ালম-এমন অসংখ্য ভাষায় সাহিত্যিক সম্ভার রযেছে, যা বিশ্বসাহিত্যের পরিপূরক হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। স্থানীয় লেখকদের চিন্তা, আবেগ ও ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে যথাযথ মর্যাদা দিতে না পারলে সাহিত্যের আসল গভীরতায় পৌঁছনো যাবে না। স্থানীয় সাহিত্যিকদের শুধু লেখার সুযোগ নয়, বিশ্লেষণ, পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি এবং অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে সংলাপের সুযোগ করে দেওয়াও জরুরি।এই তিন ক্ষেত্রকে একসূত্রে গেঁথে রাখে চিন্তার স্বাধীনতা এবং প্রকাশের অধিকার। যখন কোনও জাতি নিজের ভাষায় নিজের ইতিহাস লেখে, নিজের ভাবনায দর্শনের দিগন্ত খোলে এবং নিজের বোধে সাহিত্য রচনা করে, তখনই তৈরি হয় আসল আত্মপরিচয়। এই আত্মপরিচয় কেবল সংস্কৃতি নয়, তা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক সচেতনতার, সামাজিক ন্যাযবোধের এবং মানসিক স্বাধীনতার প্রতীক।দু ঃখজনকভাবে, শিক্ষাব্যবস্থার কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস, গবেষণার বৈষম্যমূলক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক অনুপস্থিতির কারণে স্থানীয় ভাষা ও ভাবনার চর্চা পিছিয়ে পড়ছে। গবেষণা অনুদান, একাডেমিক স্বীকৃতি, ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় স্থানীয় ভাষার কাজ গুরুত্ব পায় না। অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে জ্ঞানচর্চা একমাত্র তখনই পূর্ণতা পায় যখন তা নানা ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গির মিলনস্থলে পরিণত হয়। কোনও একটি ভাষা বা দর্শনের একাধিপত্য নয়, বরং বহুভাষিক ও বহুবৌদ্ধিক মেলবন্ধনই একটি শক্তিশালী জ্ঞানসমাজ গঠন করে।যতদিন পর্যন্ত ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যকে কেবল কোনও নির্দিষ্ট ভাষা ও মতাদর্শের কাঠামোর মধ্যে আটকে রাখা হবে, ততদিন স্থানীয় মননের স্বাধীন উন্মেষ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজ-সবকেই এগিয়ে আসতে হবে। পাঠক্রমে স্থানীয় ভাষার ইতিহাস অন্তর্ভুক্তি, দর্শনের দেশীয় ধারা নিয়ে পাঠ, সাহিত্যচর্চায় ভাষাগত সাম্যতা-এই প্রযাসগুলিই ধীরে ধীরে এক নতুন আলোয় আলোকিত করতে পারে ভবিষ্যকে।একটি সমাজের জ্ঞানচর্চা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তার প্রতিটি ভাষা, প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি চিন্তা ধারার জন্য সমান অধিকার ও সম্ভাবনা তৈরি হয়। ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের মতো ক্ষেত্রগুলিতে স্থানীয় বুদ্ধির প্রকাশ আজ আর বিলাসিতা নয়, বরং জরুরি প্রয়োজনে রূপ নিয়েছে। আত্মনির্ভরতা কেবল অর্থনীতিতে নয়, মননেও দরকার। সেই মনন যেন স্থানীয় ভাষায় নিজের কথা বলার, ভাবনার এবং সৃষ্টির পূর্ণ স্বাধীনতা পায়-এই চেষ্টাই হোক আগামী দিনের পথ।

বিমান দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছে একটি বিমান। ঘটনাটি দুপুর ১টা থকে ২টোর মধ্যে হয়েছে। দুর্ঘটনায় বহুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।তিনি জানিয়েছেন, আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি এক ভয়াবহ বিপর্যয়। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমার সমবেদনা ও প্রার্থনা জানাই। এই শোকের মুহূর্তে দেশ তাঁদের পাশে আছে।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদের মেঘানিনগরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরের খুব কাছেই উড়ানটি ভেঙে পড়েছে। লন্ডনগামী উড়ানে ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন, জানিয়েছে গুজরাট পুলিশ সূত্রে।

কাছাড়ের পানগ্রাম সাবস্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু, আংশিক স্বস্তি

উধারবন্দ (অসম), ১৩ জুন ঃ পানগ্রাম সাবস্টেশনে নয়া ৩৩ কেভি ট্রান্সফরমার বসিয়ে বৃহত্তর অঞ্চলে বিদ্যু সরবরাহ স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। জ্বলে যাওয়া ট্রান্সফরমারের জায়গায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নয়া ট্রান্সফরমারটি ইনস্টল করে গত বুধবার রাত দশটা থেকে লোডশেডিঙের মাধ্যমে বিদ্যু সরবরাহ শুরু করায়.কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন মানুষ।উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডে পানগ্রাম সাবস্টেশনের কন্ট্রোল রুমের পাশে বেজায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি ট্রান্সফরমার। এর ফলে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রাত অতিবাহিত করতে হয় কাছাড় জেলার অন্তর্গত গোটা পানগ্রাম এলাকা সহ দয়াপুর, মাঝাগ্রাম, মহাদেববাড়ি নগর, অমরানগর, মধুরা, শালগঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের।বুধবার ভোর থেকে অবশ্য নয়া ট্রান্সফর্মার বসানোর কাজ শুরু করার প্রস্তুতি শুরু করেন বিভাগীয় বাস্তুকাররা। শতাধিক কর্মীকে কাজে লাগানো হয়। বুধবার বিকেলের দিকে ক্রেনের সাহায্যে নয়া ট্রান্সফরমার বসানোর পর্ব শেষ হলে শুরু হয় আগুনে ঝলসে যাওয়া.বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বদল সহ ওয়েল্ডিং-এর কাজ। তীব্র দাবদাহে বিপন্ন স্থানীয় মানুষ সাবস্টেশনে ভিড় জমান তাঁদের কাজ দেখতে। অবশেষে বিভাগীয় কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত দশটায় মূল উধারবন্দ এলাকায় বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হয়।বিভাগীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, আপাতত এক ঘণ্টা বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য লোডশেডিং করা হবে যান্ত্রিক বাধ্যবাধকতায়। আর শুক্রবার থেকে বৃহত্তর অঞ্চলে নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে।এদিকে ওই ট্রান্সফরমারে আগুন লাগার পেছনে অনেকে বজ্রপাতকে দায়ী করছেন, আবার কেউ কেউ এমনও বলছেন, ৩৩ কেভি ট্রান্সফরমারে সময়মতো নির্ধারিত মাত্রায় ওয়েলিং না করাতেই ওই ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশের দিক থেকে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা বাড়ছে, সতর্ক বিএসএফ

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ জুন ঃ নতুন পদ্ধতিতে ভারতে জাল নোট পাচারের চেষ্টা করছেন দুষ্কৃতীরা। বাংলাদেশের দিক থেকে কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে জাল নোটের প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে। আর সেই প্যাকেট সংগ্রহ করছে সহযোগী এপারের দুষ্কৃতীরা।বাংলাদেশ থেকে ভারতে জাল নোট পাচারের এমন কে।শল রুখতে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্র দাবি করেছে।বৃহস্পতিবারও সেই চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। তবে তা রুখে দেয় বিএসএফ। বিএসএফ সূত্র জানিয়েছে, ইদানীং সীমান্তে জাল নোট কুড়িয়ে পাওয়ার ঘটনা ঘটছে। সীমান্তে টহলরত বিএসএফ জওয়ানদের ফাঁকি দিয়ে ওপারের দুষ্কৃতীরা কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে জাল নোট ছুঁড়ছে। তা কুড়োতে সক্রিয়.এপারের কিছু পাচারকারী।ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শোভাপুরে কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকায় রোজকার মতোই এদিনও টহল দিচ্ছিলেন বিএসএফের ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। বিএসএফ জানিয়েছে সেই সময়.বেড়ার ওপারে ঘোরাফেরা করছিল বাংলাদেশের তিন নাগরিক। নজরে রেখেছিলেন বিএসএফ জওয়ানরা। হঠা একটি সন্দেহজনক প্যাকেট ওপার থেকে এপারে ছুঁড়ে দেয় ওই দুষ্কৃতীরা। সেই প্যাকেট সংগ্রহ করার জন্য এপারে লুকিয়ে ছিল স্থানীয় দুষ্কৃতীরা। জওয়ানদের দেখে পালিয়ে যায় তারা।প্যাকেট কুড়িয়ে পান টহলরত জওয়ানরা। পুলিশ জানিয়েছে, সেই প্যাকেট সংগ্রহ করে বিএসএফ। তা থেকে ৫ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে।

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন

নিজস্বসংবাদদাতা,উলুবেড়িয়া,(হাওড়া)ঃ শুক্রবার উলুবেড়িয়ায় সংশোধিত ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ডাকে মানব বন্ধন কর্মসূচী পালিত হলো।শুক্রবার দুপুর ১টার সময় জুম্মার নামাজের পরে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মুসুল্লিরা উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন করেন।কযেক হাজার মানুষ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।দক্ষিণ পূর্ব রেলের উলুবেড়িয়া স্টেশনের উত্তর দিক থেকে ১৬নং জাতীয় সড়ক পর্যন্ত এলাকার চারটি মসজিদ অর্থা আল বিলাল মসজিদ,নিমদিঘী স্টেশন নমসজিদ,নিমদিঘি বড়ো মসজিদ,নিমদিঘী পশ্চিম পাড়া মসজিদের ইমাম ও মুসুল্লিরা মানব বন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।এই মানব বন্ধন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহন করেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপিতা সমিরুদ্দিন মোল্লা, বিশিষ্ট সমাজসেবী তাবারক আলী খান,সেখ সাদিক প্রমুখ।উল্লেখ্য গুজরাটের আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

রাস্তার পাশে জঙ্গল থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

মির্জাপুর , ১৩ জুন ঃ উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলাতে রাস্তার পাশে জঙ্গল থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে , বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইমলিয়াচট্টি-নারায়ণপুর রোডে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে বঙ্গলা গ্রামের কাছে, রাস্তা থেকে প্রায়

রাশিফল

মেষঃ প্রেম জীবন উত্তেজনায় ভরা থাকবে, আপনার কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনি আনন্দে ভরা সন্ধ্যা কাটাবেন। আনন্দে ভরপুর কোনও ব্যক্তি আপনার প্রিয়তমের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে, কেননা আপনি আজ অনেক টাকা রোজগার করবেন।

বৃষঃ ব্যবসায়িক মধ্যাহ্নভোজনে কিছু বাকি থাকা আলোচনা সফল হবে । গবেষণার কাজ আশাতীত ভালো যাবে।

মিথুনঃভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন।

কর্কটঃআপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে। দিনের পরের দিকে ফাটকা জাতীয় কাজকর্ম করলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। সংক্ষেপে বললে, আর্থিক দিক আপনার ভালো যেতে পারে।

সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে।

কন্যাঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু মজার মুহূর্ত কাটাতে পারেন।

তুলাঃসম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা। করে দিতে চাইবেন।

বৃশ্চিকঃ ব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। জটিল পরিস্থিতি আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু আপনার প্রিয়জন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

ধনুঃবিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।

মকরঃএই রাশির জাতকদের আজ সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা প্রেমের সম্পর্কের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না । সম্পর্ক মজবুতীকরণের জন্য আপনি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন । আজ আপনার আর্থিক ভাগ্য ভালো নয় । জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাবে ।

কুম্ভঃ আজ আপনি অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য চিন্তিত থাকবেন । কিন্তু কাজ করলে তবেই ফল পাবেন, চিন্তা করে নয় এটা মাথায় রেখে কাজের দিকে মন দিন । আজকে দলগত কার্যকলাপের জন্য আদর্শ দিন । আপনার বুদ্ধিমত্তা ও ব্যাকুল আগ্রহ অফিসে প্রশংসিত হবে । যে কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগে সেগুলি হয়ত আপনি এ।য়ে চলবেন ।

মীনঃ আজকে একটি আবেগঘন দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । আপনার মেজাজ ভালো রাখার জন্য আপনার প্রিয়তম আপ্রাণ চেষ্টা করবেন । আর্থিক পরিস্থিতি ভালো করার জন্য পদোন্নতি বা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবনা চিন্তা করার এটি ভালো সময় । ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করবেন, যাতে ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারেন । ইন্টারভিউয়ের জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে জারি অস্বস্তিকর আবহাওয়া। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতা সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। মঙ্গলবার ও বুধবার এই বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি থাকবে। আবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলি যেমন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। যদিও, বর্ষা প্রবেশ করে গেলেও প্রবল বৃষ্টি নেই উত্তরে। যার জেরে কিছুটা হলেও দিনের বেলা তাপমাত্রার পারদ উর্দ্ধমুখী।। জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট । ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতেপারে।

টোটো চালিয়ে নিজের নাতনিকে বড় করছেন এক মহিলা

বনস্পতি দে, চন্দননগর, ১৩ জুন ঃ চন্দননগরের এক দিদা নিজের নাতনিকে লালন পালন করার জন্য প্রতিদিন তাঁকে নিয়েই বেরিয়ে পড়েন

দৈনন্দিন রোজগারের জন্য। সংসার সামলাতে তিনি টোটো চালান। সেই টোটোর সামনে তাঁর সঙ্গে থাকেন তাঁর ছোট্ট নাতনি। এমনই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় চন্দননগরে। চন্দননগরের বারাসাত এলাকার বাসিন্দা মুন্নি ধারা। বয়স কম করে পঞ্চাশের দোরগোড়ায়। তাঁর স্বামী পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। বাড়িতে থাকেন তিনি তাঁর ছেলে, তাঁর স্বামী ও তাঁর এক নাতনি। ছেলেও স্কুলে পড়ে। ছেলের পড়াশোনা বাড়ির খরচ ও নাতনির খরচ সামলানোর জন্য তিনি একটি ভাড়ার টোটো চালান। সংসার সামলিয়ে তিনি টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রোজগারের তাগিদে। তবে, বাড়িতে তাঁর আর কেউ নেই যে তাঁর ছোট নাতনিকে সামলাবে। তাই টোটো চালানোর সময় ছোট্ট দেড় বছরের নাতনি কে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন রোজগারের তাগিদে। চন্দননগর ভদ্রেশ্বর মানকুন্ডু এই সমস্ত জায়গায় তিনি টোটো নিয়ে ভাড়া খাটেন। তার সঙ্গে যে নাতনি থাকে সে হলতার মেয়ের মেয়ে। অভাবের সংসারে তাই ছোট নাতনিকে সঙ্গে করে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হয় টোটো চালাতে। এই বিষয়ে ওই মহিলা মুন্নি ধারা বলেন, তাঁদের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই তাঁরা ভাড়ার বাড়িতে থাকেন। স্বামী সামান্য রাজমিস্ত্রির কাজ করে তাতে তাঁর যে উপার্জন হয় তা দিয়ে দুবেলা সংসার খরচ জোটে না। তাই সংসারের হাল ধরতে বিগত দুবছর যাবত তিনি বেরোচ্ছেন টোটো নিয়ে। তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তাঁর মধ্যে এক মেয়ের মেয়ে থাকে তাঁর কাছে। সেই নাতনিকে নিয়েই মুন্নি বেরিয়ে পড়েন কাজে। কারণ কাজ না করলে তাঁর সংসার চলবে না। আর বাড়িতে কেউ থাকে না যে তার নাতনিকে দেখবে। তাই তিনি যখন কাজে বেরন তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তাঁর ছোট্ট দেড় বছরের নাতনিকে। মুন্নির জীবন সংগ্রামের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন এলাকার অন্যান্য মহিলারা। এলাকার স্থানীয় এক মহিলা তিনি জানান, বর্তমান সময়ে যখন ছেলে মেয়েরা মা-বাবাকে দেখে না সেখানে নিজের নাতনির জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তার দিদা তা সাধুবাদ যোগ্য।

ছোবল খেয়ে জ্যান্ত চন্দ্রবোড়া সাপ নিয়ে হাসপাতালে এক গৃহবধূ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ১৩ জুন ঃ ছোবল খেলেন,তবু ভয় নয়,জ্যান্ত চন্দ্রবোড়া সাপ নিয়ে হাসপাতালে কৃষ্ণা। দশ বছর পর একই ছোবলে ছিন্নভিন্ন এক স্বপ্ন! চন্দ্রবোড়ার বিষ ফের তাড়া করল অতীতকে। এবার আর ভুল নয়,জ্যান্ত সাপ নিয়ে সোজা হাসপাতালে।দশ বছর আগে যেমনভাবে সাপের কামড়ে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন কৃষ্ণা নস্কর, ঠিক তেমনই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল আবারও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে বাড়ির বাগানে কাজ করার সময় ফের বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে আক্রান্ত হলেন তিনি। বর্তমানে তিনি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে এবারে অবস্থার অবনতি হয়নি, স্থিতিশীল আছেন তিনি। জীবন যেন বারবার একই জায়গায় এসে থামে। দশ বছর আগে যে দু ঃস্বপ্ন থেকে কোনওক্রমে ফিরে এসেছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের কৃষ্ণা নস্কর, সেই বিভীষিকাই আবার ফিরে এল তাঁর জীবনে। সময়টা বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা। প্রতিদিনের মতোই বাড়ির সামনের বাগানে নিজের হাতে বাগান পরিস্কার করছিলেন কৃষ্ণা। হঠাৎ পায়ের কাছে কিছু নড়াচড়া টের তাকিয়ে দেখেন, আর এ যেন ঠিক দশ বছর আগের পুনরাবৃত্তি। সেই সময়ও নিজের উঠানে কাজ করার সময় একই প্রজাতির বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপের ছোবলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কৃষ্ণা। তখন তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বিষক্রিয়ায় এতটাই মারাত্মক অবস্থা হয়েছিল যে, তাঁর কিডনি পর্যন্ত কাজ করা বন্ধ করে দেয়। বাধ্য হয়ে ডায়ালিসিস পর্যন্ত নিতে হয়েছিল তাঁকে। সেই ভয়াবহ স্মৃতি আজও পরিবারের সদস্যদের মনে গেঁথে আছে।কিন্তু নিয়তি যেন ফের একবার পরীক্ষা নিতে চাইল কৃষ্ণার। এবারের ঘটনা ঘটার পরপরই পরিবারের

সদস্যরা কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তড়িঘড়ি তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে কৃষ্ণা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এবারে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। তবে এবারের ঘটনায় একটি ব্যতিক্রমী দিক রয়েছে। কৃষ্ণা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা শুধু আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালে ছুটে আসেননি,সঙ্গে করে সাপ টিকেও জ্যান্ত ধরে নিয়ে এসেছেন চিকিৎসকদের কাছে। এটি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতালের চিকিৎসক। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চন্দ্রবোড়া সাপ ভারতের অন্যতম বিষধর প্রজাতির সাপ।এর কামড়ে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, রেনাল ফেইলিওর বা কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এবারে যেই সাপটি কৃষ্ণাকে ছোবল দেয়, সেটি তুলনায় ছোট ছিল। সেজন্যই বিষের পরিমাণ তুলনায় কম ছিল এবং তীব্রতা কম হওয়ায় কৃষ্ণার অবস্থা সেভাবে সংকটজনক হয়নি।তবে চিকিৎসকদের হুঁশিয়ারি-সাপ যত ছোটই হোক না কেন,বিষধর সাপের ছোবলকে কখনও হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়। কারণ, ছোট সাপের বিষথলি ছোট হলেও বিষের ধরণ অত্যন্ত প্রাণঘাতী হতে পারে। বিষ শরীরে ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত চিকিৎসা না হলে প্রাণনাশ পর্যন্ত হতে পারে।এখন কৃষ্ণা নস্কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, চিকিৎসকরা প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছেন তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর। তবে সবচেয়ে আশার কথা, দশ বছর আগের সেই ভয়াবহ পরিণতির মতো এবার যেন আর তা না ঘটে-এই আশাতেই বুক বাঁধছেন কৃষ্ণা ও তাঁর পরিবার।

লোনের নামে অভিনব প্রতারণা

দুরন্ত বার্তা,হুগলি, ১৩ জুন ঃ পার্সোনাল লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে রাজ্যে এক অভিনব প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল এক চক্র। বহু মানুষের নথি সংগ্রহ করে সেইসব নথির অপব্যবহার করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নথি ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে দামি ফোন কেনা হতো, তারপর সেই ফোন বিক্রি করে প্রতারক টাকা আত্মসাৎ করত। অথচ ইএমআই মেটাতে হতো ওইসব নিরীহ গ্রাহকদেরই। এই চক্রের মূল অভিযুক্ত হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা সৌমিক ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছিল সে। হুগলি, হাওড়া, বিধাননগর থেকে শুরু করে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার বহু মানুষ এই চক্রের শিকার হয়েছেন। কানাইপুরের বাসিন্দা অরূপ দে জানান, তাঁর নামেও ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার একটি দামি ফোন কেনা হয়েছে। সৌমিক তাঁর সঙ্গে ‘লোন’ করিয়ে দেওয়ার নাম করে যোগাযোগ করেন এবং ডানকুনির এক ফোন দোকানে নিয়ে গিয়ে তার নথি দিয়ে ফোন কেনেন। পরে ইএমআই-এর মেসেজ পেয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। অরূপ জানান, আমি না ফোন পেয়েছি, না লোনের টাকা। অথচ ইএমআই কেটে যাচ্ছে। এমন প্রতারণা যারা করেছে, তাদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। একই ধরনের অভিযোগ করেছেন কোন্নগরের মৌমিতা সিং। তাঁর পরিবারের নামে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার ফোন কেনা হয়েছে সৌমিকের মাধ্যমে। প্রথমে এক দামী ফোন হাতে তুলে দিয়ে ছবি তোলে প্রতারক। পরে বলেন, ফোন নিতে হবে নথি প্রসেসিংয়ের জন্য, ইএমআই কাটা হবে না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মাসিক কিস্তির মেসেজ আসতে শুরু করে। স্থানীয় পুরপ্রধান স্বপন দাস বলেন, সৌমিক আগে নবগ্রামে থাকত। কিছু বছর আগেই এখানে ফ্ল্যাট কিনেছে। হাই-ফাই লাইফস্টাইল ছিল। সৎ পথে এভাবে চলা সম্ভব নয় বলেই প্রতারণার পথে নেমেছে। কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। বিধাননগর সিটি পুলিশের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় অভিযোগ জমা পড়তেই তদন্তে নামে পুলিশ। এরপরই হাওড়ার দাসনগর থানা এলাকা থেকে সৌমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে উঠে আসছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রতারণার জাল আরও বড় হতে পারে বলে আশঙ্কা।

বেআইনি অটো বন্ধের বিরুদ্ধে বাসন্তী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৩ জুন ঃ দিনের পর দিন সুন্দরবনের বাসন্তীর বিভিন্ন রুটে বেআইনি ভাবে অটো চলাচল করেছে। এর ফলে যারা দীর্ঘদিন ধরে এই রুটে অটো চালান তাঁরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। স্থানীয় শাসক দলের নেতারা মোটা টাকার বিনিময়ে এই নতুন অটো গুলিকে চলাচলের অনুমতি দিচ্ছেন অবৈধ ভাবে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এই রুটের সাধারণ অটো চালকরা। আর তাই এই বেআইনি অটো চলাচলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাঁরা। শুক্রবার সকাল থেকে বাসন্তী রাজ্য সড়কের পাল বাড়ি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অবিলম্বে এই বেআইনি অটো বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। আর এই বিক্ষোভের জেরে এই রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

বারুইপুর হাসপাতালের সামনে ইমারতি রাখায় আটকে এম্বুলেন্স

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৩ জুন ঃ বারুইপুর হাসপাতালে প্রবেশ করতে পারছে না অক্সিজেন সিলিন্ডারের গাড়ি। রাস্তায় পড়ে ইমারতি দ্রব্যের কারণে। খোদ বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা দখল করে যত্র তত্র পড়ে আছে ইমারতি দ্রব্য। হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডার ঢোকার গাড়ি আসতে পারছে না। প্রায় দুই ঘন্টা রাস্তাতেই আটকে ছিল সিলিন্ডার ভর্তি গা।ি রোগী ভর্তি অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ঘটছে দুর্ঘটনাও। এমনই দিনের পর দিন হচ্ছে বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পিছনে পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ, বারুইপুরে রাস্তা জুড়ে ইমারতি দ্রব্য ফেলে রাখা রোজকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। তিতিবিরক্ত এলাকার লোকজন থেকে শুরু করে হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবার পরিজন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের গোচরে এনেছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলার অর্চনা মল্লিক জানিয়েছেন এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ধীরাজ রায় বলেন,পুলিশ প্রশাসন ও পৌরসভার কাউন্সিলারকে বিষয়টা জানিয়েছি। প্রয়োজনে উদ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

দক্ষিন কোরিয়া পাড়ি দিলো জয়নগরের ২৩ বছরের বিদিশা গায়েন

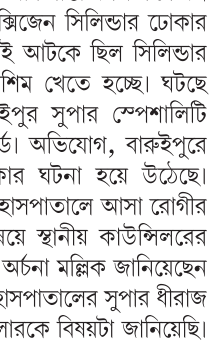

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জুন ঃ জিমনাস্টিকে আবার জয়নগরের নামকে তুলে ধরতে দক্ষিন কোরিয়া পাড়ি দিলো জয়নগরের ২৩ বছরের বিদিশা গায়েন। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিদিশা গায়েন। বাবা দক্ষিণা গায়েন কলকাতার। একটি বেসরকারি সংস্থায় বর্তমানে কর্মরত। মা বন্দনা মন্ডল গায়েন একসময় জিমন্যাস্টিকে জাতীয় দলে খেলতেন। বিদিশার ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি জিমন্যাস্টিকের প্রতি আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। জয়নগরের সুপ্রাচীন সৃজনী ক্লাবের জিমনাসিয়াম থেকেই বিদিশার জিমন্যাস্টিকে হাতে খড়ি। ২০১১ সালে মাত্র ৯ বছর বয়সে অন্ধ্রপ্রদেশে অনূর্ধ্ব ১০ বছর ন্যাশনাল জিমনাস্টিক এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিদিশা। ২০১৪ সালে কলকাতায় অনূর্ধ্ব ১৭ বছর স্কুল ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিক এ প্রথম স্থান অধিকার করে বিদিশা। ২০১৫ এ তেলেঙ্গানাতে অনূর্ধ্ব ১৭ বছর স্কুল ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিকে প্রথম স্থান অধিকার করে বিদিশা। ২০১৬ সালে হরিয়ানায় অনূর্ধ্ব ১৭ বছর স্কুল ন্যাশনাল জিমনাস্টিকে প্রথম স্থান অধিকার করে বিদিশা। ২০১৭-এতে কলকাতায় অনূর্ধ্ব ১৭ বছর স্কুল ন্যাশনাল জিমনাস্টিকে প্রথম স্থান অধিকার করে বিদিশা। ২০১৭-এ দিল্লিতে অনূর্ধ্ব ১৭ খেলো ইন্ডিয়া স্কুল গেমসের জিমনাস্টিকে প্রথম স্থান অধিকার করে বিদিশা।২০১৮ সালে মহারাষ্ট্রে আয়োজিত অনূর্ধ্ব একুশ বছর খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে জিমনাস্টিকে প্রথম স্থান অধিকার করে বিদিশা।২০১৯ সালে চন্ডিগড়ে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় সিনিয়র গ্রুপে তৃতীয় স্থান অধিকার করে বিদিশা। ২০২১ শে অমৃতসরে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে বিদিশা। ২০২২ সালে ইজিপ্ট এ কায়রো শহরে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় এই বিদিশা।এভাবেই ছোটবেলা থেকেই নিজের জেলা রাজ্য, ভিন রাজ্য এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ও জিমনাস্টিকে একটার পর একটা সাফল্য পেয়েই এগিয়ে চলতে থাকে জয়নগরের বিদিশা গায়েন। বর্তমানে বিদিশা পূর্ব রেলে কর্মরত এবং BNR এর সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে জিমে পায়েল ভট্টাচার্য ও পার্থ মন্ডলের কাছে প্রশিক্ষণরত। আর এবার তার লক্ষ্য ইন্ডিয়ান ওম্যানস জিমন্যাস্টিক টিম ফর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ এর ট্রফি ছিনিয়ে আনা।সে কারণেই ইতিমধ্যে বিদিশা রওনা দিয়েছে সাউথ কোরিয়ার উদ্দেশ্যে। জয়নগরের বিদিশা ছাড়া এই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত বর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচজনের একটি দল পৌঁছাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। এদের মধ্যে আছে মেদিনীপুরের প্রণতি নায়েক, হাওড়ার প্রতিষ্ঠা সামন্ত, কলকাতা তোরা সানি এবং দিল্লির স্নেহা তোরিয়াল। পর্যায়ক্রমে এভাবে জিমন্যাস্টিক এ মেয়ের সাফল্যে খুশি বিদিশার পরিবারের সদস্য রা।আর বিদেশের মাটিতে তাঁর সাফল্য কামনা করছে তাঁর বাবা, মা সহ জয়নগরের মানুষ।

সুন্দরবনে কার্যত যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে শুরু হচ্ছে ইলিশ অভিযান

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন, ১৩ জুন ঃ ভোজনরসিক বাঙালির পাতে পড়বে কাঙ্ক্ষিত সর্ষে ইলিশ। সুন্দরবনের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এখন কার্যত যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি। শেষ হয়েছে সরকারি নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা। এখন শুধু

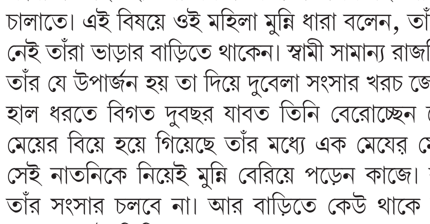

ট্রলারগুলো পাড়ি দেবে গভীর সমুদ্রের দিকে, লক্ষ্য একটাই- ইলিশ। প্রতি বছর এপ্রিল থেকে জুন-এই সময়ে মাছেদের প্রজননের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে জারি থাকে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা। এ বছরও ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ছিল সেই নিষেধাজ্ঞা। ফলে দীর্ঘ দুই মাস বন্ধ ছিল সবধরনের নদী ও সমুদ্র মাছ ধরা। নিষেধাজ্ঞা শেষ হতেই নতুন আশায় বুক বেঁধেছে মৎস্যজীবীদের পরিবার। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ উপকূলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা মৎস্যবন্দরগুলিতে এখন প্রচণ্ড ব্যস্ততা। সব ট্রলারেই চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ট্রলার ভর্তি করা হচ্ছে বিশাল পরিমাণ বরফ ও ডিজেলে। পাশাপাশি, নোনা জলের জন্য প্রস্তুত বিশেষ ধরনের মাছ ধরার জালও গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে ট্রলারে। প্রতিটি ট্রলার যেন হয়ে উঠেছে একেকটি ভাসমান মাছ ধরার কারখানা। শুক্রবার ভোর থেকেই এই ট্রলারগুলি রওনা দেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা উপকূলের উদ্দেশ্যে। পাথরপ্রতিমার জি-প্লটের ঘাটে একদিনের অপেক্ষার পর, শনিবার গভীর রাত থেকেই তারা নামবে বঙ্গোপসাগরের গভীর জলে।স্থানীয় মৎস্যজীবী সুকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, গত তিন বছরে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় সেভাবে ইলিশ মেলেনি। মাঝেমধ্যে কিছুটা দেখা মিললেও তা বাঙালির চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তবে এবছর বৃষ্টি অনেক আগেই নেমেছে, ফলে পরিবেশ অনুকূল বলেই মনে করছেন তিনি। এ ছাড়াও এ বছর ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই একসঙ্গে ইলিশ প্রজননের জন্য মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এর ফলে সমুদ্র ও নদী দু’জায়গাতেই মাছের প্রজননের সুযোগ মিলেছে পর্যাপ্তভাবে। তাই এবছর ভালো ফলনের আশায় দিন গুনছে মৎস্যজীবীরা। শুধুই সুন্দরবনের নয়, গোটা রাজ্যের ইলিশপ্রেমী মানুষরাও মুখিয়ে রয়েছেন নতুন মৌসুমের প্রথম ইলিশের স্বাদ নেওয়ার জন্য। বড় বাজারগুলোতেও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। প্রত্যেক বছর প্রথম দিকের ইলিশ বাজারে উঠতেই দাম থাকে আকাশছোঁয়া, তবে এবার জোগান ঠিকঠাক থাকলে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে দাম-এই আশায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ। তবে এ যাত্রা সহজ নয়। গভীর সমুদ্রের আবহাওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। ট্রলারগুলিকে তাই প্রস্তুত রাখা হয়েছে যেকোনও পরিস্থিতির জন্য। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, খাবার, জল ও জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রপাতিও রাখা হয়েছে সঙ্গে। প্রতিটি ট্রলারে রয়েছেন প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মৎস্যজীবীরা। সব মিলিয়ে সুন্দরবনের উপকূলে এখন ‘ইলিশ অভিযান’-এর চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জানা যাবে, এবছরের ইলিশের ভাগ্য কী দাঁড়ায়। আপাতত প্রতীক্ষা শুধু বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা সেই সোনালি ইলিশের।

এক পক্ষকাল ব্যাপী কৃষকদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৩ জুন ঃ গ্রামের মানুষ আজ ও কৃষি নির্ভর। তাই ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রালয় কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ মাধ্যম গড়ে তুলেছে দেশের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র গুলির মধ্যে দিয়ে। গত ২৯ শে মে থেকে ১২ ই জুন পর্যন্ত এই এক পক্ষ কাল ব্যাপী সারা দেশে হয়ে গেল বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান নামে প্রায় দেড় কোটি কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অভিযান। ভারতীয় কৃষি ও কৃষক মন্ত্রালয়, ব্যারাকপুরের ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এবং নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আয়োজনে এক পক্ষ কাল ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিলো নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। প্রথম দিন কুলতলি বিধানসভার গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের বনঘেরী ও মধ্য গুড়গুড়িয়ার গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মুখোমুখি হন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।এর পরে একে একে জয়নগর এক নম্বর ব্লক, দু নং ব্লক, কুলতলি, মন্দিরবাজার, কুলপি, সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, ডায়মডায়মন্ডহারবার এক নম্বর, মথুরাপুর এক নং,দু নং,মগরাহাট এক নং, দু নং মোট ১৪ টি ব্লকে প্রায়২৮ হাজার কৃষকদের মুখোমুখি হন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। তাদের সাথে চাষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তারা। এই অভিযানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই সমস্যা সমাধানের কি করনীয় তা ব্যাখা করেন। এই ১৫ দিন দেশের ৭০০ টি জেলায় দু হাজারের বেশি বৈজ্ঞানিক দল অংশ গ্রহন করছে এই বিকশিত সংকল্প অভিযানে। আর এই অভিযানকে ঘিরে সু ন্দরবনের চাষিদের মধ্যে আগ্রহ ছিলো তুঙ্গে। এই অভিযানের শেষ দিনে গত বৃহস্পতিবার নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে কৃষকদের কৃষি আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই অভিযান শেষ হয়।এবং একেবারে শেষ পর্বে মথুরাপুর দু নং ব্লকের কুমড়োপাড়া অতিথি ভবনে কৃষকদের সাথে কর্মশালার মধ্যে দিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এক পক্ষকাল ব্যাপী চলা বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান শেষ হয়।

দিঘায় পর্যটকদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ, নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

দুরন্ত বাতা৩, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ জুন ঃ দিঘায় পর্যটকদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ, নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। দিঘায় বেড়াতে এসে হোটেল ভাড়া নিয়ে বিপাকে পড়ছেন বহু পর্যটক। হোটেলে অগ্রিম বুকিং না থাকলে, ঘর পেতে সমস্যা হচ্ছে। পর্যটকের সংখ্যা বাড়লেই হোটেল ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ। এক হাজার টাকার ঘরের ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তিন-চার হাজার টাকা। মিলছে না কোনও বৈধ বিল, কেবল কাগজে হাতে লেখা ভাড়ার অঙ্ক। দুর্গাপুর থেকে পরিবার নিয়ে দিঘায় বেড়াতে এসে এমন সমস্যার মুখে পড়েন মানিক রায়। কোনও হোটেলেই ঘর না পেয়ে শেষমেশ এক টোটো চালকের মাধ্যমে ঘর পান। তবে শর্ত-দ্বিগুণ ভাড়া, কোনও বৈধ বিল নেই, শুধু একটি কাগজে ভাড়ার অঙ্ক লেখা থাকবে। বাধ্য হয়েই তাতে রাজি হন মানিক। তাঁর মতো বহু পর্যটকই এমন অভিজ্ঞতার শিকার। অভিযোগ উঠেছে, টোটো ও অটো চালকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হোটেল মালিকরা ভাড়া বাড়াচ্ছেন। হোটেল মালিকরা কমিশনের ভিত্তিতে পর্যটক টেনে আনছেন এই চালকদের দিয়ে। এক হোটেল মালিক জানান,পর্যটক হোটেলে এলেই টোটো চালকদের নগদ ২০-৩০ শতাংশ হারে কমিশন দিতে হয়। ফলে ভাড়াও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের পোর্টালেও এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে প্রশাসন। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি জানিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে হোটেল মালিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে হোটেলের লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর গত দেড় মাসে রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক ভিড় করেছেন।

ক্রেতাদের অধিকার সচেতনতা বেড়েছে

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,১৩জুনঃ নিরন্তর সচেতনতা প্রচারের ফলে রাজ্যের ক্রেতাদের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। বিধানসভায় ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তথ্য দিযে. এই দাবি করছেন বিভাগীয় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তিনি জানান, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত মামলায় মোট ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৪ হাজার ৮৮০ টাকা জরিমানা আদায় হয়েছে।মন্ত্রী আরও বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মোট ১০,৬৯০টি মামলা দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে ৪,৮১৫টি মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে । রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, দ্রুত নিষ্পত্তি ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার বিষয়ে আরও সচেতন হন।

সোদপুর নির্যাতিতা-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শ্বেতা খানের ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ হাওড়া আদালতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ সোদপুর নির্যাতিতা-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শ্বেতা খানকে বুধবার রাতেই কলকাতার আলিপুর থেকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। আদালত ধৃতের বিরুদ্ধে ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। বুধবার রাতেই শ্বেতাকে আনা হয় হাওড়ার ডোমজুড় থানায়। সকালে সেখানে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের পর শ্বেতাকে ডোমজুড় থানা থেকে আদালতে আনা হয়। হাওড়া কোর্ট লকআপে আনার সময় শ্বেতাকে ঘিরে এদিন ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান বাঁকড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা। আদালত চত্বরে ভীড়ের মধ্যে শ্বেতাকে 'চড়' মারার অভিযোগ ওঠে। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, রাজীব ব্যানার্জী ও অরূপ রায় সহ তৃণমূল নেতাদের সাথে ছবি তুলে সমাজমাধ্যমে তা পোস্ট করে দলকে কালিমালিপ্ত করেছেন শ্বেতা খান। তিনি দলের কেউ নন। ওর ফাঁসি হওয়া উচিত। বাঁকড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী শেখ আবদুল সালাম কোদা বলেন, আমি বাঁকড়া-২ অঞ্চলে দু'বারের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলাম। বাঁক।য় ২০০৮ সাল থেকে

দলের যুব'র দায়িত্বেও ছিলাম। ওকে (শ্বেতা খান) কোনওদিন বাঁকড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস দল করতে দেখিনি। শ্বেতা খান যে রকম করে বাঁকড়ার নাম কলঙ্কিত করেছে ও যেন আমাদের অঞ্চলে না ঢোকে আমরা এটাই চাই। ওর বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষেপে আছে। আমাদের দলের নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে নেতাদের নামে বদনাম ? এটা আমরা কোনওদিন মানব না। শ্বেতা খান কেন ছবি তুলে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে বদনাম করবে ? আমরা ২০০৮ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। আমি ওকে কোনওদিনই তৃণমূল কংগ্রেস করতে দেখিনি। ও তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করছে। নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে তাদের কালিমালিপ্ত করছে। শ্বেতা খানের ফাঁসির দাবি করছি। ও বাইরে বেরলে আবার তৃণমূলের নামে বদনাম করবে। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের এক কর্মী এদিন বলেন, শ্বেতা খান মার খাওয়ারই যোগ্য। ও ছবি তুলে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরূপ রায়ের নামে বদনাম করছে। ওর ফাঁসি চাই। এদিকে, শ্বেতা খান এদিন আদালতে আসার পথে সাংবাদিকদের বলেন, আমার কাছে সব এভিডেন্স আছে। আমি ওকে (সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণী) কোনওদিন একটা থাপ্পড়ও মারিনি। ও আমার বাড়িতে বউ হয়েই ছিল। ওর আগে একটা বিয়ে ছিল। সেটা আমরা জানতাম না। ওর একটা সন্তানও ছিল। আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমাকে আপনারা বাঁচান। আমাদের কাছে উত্তর আছে। উল্লেখ্য, হাওড়া গোয়েন্দা পুলিশের টিম মোবাইল ট্র্যাক করে বুধবার রাতে শ্বেতোকে আলিপুর থেকে গ্রেফতার করে। রাতেই তাঁকে নিয়ে আসা হয় ডোমজুড় থানায়। পাশাপাশি শ্বেতা খানের বাড়িতেও বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ বুধবার তল্লাশি চালায়। বেশ কিছু নথিপত্র সংগ্রহ করেন তাঁরা। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করা হয়।

পাঁশকুড়া ছাত্রী নিবাসের বাথরুমে সুইসাইড করল এক ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ১৩ জুন ঃ পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত সিদ্ধা দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাবনী শাসন এলাকার বছর ২২ এর পড়ুয়া. কোয়েল অধিকারী। বর্ধমান ইউনিভার্সিটি থেকে জুয়োলেজিতে এম এসসি প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন কোযেল। কোযেল একটি ছাত্রী নিবাসে থাকতো।গত রবিবার ভোর ৪.৩০ টার সময় বাড়ি থেকে বেরিযে. গিয়েছিল তার ছাত্রী নিবাসে।পৌঁছে বাড়িতে ফোনও করেছিল সে।দুপুরে খাওযা দাওযার পর থেকেই আর যোগাযোগ করা যাযনি, পরে কোযেলের এক বান্ধবীর কাছ থেকে জানতে পারেন তার মেয়ে ছাত্রী নিবাসের বাথরুমের ভেতরে সুইসাইড করেছে। যদিও কোয়েলের মা বলেন -কেউ তার মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে।তবে সেইরকম ওর কেনো শত্রুতা ছিলো না। পড়াশোনা নিয়েও মানষিক চাপে ছিলেন আমার মেয়ে। মাঝে পড়াশুনো ছাড়ার স্বীদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আমার মেয়ে।আমরা চাই এর সঠিক তদন্ত হোক।

বাঁকড়ার নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

হাওড়া, বাঁকড়া, ১৩ জুন ঃ বাঁকড়ার নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা, ব্যাপক ভাঙচুর। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও র‍্যাফ। গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করলো নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে বুধবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার বাঁকড়ার এক নামী নার্সিংহোমে। ওই নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ক্ষিপ্ত জনতা। খবর পেয়ে নার্সিংহোমে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ এবং র‍্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বুধবার রাতে বাঁকড়া মুন্সিডাঙা শেখপাড়ার বাসিন্দা টিনা খাতুন (৩২)-কে পেটের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করেন বাড়ির লোকজন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি হুগলির ডানকুনিতে। টিনার বাড়ির লোকের অভিযোগ, যখন তাঁকে ওখানে নিয়ে আসা হয় তখন তাঁকে চিকিৎসক যন্ত্রণা কমানোর জন্য একটি ইঞ্জেকশন দেন। আর এরপরই রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। রাতের দিকে মারা যায় ওই মহিলা। মৃত্যুর খবর চাউর হতে এলাকার বাসিন্দারা ভিড় জমান ওই নার্সিংহোমে। তাঁরা নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। টেবিল, চেয়ার, আসবাবপত্র, সিসিটিভি এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সব ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়। এদিন রাতে রোগীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই নার্সিংহোমে জড়ো হন কয়েকশো মানুষ। চলে ভাঙচুর। অন্যান্য রোগী থেকে শুরু করে চিকিৎসক, নার্সিংহোমের কর্মীরা ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে পৌঁছায় বাঁকড়া ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয .র‍্যাফ। এই ঘটনা নিয়ে রোগীর আত্মীয় .শেখ নিজামউদ্দিন বলেন, ভুল ইনজেকশনে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেশি রাতে পেটে পাথর নিয়ে ওই নার্সিংহোমে আনা হয় মহিলাকে। সেখানে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। তারপরেই রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর মৃত্যু হয় তাঁর। এদিকে, ভুল ইনজেকশনের ঘটনা অস্বীকার করেছেন নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানান, রোগী যখন এখানে এসেছিলেন তখন তাঁর প্রেসার খুব কম ছিল। এর পাশাপাশি বুকে এবং পেটে ব্যথা ছিল। এখানে আসার পর তাঁকে স্যালাইন ও গ্যাসের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যেই রোগীর মেজর হার্ট অ্যাটাক করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার জন্য যা করণীয় তা সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই ঘটনার সময় রোগীর আত্মীয়রা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ওনাকে ভুল ইনজেকশন দেওয়া হয়নি।

অলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯৩ সংখ্যা, শনিবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

গৃহহিংসার বিভীষিকাঃ সমাজের নীরব আর্তনাদ

আজকের সমাজ যতই আধুনিকতার মোড়কে মোড়া হোক না কেন, ঘরের ভিতরের অন্ধকারে আজও জেগে থাকে এক নির্মম বাস্তবতা-গৃহহিংসা। এই হিংসা নারী, শিশু, এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের জীবনকে করে তোলে বিষাক্ত, প্রতিনিয়ত মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার শিকার হতে হয় অসংখ্য মানুষকে। ভারতে প্রতি বছর যে পরিমাণ গৃহহিংসার অভিযোগ ওঠে, তার অনেকটাই থেকে যায় নথিভুক্তির বাইরে, ঘরোয়া চাপে, সামাজিক অপমানের ভয়ে অথবা ভবিষ্য অনিশ্চয়তার কারণে।এই হিংসার রূপ আজ আর কেবল শারীরিক আঘাতেই সীমাবদ্ধ নেই। মানসিক, আর্থিক, যৌন এবং সামাজিক অবহেলাও এখন এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোনো নারী দিনের পর দিন তার স্বামীর গালিগালাজ, অপমান, সন্দেহ, কিংবা নিগ্রহ সহ্য করছেন শুধুমাত্র সন্তানের মুখ চেয়ে, সমাজের চাহিদা পূরণ করতে কিংবা নিরাপত্তার অভাবে। আবার কেউ কেউ নিজের অভ্যন্তরীণ ভয় বা পারিবারিক চাপে গলা চেপে ধরে রেখেছেন প্রতিবাদের ভাষা। এই নিঃশব্দ হিংসার শিকল ভাঙা সহজ নয়।সাম্প্রতিক কালে গৃহহিংসার পরিসংখ্যান ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। নানা রকম আইন ও সংস্থার সহায়তা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই এগিয়ে আসতে পারেন না, কারণ সমাজ এখনও নির্যাতিতার উপরেই দোষ চাপাতে অভ্যস্ত। একধরনের সামাজিক কাঠামো এখনও নারীদের ' সহনশীল হওয়ার পাঠ পড়ায়। আর সেই মানসিকতাই হিংসাকারীদের উসাহ জোগায়। যখন একজন নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান, তখন তাঁকে শোনা হয় ' বাড়ির মান রক্ষা না করতে পারার দায়ে' অভিযুক্ত হিসেবে।অন্যদিকে প্রযুক্তির অগ্রগতি যতই সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ততই নতুন রূপে গৃহহিংসা ছড়াচ্ছে ডিজিটাল পরিসরেও। সাইবার বুলিং, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে মানসিক নিপীড়ন, বা ফোন নজরদারি হয়ে উঠছে আধুনিক যুগের নতুন হিংসার অস্ত্র। এই ডিজিটাল অত্যাচার বাইরে থেকে দেখা যায় না, অথচ ভিতরে ভিতরে একটি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।যেখানে একজন ভুক্তভোগী রুখে দাঁড়ানোর সাহস করেন, সেখানে প্রয়োজন হয় শক্তিশালী সহায়তার। প্রশাসনের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ, আদালতের সংবেদনশীলতা, এবং সমাজকর্মীদের পাশে থাকা-এই তিনটি স্তম্ভ নির্যাতিতদের নতুন করে বাঁচার আশা জোগায়। তবে এই ব্যবস্থাগুলি কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বাস্তবিক সাহায্যের হাত যেন সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছয়, সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।শিক্ষার প্রসার, আত্মনির্ভরতার সুযোগ, এবং মনোভাবের পরিবর্তন-এই ত্র্যহস্পর্শে গৃহহিংসা প্রতিরোধ সম্ভব হতে পারে। বাচ্চাদের ছোট থেকেই শেখাতে হবে সম্মান, সমতা ও সহানুভূতির মূল্য। সমাজে এই বার্তা ছড়াতে হবে-গৃহহিংসা কোনও পারিবারিক ব্যাপার নয়, এটি একটি অপরাধ। এবং অপরাধীর স্থান বিচারব্যবস্থার কাঠগড়ায়।নির্যাতিতা শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি একজন নাগরিক। তাঁর বাঁচার অধিকার, তাঁর মর্যাদা, তাঁর স্বপ্ন-সবই সমানভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনের প্রথম শর্ত হল এই সমস্যার স্বীকৃতি এবং তার মোকাবিলায় দৃঢ় রাজনৈতিক ও সামাজিক সদিচ্ছা।আজ যখন নারীশক্তির জয়গান চলছে, তখন ঘরের অন্দরের এই অন্যায্য যন্ত্রণা যেন না হারিয়ে যায় বাহ্যিক সাফল্যের উল্লাসে। গৃহহিংসা কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, বরং সমাজের সম্মিলিত নিষ্ক্রিয়তার প্রতিফলন। তাই এই লড়াই শুধু একটি নারীর নয়, এ লড়াই আমাদের সবার।সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা তৈরি করাই এখন প্রধান প্রয়োজন। প্রতিবেশী, আত্মীয়, বন্ধু কিংবা সহকর্মী-যেকোনও এক জন এগিয়ে এলে হয়তো বাঁচানো যেতে পারে একটি জীবন। গৃহহিংসা রোধের প্রথম ধাপ হল মুখ খোলা, প্রতিবাদ করা। এবং সেই প্রতিবাদের শব্দ যেন সমাজ শুনতে পায, তা নিশ্চিত করা।একটি সভ্য সমাজ তখনই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তার প্রতিটি মানুষ নির্ভয়ে, সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে নিজের ঘরে। গৃহহিংসা সেই মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়। তাই এর বিরুদ্ধে লড়াই শুধুই আইনত নয়, তা মানবিকতা ও বিবেকের প্রয়াসও বটে। এই লড়াই চলুক নিরবচ্ছিন্ন, যতদিন না ঘরের ভিতরে শান্তির বাতি জ্বলে উঠছে প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি জীবনে।

ভারতে মুসলিমবিরোধী চলচ্চিত্রের পেছনে বিজেপির রাজনৈতিক সমর্থন

গত কয়েক বছরে ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যেখানে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে কিছু সিনেমা তৈরি হচ্ছে। এসব সিনেমার উদ্দেশ্য হলো-মুসলমানদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে সমাজে বিভাজন ও ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করা।সম্প্রতি কেরালা স্টোরি, দ্য কাশ্মীর ফাইলস এবং হরিয়ানা ৭২-এর মতো চলচ্চিত্রগুলো তাদের মুসলিম-বিরোধী বর্ণনার জন্য ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। এখনও মুক্তি না পাওয়া হাম বারাহ (আমরা বারো জন) নামের একটি নতুন চলচ্চিত্র আরেকটি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের তীব্র নিন্দার শিকার হয়েছে।চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ও বিতর্ক।হাম বারাহ চলচ্চিত্রটি মানসুর আলী খান সঞ্জরি (অনুপম খার অভিনীত) নামের একজন মুসলিম ব্যক্তির গল্প বলে, যার দু'জন স্ত্রী থেকে ১১টি সন্তান রয়েছে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী এখন ১২তম সন্তানের জন্য গর্ভবতী। চলচ্চিত্রটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ধর্মীয় শিক্ষা এবং নারী অধিকারের উপর ফোকাস করে, যা সমালোচকদের মতে, মুসলিমদেরকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী হিসেবে চিত্রিত করে। মানসুর আলী খানের চরিত্রটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তিনি ভুলভাবে কুরআন, হাদিস ও শরিয়তের উদ্ধৃতি দিয়ে তার সন্তানদের শিক্ষা এবং স্ত্রীদের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করেন।চলচ্চিত্রের একটি বিতর্কিত দৃশ্যে খান সাহেব গর্বিতভাবে বলেন, আমরা দু'জন, আমাদের বাচ্চা বারো জন, যা ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচলিত একটি ঘৃণাত্মক প্রচারণার প্রতিফলন।আরেকটি দৃশ্যে, একজন বোরকা পরিহিতা নারী প্রশ্ন করেন, কেন শুধু নারীরাই জাহান্নামে যাবে?- যা ইসলাম সম্পর্কে অপমানজনক ধারণা দেয়।জনপ্রতিক্রিয়া ও মুসলিম সংগঠনের প্রতিবাদচলচ্চিত্রটি মুক্তির আগেই ৩০ মে এর ট্রেলার প্রকাশিত হয়, কিন্তু ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে দ্রুত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

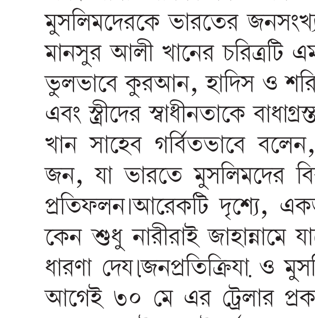

কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে এমনিতেই সহিতে তুমি না পারো যদি অন্যের কটু ব্যবহার, কেমন করে সইবে তারা তোমার তিক্ত অত্যাচার কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভোরে তুমি যায় দেখোনা কেন, অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করো আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না. কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃত পক্ষে কোনো বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমের বিভিন্নতা বলেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব । হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও সবগুলি এক একটি মত।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগঃ ব্যয় সংকোচ ও অতিরিক্ত কাজের বৃত্তে সরকারি কাঠামো

সমকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক নতুন স্বাভাবিকতা হয়ে উঠেছে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ। স্থায়ী কর্মী না নিয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করার যে প্রবণতা, তা কেবল সরকার বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়েছে পৌরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য পরিসেবা, এমনকি গবেষণা ক্ষেত্রেও। এই ধরনের নিয়োগের পেছনে যুক্তি হিসাবে যে দুটি বিষয়কে বারবার সামনে আনা হয় তা হল সরকারি ব্যয় হ্রাস এবং অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়ার সুবিধা। তবে এই যুক্তিগুলি যতই আর্থিক ও প্রশাসনিক ভারসাম্যের দিকে নির্দেশ করুক না কেন, এর অন্তরালের বাস্তবতা কিন্তু বেশ জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ভারসাম্যের ওপরও গুরুতর প্রভাব ফেলছে।সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংযমের নীতি নতুন কিছু নয়। যেকোনো মন্দা পরিস্থিতি বা বাজেট ঘাটতির সময়, প্রথম ধাক্কা আসে কর্মী নিয়োগ ও বেতন খাতে। এই ব্যয় হ্রাসের কৌশলগত উপায় হিসেবে, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ একটি কার্যকরী মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এই পদ্ধতিতে অবসর ভাতা, পেনশন, ছুটির ভাতা কিংবা অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হয় না। চুক্তি শেষ হলে সরকার দায়মুক্ত হয়ে যায়, নতুন করে নিযোগে না করলেও চলে। এতে বাজেটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা খুশি থাকেন, আর শাসক মহল জনসেবা চালু রেখেও আর্থিক কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। কিন্তু এই খুশির আড়ালেই চাপা থাকে সেইসব চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জীবনের অনিশ্চয়তা, সম্মানের অভাব এবং অব্যবস্থাপনার শিকার হওয়া বাস্তবতা।অন্যদিকে, এই ধরনের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ব্যবহার করে অনেক বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। সরকারি কাঠামোয় স্থায়ী কর্মী নিয়মতান্ত্রিক কাজের পরিসর এবং শ্রমঘণ্টার মধ্যে কাজ করেন। কিন্তু চুক্তিভিত্তিক কর্মী, যেহেতু নিরাপত্তাহীন অবস্থানে থাকেন, তাঁদের দিয়ে শাসক মহল প্রায়শই দৈনিক নির্ধারিত কাজের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারেন না, কারণ চাকরি হারানোর ভয় সর্বক্ষণ গ্রাস করে থাকে। এই সুবিধা কাজে লাগিয়েই প্রশাসন এমন এক মডেল দাঁড় করিয়েছে যেখানে কম খরচে বেশি কাজ করানো সম্ভব, এবং সেটিকে ' ছদ্মবেশে পেশ করা যায়।তবে এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চালু থাকলে তার প্রভাব বহুমাত্রিক হয়। প্রথমত, কর্মসংস্থানের ধারণাটাই বদলে যায়। তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে বুঝে নেয, স্থায়ী কাজের স্বপ্ন বৃথা, তাই তারা চুক্তিভিত্তিক, অনিশ্চিত জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, এটি কর্মীদের পেশাগত আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বিকাশের পরিপন্থী। যে কর্মী জানেন, তাঁর চাকরি আগামী ছয় মাসেই শেষ হতে পারে, তিনি কখনও নিজের কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন না। তাঁর মাথায় থাকে শুধুই ভবিষ্যতের নিরাপত্তার চিন্তা। ফলে প্রশাসনের গুণগতমানও ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।এছাড়া এই প্রক্রিয়া একধরনের সামাজিক বিভাজন তৈরি করে। একই দপ্তরে একজন স্থায়ী কর্মী ও একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী একসঙ্গে কাজ করলেও, তাদের সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা, বেতন, এমনকি আচরণগত ব্যবধান এতটাই বেশি হয়ে দাঁড়ায় যে, এক অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হয় তাঁদের মধ্যে। এই দেয়াল শুধু প্রশাসনিক পরিবেশকেই বিষাক্ত করে না, এর প্রভাব পড়ে বৃহত্তর সমাজেও-যেখানে অনিশ্চযতাই হয়ে দাঁড়ায় অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষের নিয়তি।তদুপরি, এই প্রথা অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হাতিযার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। নির্বাচনের আগে বা বিশেষ প্রকল্পের নামে অস্থায়ী নিয়োগ দিয়ে একদিকে ভোটারদের তুষ্ট করা যায, অন্যদিকে স্থায়ী নিয়োগ না করেও প্রশাসনিক ফাঁক পূরণ করা যায়। এর ফলে রাজনীতির সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে, এবং কর্মসংস্থানের নীতিগত স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে।চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থার আরও একটি বড় সমস্যা হল দক্ষতা ও পরিশ্রমের অমর্যাদা। স্থায়ী পদের ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও স্বচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতি থাকে, কিন্তু চুক্তিভিত্তিক ক্ষেত্রে অনেক সময় সে রকম মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয় না। এতে কর্মক্ষেত্রে গুণগত বিচ্যুতি ঘটতে থাকে। বিশেষত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই প্রবণতা মারাত্মক প্রভাব ফেলে, যেখানে পেশাগত দক্ষতা শুধু জরুরি নয়, তা অপরিহার্য।একটি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের জন্য প্রযোজন একটি নির্ভরযোগ্য ও সম্মানজনক কর্মজীবন ব্যবস্থা। যেখানে কাজ কেবল জীবিকা নয়, তা পরিচয, স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের ভিত্তি। চুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানের নামে অনিশ্চয়তা ও অসম্মানকে প্রতিষ্ঠা করা মানে একটি প্রজন্মকে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসহীন, আত্মনির্ভরতাহীন ও হতাশ করে তোলা। রাষ্ট্র যদি কেবল ব্যয় হ্রাস ও সুবিধাবাদী শাসনের কথা ভাবে, তবে তা রাষ্ট্রের মৌলিক সামাজিক দায়িত্বের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায।পরিশেষে, এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হল দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। প্রশাসনিক খাতে যথার্থ ব্যয় পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়নের কার্যকর প্রকল্প এবং সবচেয়ে. গুরুত্বপূর্ণভাবে, শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়ে তবেই নতুন দিশা খোঁজা সম্ভব। তা না হলে, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে একদিকে ব্যয় কমানোর খুশি হলেও, অন্যদিকে তার বিনিময়ে এক অস্থির, আশাহীন, শোষিত কর্মজীবী সমাজ গড়ে উঠবে, যাদের নীরব কষ্ট কোনোদিন সরকারি পরিসংখ্যানে ঠাঁই পাবে না। আর সেই নিঃশব্দ বেদনার প্রতিধ্বনি হয়তো একদিন কাঁপিয়ে দেবে শাসনের ভিত।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত

শিথিল আর্থিক নীতির প্রভাব ও অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ

বর্তমান বিশ্বব্যাপী আর্থিক পরিবেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নীতিগত অবস্থান যথেষ্ট আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রেক্ষাপটে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শিথিল আর্থিক নীতি বা ' লুজ মানিটারি পলিসি' বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে, তা শুধু ঋণের ব্যয় কমিয়ে অর্থনৈতিক গতি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই নয়, বরং গভীরতর প্রভাব ফেলছে দেশের সামগ্রিক আর্থিক কাঠামোতে। এমন নীতির প্রভাব কীভাবে দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করতে পারে, তা এখন কৌতূহল এবং সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।মুদ্রাস্ফীতি যখন নিযন্ত্রণে থাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সহজেই সুদের হার কমিয়ে আর্থিক প্রবাহ বাড়ানোর চেষ্টা করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, যেখানে বৈশ্বিক সংকটের রেশ এখনও কাটেনি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেখানে এই ধরনের নীতিগত শিথিলতা কার্যত একধরনের পুনর্জীবনের অস্ত্র হিসেবেই কাজ করছে। ঋণের হারে ছাড় এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বেশি পরিমাণে অর্থ বাজারে ছড়িয়ে. দেওয়া উৎপাদন, শিল্প এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, যা শেষ পর্যন্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে।তবে এই শিথিল নীতির সঙ্গে জড়িত আছে বেশ কয়েকটি ঝুঁকিও। একটি বড় সমস্যা হল অতি-তরলতা বা অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহের সম্ভাবনা, যা মুদ্রাস্ফীতিকে আবার বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বারবার আশ্বাস দিচ্ছে যে মূল্যস্ফীতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে, তবুও সামান্য বেলেঞ্চারও নীতির ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বাড়তি অর্থপ্রবাহে শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠলেও বাস্তবিক উপাদন ও কর্মসংস্থান যদি সে অনুপাতে না বাড়ে, তবে তা একটি কৃত্রিম অর্থনৈতিক উন্নযনের ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করতে পারে।এই শিথিল নীতির আরেকটি দিক হল ঋণের প্রবাহ মূলত বড় শিল্পগোষ্ঠীর দিকে মোড় নেওয়া। অতীতে বহুবার দেখা গেছে, বৃহ কর্পোরেট সংস্থাগুলি সহজ ঋণের সুবিধা নিয়ে স্বল্পমেয়াদী মুনাফার লক্ষ্যে ব্যবহার করে, অথচ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি বঞ্চিত হয়। এই বৈষম্য দীর্ঘমেযাদে অর্থনীতিতে গভীর অসাম্য তৈরি করে। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি এই নীতিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক না করে তোলে, তবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সমবন্টন সম্ভব হবে না।এছাড়াও বৈদেশিক লগ্নিকারীদের প্রতিক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখন দেশে সুদের হার কম থাকে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় মূলধন অন্য দেশে সরিয়ে নিতে পারে যেখানে রিটার্ন বেশি। ফলে মুদ্রার মানের ওপর চাপ পড়ে এবং রপ্তানি খাতে অসুবিধা দেখা দেয়। এমন অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে খুবই কৌশলী হতে হবে তার নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণে।তবে এতকিছুর মধ্যেও একটি বিষয় স্পষ্ট-বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতের মতো দেশে আর্থিক নীতির এই ধরণ কিছু সময়ের জন্য অপরিহার্য। কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক মন্দার সম্ভাবনা মিলিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তার মোকাবিলায় একমাত্র পথ হতে পারে দেশীয় চাহিদাকে জাগিয়ে তোলা এবং বাজারে নগদের সরবরাহ বাড়ানো।তবে এই নীতি কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করবে বাস্তবায়নের দক্ষতা এবং পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায়। শুধু সুদের হার কমানো যথেষ্ট নয়, সেই অর্থ কতটা গন্তব্যে পৌঁছচ্ছে, তার হিসাব রাখতে হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যখন পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে, তখন আবার ধাপে ধাপে সুদের হার বাড়ানোর প্রস্তুতিও রাখতে হবে যাতে মুদ্রাস্ফীতির লাগাম টানা যায।সবশেষে বলা যায়, বর্তমান শিথিল আর্থিক নীতি অর্থনীতিকে স্থিতিশীলতার পথে নিয়ে যেতে পারে, তবে এটি যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো-সুন্দর ও শান্ত দেখালেও ভিতরে সঞ্চিত রয়েছে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা। নীতি নির্ধারকদের এখন সেই বিস্ফোরণ আটকাতে সদা সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে অর্থনীতির প্রতিটি স্তরের গতিবিধির ওপর। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার সূক্ষ্ম সেতুতে ভারসাম্য বজায় রেখেই এগোতে হবে দেশকে।

বেআইনি অটো বন্ধের বিরুদ্ধে বাসন্তী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

বাসন্তীঃ দিনের পর দিন সু ন্দরবনের বাসন্তীর বিভিন্ন রুটে বেআইনি ভাবে অটো চলাচল করেছে। এর ফলে যারা দীর্ঘদিন ধরে এই রুটে অটো চালান তাঁরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। স্থানীয় শাসক দলের নেতারা মোটা টাকার বিনিময়ে এই নতুন অটো গুলিকে চলাচলের অনুমতি দিচ্ছেন অবৈধ ভাবে।যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এই রুটের সাধারণ অটো চালকরা। আর তাই এই বেআইনি অটো চলাচলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাঁরা। শুক্রবার সকাল থেকে বাসন্তী রাজ্য সড়কের পাল বাড়ি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অবিলম্বে এই বেআইনি অটো বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।আর এই বিক্ষোভের জেরে এই রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে হয়ে পড়ে রয়েছে এখনো তাই আজ এই অবরোধ

যৌথ মহড়ার নামে ফিলিপাইনে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করল যুক্তরাষ্ট্র

ফিলিপাইনের সাথে যৌথ মহড়ার আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার মতো উন্নত সামরিক অস্ত্র মোতায়েন করেছে। ম্যানিলা এবং বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও উত্তপ্ত করার লক্ষ্যেই এটা করা হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। প্রতিরক্ষা সহায়তার আড়ালে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কোরীয় উপদ্বীপ বা চীন প্রভাবিত অঞ্চলে উত্তেজনা তৈরি করছে আমেরিকা। এরই অংশ হিসেবে ফিলিপাইনে সাম্প্রতিক মহড়ার সময় অস্ত্র মোতায়েন করে এসেছে।পার্সটুডে বলছে- জাপান টাইমস পত্রিকা আমেরিকা ও ফিলিপাইনের যৌথ মহড়া সম্পর্কে লিখেছে, এ বছর এই মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রকেট লঞ্চার ব্যবস্থা হিমার্স, ড্রোন এবং মাইক্রোওযেভ-ভিত্তিক এন্টি ড্রোন ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে।ফিলিপাইন নৌবাহিনীর মুখপাত্র জন পার্সি অ্যালকোসের মতে, উন্নত মার্কিন জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এনএমই এসআইএস প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।টোকিও-ভিত্তিক প্রভাবশালী পত্রিকা জাপান টাইমসের ওযেবসাইটে আরও লেখা হযেছে, ২১ এপ্রিল থেকে ৯ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ফিলিপাইন-মার্কিন যৌথ মহড়া 'বালিকাতান' এবং ২৬ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 'কামানদাগ' যৌথ মহায় ব্যবহৃত অস্ত্রপাতি ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ফিলিপাইনে রেখে গেছে ওয়াশিংটন।এর আগে ২০২৪ সালের এপ্রিলে ফিলিপাইনের সাথে যৌথ সামরিক মহড়ার আড়ালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ (পেন্টাগন) ফিলিপাইনের মাটিতে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা টাইফুন মোতায়েন করেছে।

পূর্বস্থলী ১ ব্লকের কোবলা চাঁপাহাটি এলাকায় চাঁদের বিল যে খাল রয়েছে এই খালটি বাশদহ বিল হয়ে ভাগীরথী নদীতে মিশেছে। খালটি কচুরিপানায় ভর্তি হয়ে গেছে এবং নাব্যতা কমে গেছে এই খালটি সংস্কারের জন্য রাজ্যের সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়ার সাথে দেখা করলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

দুয়ারে বর্ষা, নির্ধারিত সময়েই খুলছে দুর্গাপুর ব্যারেজের রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৩ জুন ঃ আগাম বর্ষার সতর্কবার্তার মাঝেই শেষ পর্যায়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ সেতুর সংস্কার কাজ। রাজ্য সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়েই, অর্থাৎ ১৫ জুন দুপুরের পর ব্যারেজের রাস্তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইতিমধ্যেই কাজ পরিদর্শন করেছেন। গত ১ মে থেকে শুরু হওয়া সংস্কার প্রকল্পে ৯৬২ মিটার দীর্ঘ ব্যারেজের ২৯টি স্লিপ সিস্ট জয়েন্ট বদলানো হয়েছে। বিটুমিন ও ম্যাস্টিক দিয়ে ৯০ মিমি পুরু নতুন আস্তরণ তৈরি হয়েছে। সংস্কার চলাকালীন বিকল্প রাস্তা হিসেবে দামোদরের বুকে তৈরি অস্থায়ী সড়কে ছোট গাড়ি চালানো হয়েছে। ভারী যানবাহন ঘুরিয়ে রানিগঞ্জ ও বর্ধমান সদরঘাট হয়ে চালানো হয়। শুধুমাত্র যাত্রিবাহী বাস ব্যারেজের ওপর দিয়ে চলেছে। প্রায় ২৬ হাজার যানবাহন দৈনিক এই পথে চলাচল করে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ৮ হাজার পণ্যবাহী ট্রাক। দীর্ঘদিন ধরে সেতুর জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে মুখ্যমন্ত্রী উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৭ জুন থেকে মাইথন ও পাঞ্চেত অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি সম্ভাব্য। এর আগে, ১৫ ও ১৬ জুন মোট ৩৭.৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে দুই জলাধার থেকে। সেই জল ১৬ ঘণ্টার মধ্যে দুর্গাপুর ব্যারেজে পৌঁছাবে। এই কারণে ১৫ জুন দুপুরের মধ্যেই ব্যারেজের রাস্তার কাজ শেষ করে যান চলাচল চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে সেচ দফতর। ব্যারেজের গার্ডওয়াল রং করার কাজও প্রায় শেষ। তবে জল বাড়লে লকগেট খুলে দিতে হবে বলে, ডাউনস্ট্রিমে ফের যান চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখা হতে পারে।

আগামী ১৪ জুন থেকে শুরু হচ্ছে মালদার প্রসিদ্ধ এই রামকেলি মেলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুন ঃ জৈষ্ঠ সংক্রান্তির আগেই মালদায় আনাগোনা শুরু হয়েছে তীর্থ যাত্রীদের। কেউ টোটোতে করে আবার কেউ ডাল চাকায় করে দর্শনে আসছেন মালদার প্রসিদ্ধ রামকেলি ধামে। মেলা শুরুর আগেই ভিড় জমতে শুরু করেছে রামকেলি ধামে। বসতে শুরু করেছে সাধুদের আসর। সাত দিন আগে থেকেই তাঁবু খাটিয়ে থাকার জন্য ঘর তৈরি করছেন সাধু সন্ন্যাসীরা।

আগামী ১৪ জুন থেকে শুরু হচ্ছে মালদার প্রসিদ্ধ এই রামকেলি মেলা। প্রতিবছরই লক্ষ লক্ষ তীর্থ যাত্রীদের সমাগম ঘটে এই মেলায়। বর্তমানে সাত দিন আগে থেকেই আনাগোনা শুরু হয়েছে তীর্থ যাত্রীদের। কেউ প্রথমবার আবার কেউ ৩০ বছর ধরে আসছেন এই মেলায়। মালদার ঐতিহ্যবাহী এই মেলা প্রায় ৫০০ বছরের অধিক পুরনো। জেলা, ভিন জেলা সহ দেশ-বিদেশের কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই মেলায়। রামকেলি ধামে আসা এক সাধু জানান, এই মেলায় একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে, প্রায় ১৫ বছর ধরে এই মেলায় আসছি। গৌড়ের ইতিহাসকে কাছে থেকে দেখতে পাচ্ছি। মেলার আগেই সাধুদের বাজার বসেছে। এখানে গান, বাজনা, সংকীর্তন, পুজো হয় খুব ভাল লাগে। কিছু রোজগারের জন্য স্বরাজ বাজিয়ে মেলায় আশা ভক্তদের মন জয় করি। এভাবেই দিন কাটাতে হয় তাদের বলে জানান সাধুরা। এই রামকেলি ধামকে গুপ্ত বৃন্দাবনও বলা হয়। মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিবছরই জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে আয়োজন করা হয় এই রামকেলি মেলার। মহাপ্রভু ও রূপ সনাতনের মিলন দিনটিকে স্মরণ করেই ৫০০ বছরের অধিক সময় ধরে রামকেলিতে হয়ে আসছে এই রামকেলি মেলা। এটি জেলা ও রাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম মেলা বলে অভিমত অনেকের।

গঙ্গারামপুরে ডাইনি অপবাদে একই পরিবারের ৪ জনকে মারধর, গ্রেফতার ৬

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৩ জুন ঃ ডাইনি অপবাদে একই পরিবারের ৪ জনকে বেধড়ক মারধর । জোর করে মল খাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে । ঘটনায় শোরগোল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার বাসুরিয়া পঞ্চায়েতের ভাদ্রা রায়পাড়া এলাকায় । ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছেন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ । শুক্রবার ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে হাজির গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ । স্থানীয় সূত্রের খবর, দু'মাসে ধরে ভাদ্রা রায়পাড়া এলাকায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের । এই ঘটনা নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে দেখা দেয় আতঙ্ক । তাঁদের মনে সন্দেহ দানা বাধে । তাদের অনুমান কে বা কারা তুক -তাক করে হত্যা করছে গ্রামের মানুষজনকে। এরপরেই গ্রামের মানুষজন এক তান্ত্রিকের কাছে যায়। সেই তান্ত্রিকের কথা মতো গ্রামের শ্মশানে পূজো দেন গ্রামবাসীরা। এরপর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই গ্রামের বাসিন্দা পরমেশ্বর রায়ের বাড়িতে হানা দেয় । পরমেশ্বর রায়ের স্ত্রী পোতন রায়কে ডাইনি অপবাদ দেন গ্রামবাসীরা । অভিযোগ, ওই মহিলার তুকতাকের কারণে গ্রামের মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে। ঘটনায় ওই পরিবারের চারজনকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে । পাশাপাশি জোর করে মল খাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । খবর পেয়ে ভোর রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করায় । বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩জন। এই ঘটনায় ওই গ্রামের ৬ জনকে গ্রেফতার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ । গ্রামে পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে। উভয়পক্ষের বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ।

নির্মীয়মাণ বাড়িতে ডেরা, বাদুড়িয়ায় ধৃত ২৩ রোহিঙ্গা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ১৩ জুন ঃ শুক্রবার হাতেনাতে ধরা পড়ল ২৩ জন রোহিঙ্গা। বাদুড়িয়ার লবঙ্গ গ্রামে রোহিঙ্গাদের ধরে এদিন পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে ২ জন অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলাও রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এ দিন সকালে গ্রামের একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে ভিড় দেখে সন্দেহ হয় গ্রামবাসীদের। দল বেঁধে জড়ো হন গ্রামের লোকজন। তাঁরা দেখেন, পুরুষ-মহিলা-শিশু অনেকেই সেখানে রাতারাতি আশ্রয় নিয়েছেন। খবর জানাজানি হতে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানও চলে আসেন। আশ্রয় নেওয়া লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই রোহিঙ্গা। প্রায় দশ বছর আগে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিলেন। থাকতেন হায়দরাবাদে। কাগজ ও প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করত প্রত্যেকেই।

বায়োস্কোপ নস্টালজিয়া ফিরিয়ে দিলো শান্তিনিকেতন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৩ জুন ঃ অপু দুর্গার বায়োস্কোপ দেখার দৃশ্য সবার মনে এনে দেয় এক পুরনো দিনের নস্টালজিক অনুভূতি। সেই হারিয়ে যাওয়া শৈশব। তার ছোঁয়া বা স্পর্শ পাবেন শান্তিনিকেতন। কলা ভবনের গেটের সামনে দেখতে পাবেন বায়োস্কোপ। এই যন্ত্রের গবাক্ষে চোখ রাখলে দেখতে পাবেন বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী ভবন, রামকিঙ্কর বেইজ, কেজি সুব্রামানিয়াম সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের অনবদ্য সৃষ্টি। বিশ্বভারতীর নতুন নিয়মে পর্যটকদের ক্যাম্পাসে এখন প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই পর্যটকদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে এক অনবদ্য সাহচর্য এই বায়োস্কপের। কলা ভবনের ভাস্কর্য বিভাগের ছাত্র রোহিত সেন প্রায় একমাস ধরে নিজের চেষ্টায় তৈরি করেছেন এই বাইস্কোপ। বিশ্বভারতীতে পর্যটকদের মনের সাধের খোরাক জোটাতে বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির তার এই বায়োস্কোপ। রথীন সেন বলেন, পর্যটকেরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারে না তাই তাদের সুবিধার জন্য এই বায়াস্কোপ বানিয়েছি এখানে চোখ রাখলেই কলা ভবন সহ পুরো ক্যাম্পাসটা দেখা যাবে। ২০২৩ সালে ইউনেস্কোর কাছ থেকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পায়। সেই অনন্য তকমা বা ট্যাগকে ধরে রাখতে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধের এক নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সেদিক থেকে এই বায়োস্কোপ পর্যটকদের কাছে পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার আনন্দ। ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না

পারলেও বাইরে থেকে খুব সুন্দরভাবে বায়স্কোপের গবাক্ষে চোখ রেখে দেখা যাবে ভিতরের পুরোটাই। পর্যটকরা জানিয়েছেন, খুব সুন্দর এই বায়োস্কোপ। আমরা তো আগে দেখিনি, মা ঠাকুমার কাছে শুনেছি এই বায়োস্কোপের কথা। এখন চাক্ষুষ করে খুব ভালো লাগলো। আরেক পর্যটক বলেন, আমরা ছোটদের বায়োস্কোপের কথা বলেছি। তারা আজ চাক্ষুষ করতে পারলো। আমরা পড়েছি ১৫ দশকের অরুণোদয়ের জলের বায়োস্কোপ বই বা হালে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের বায়োস্কোপের সেই বিকেল বেলার গান। একটা নস্টালজিয়া ফিলিং বলতে পারেন। এই বায়োস্কোপও তো ধরে রেখেছে অনেক পুরনো স্মৃতি।

স্কুল বন্ধের নির্দেশ, শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ শিক্ষামহলে

কলকাত, ১৩ জুন ঃ মর্নিং স্কুল চালুর দাবিতে একাধিক শিক্ষক সংগঠন যখন আবেদন জানাচ্ছে, তখন উল্টো পথে হাঁটল রাজ্য সরকার। শুক্রবার ও শনিবার রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়েছে শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে। উঠেছে প্রশ্ন, এইভাবে যদি স্কুল বন্ধ করে দিলে সিলেবাস শেষ হবে কীভাবে? প্রসঙ্গত, এক মাস দুই দিনের দীর্ঘ গরমের ছুটি শেষে ২ জুন রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুল খুলে যায়। মে মাসের শেষ দিক থেকেই রাজ্যে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। সেই গরমে নাজেহাল পড়ুয়ারা। কিছুটা স্বস্তি দিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ৩ জুন মর্নিং স্কুলের নির্দেশ দেয়। পরদিন থেকেই জেলার সমস্ত প্রাথমিক স্কুল সকালবেলায় বসে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাতে আপত্তি জানায়। জানিয়ে দেয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ মর্নিং স্কুলের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। পর্ষদের চাপের মুখে পূর্ব মেদিনীপুর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এরপরই ফের গরমে অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করে একাধিক জেলার পড়ুয়ারা। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক সংগঠনগুলি ফের মর্নিং স্কুল চালুর দাবি জানিয়ে পর্ষদের কাছে আবেদন জানায়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজের এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে ঘোষণা করেন, শুক্রবার ও শনিবার রাজ্যের সমস্ত স্কুলে পঠনপাঠন স্থগিত রাখা হবে। এরপরই স্কুলশিক্ষা দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুল বন্ধের কথা জানিয়ে দেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে শিক্ষক-অভিভাবক মহলে অসন্তোষ স্পষ্ট। কোলা ইউনিয়ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, এক মাসের বেশি গরমের ছুটি থাকার পর আবার ছুটি দেওয়া হলো! এইভাবে সিলেবাস শেষ করা কি সম্ভব? বরং মর্নিং স্কুল করলে সমস্যা মিটত। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সতীশ সাউ ক্ষোভ উগরে বলেন, শিক্ষক, অভিভাবক-কেউই ছুটি চান না। তা হলে কার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত? সরকারের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ ডেকে আনছে। বর্তমানে রাজ্যে ফের মর্নিং স্কুল চালুর দাবি জোরালো হচ্ছে। শিক্ষা মহল মনে করছে, ছুটি নয়, বিকল্প পথেই খোঁজা উচিত সমাধান।

কোন্নগরের এক বাসিন্দাকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৩ জুন ঃ গ্রাহকের নথি ব্যবহার করে দামি ফোন কেনার জন্য প্রথমে লোন তোলা হতো। তার পর লোনের টাকায় ফোন কিনে গ্রাহকের হাতে না দিয়ে সেটা বিক্রি করে দিত প্রতারক। হাতিয়ে নিত ফোন বিক্রির টাকাও। পার্সোনাল লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে অভিনব প্রতারণার ফাঁদ রাজ্যে। জানা গিয়েছে, বহু মানুষের থেকে তাদের নথি সংগ্রহ করে সেই নথির অপব্যবহার করে হাতিয়ে নেওয়া হতো টাকা। এদিকে গ্রাহকরা ফোনও পেতেন না অথচ মাসে মাসে লোন শোধ করে যেত হতো। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে থানার দ্বারস্থ হন প্রতারিতরা। প্রতারণার এই ঘটনায় এ বার মূল অভিযুক্ত পুলিশের জালে। হুগলি জেলার কোন্নগরের বাসিন্দা সৌমিক ভট্টাচার্য্যকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ। বহু দিন ধরেই সৌমিক এই প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। তাঁর প্রতারণার শিকার হয়েছেন হুগলি জেলার থেকে শুরু করে হাওড়া বিধাননগর কলকাতা-সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ। হুগলি জেলার কানাইপুর এলাকার বাসিন্দা অরূপ দে জানান, তিনিও এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তাঁর নামেও কেনা হয়েছে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দামি ফোন। অরূপ বলেন, ' সৌমিক পার্সোনাল লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর একদিন লোন করানো হবে বলে অফিসে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ডানকুনির একটি ফোনের দোকানে নিয়ে যান।' সেখানে অরুপকে বলা হয, প্রথমে তাঁর ডকুমেন্টস দিয়ে একটা যে কোনও জিনিস নেওয়া হবে কিন্তু তার জন্য কোনও টাকা কাটা হবে না। এই বলে অরুপের নামে দামি ফোন নেন সৌমিক। তার পর অরূপকে বলা হয, কিছুদিনের মধ্যেই লোনের টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু কিছু দিন বাদেই ফোনের ইএমআই কাটার মেসেজ আসতেই মাথায় হাত পড়ে তাঁর। তিনি বলেন, না ফোন পেয়েছি, না লোনের টাকা পেয়েছি। কিন্তু আমাকে এখন ইএমআই দিতে হচ্ছে। আমাদের মতো বহু মানুষের সঙ্গে এ ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে দোষীর কঠিন সাজা হওয়া দরকার। আর ইএমআই কোম্পানি আমাদের টাকা কাটা বন্ধ করুক।' একইরকম ভাবে প্রতারণার শিকার কোন্নগরের আরেক বাসিন্দা মৌমিতা সিং। তিনি বলেন, পার্সোনাল লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে সৌমিক আমাদের পরিবারের আমার, আমার স্বামীর ও আমার মায়ের নামে প্রায় চার লক্ষ টাকার ফোন কিনে নেন আমাদের ডকুমেন্টস ব্যবহার করে। আমাকে সৌমিক বলে, আমার একার নামে বেশি লোন হবে না, তাই আমাদের পরিবারের সকলের নামে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রথমে আমাকে নিয়ে কলকাতা একটি বড় ফোনের শোরুমে নিয়ে গিয়ে সেখানে আমার হাতে একটা দামী ফোন ধরিয়ে ছবি তুলে নেওয়া হয়। তারপর আমায় বলে বাড়ি চলে যেতে কিছু সময় পরে লোনের টাকা পেয়ে যাব।' মৌমিতা পাল্টা প্রশ্ন করতে প্রতারক তাঁকে বোঝায়, ফোনের দরকার না থাকলেও এটা প্রথমে করতে হয় কিন্তু এর টাকা কাটা হবে না। যখন লোন হবে শুধু লোনের টাকাই দিতে হবে। কিন্তু কিছু দিন পরেই ওই মহিলার কাছে ইএমআই এর মেসেজ আসে। উল্লেখ্য, মৌমিতা সিংয়ের পরিবারের সঙ্গেই প্রায় চার লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে। বিধাননগর সিটি পুলিশের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় শুক্লা পরেল নামে একজন একই ধরনের অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তারপরই অভিযুক্তকে হাওড়া দাসনগর থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিষয়ে কোন্নগর পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন দাস বলেন, আগে নবগ্রাম এলাকায় থাকতো। কিছু বছর এদিকে ফ্ল্যাট কিনে এসেছে। আগেও এর বিরুদ্ধে এসব কথা শোনা যেত। এরা প্রত্যেকেই খুবই উচ্চাকাঙ্খী। হাই-ফাই লাইফস্টাইল ছিল এদের। সৎ পথে নিশ্চই এভাবে জীবন যাপন সম্ভব নয়। তাই আবার প্রতারণা করে মানুষকে বিপদে ফেলছে। এদের কঠিন সাজা হওয়া দরকার। নাহলে এরা পরে আবার এসব কাজ চালিয়ে যাবে।

জমি বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে খুন দাদা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার অন্তর্গত বেলগ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে ঘটে গেল নৃশংস খুনের ঘটনা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভাইয়ের হাতে দাদার মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের নাম ফরজ শেখ (৩৫)। অভিযোগ, ছোট ভাই আসাদ শেখ মদ্যপ অবস্থায় ঝগড়ার সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে একের পর এক কোপ মেরে ফরজকে খুন করে। আর এই ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁদের বৃদ্ধ বাবা তকি শেখ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। একফালি জমির উপর দুই ভাইয়ের বসবাস- একদিকে পাকা বাড়ি, অন্যদিকে মাটির ঘর। বৃহস্পতিবার রাতে উভয়েই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। সেই অবস্থাতেই মাঝের ফাঁকা জায়গায় দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা বাঁধে। অভিযোগ, ঝগড়ার সময় বড় ভাই তকি শেখকে চড় মারেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট ভাই আসাদ ধারালো অস্ত্র নিয়ে বড় ভাই ফরজের ওপর হামলা চালায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী ছিলেন বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও, কিন্তু কেউই তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ফরজ শেখের। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত আসাদ শেখ। পুলিশ এখনও তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিক, এই ঘটনার পরেও ছোট ছেলের শাস্তির পক্ষপাতী নন বাবা তকি শেখ। তিনি বলেন, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। ফরজ আমাকে চড় মারে, তারপরই আসাদ ওকে মারে। আমি কোনও মামলা করব না। এক ছেলেকে হারালাম, আরেক জন শাস্তি পেলে ওর পরিবার চলবে কী করে? অন্যদিকে, মৃত ফরজ শেখের স্ত্রী ও সন্তান চায় অভিযুক্তর কঠোরতম শাস্তি। ফরজের স্ত্রী বলেন, ছোট ভাই হয়ে ও দাদাকে খুন করে দিল! আমি ওর ফাঁসি চাই। ফরজের কিশোর ছেলে জানায়, সে বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। সে-ও কাকার ফাঁসির দাবি জানাচ্ছে। এই ঘটনার জেরে বেলগ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও হতবাক। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি চলছে এবং দ্রুত তদন্তের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেআইনি অটো বন্ধের দাবিতে রাস্তা অবরোধ অটো চালকদের

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৩ জুন ঃ দিনের পর দিন ক্যানিং থেকে বাসন্তীর সোনাখালি রুটে বেআইনি ভাবে অটো চলাচল করেছে। এর ফলে যারা দীর্ঘদিন ধরে এই ৪৮ নম্বর রুটে অটো চালান তাঁরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এমনকি চলন্ত গাড়ি থামিয়ে রাস্তা থেকে যাত্রী নামিয়ে নেওয়ার অভিযোগও আছে। সেই কারণে শুক্রবার সকাল আটটা থেকে প্রায় দু ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান অটো চালকরা। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পড়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ও বাসন্তী থানার পুলিশের আশ্বাসে ওঠে অবরোধ। বিক্ষোভকারীদের স্থানীয় শাসক দলের নেতারা মোটা টাকার বিনিময়ে এই নতুন অটোগুলিকে চলাচলের অনুমতি দিচ্ছেন অবৈধ ভাবে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এই রুটের সাধারণ অটো চালকরা। আর তাই এই বেআইনি অটো চলাচলের বিরুদ্ধে সরব হযেছেন তাঁরা। এদিন সকাল থেকে বাসন্তী রাজ্য সড়কের অন্তর্গত বাসন্তীর পাল বাড়ি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারী অটো চালকরা বলেন, বারে বারে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েছি। একাধিকবার বৈঠকও হয়েছে। প্রশাসন যা সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন সেটাও মানা হচ্ছে না। আর এদিকে দিনের পর দিন বেআইনি ভাবে এই রুটে অটো চালানোর নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছেন শাসকদলের নেতারা। ফলে আমাদের রোজগার একদম তলানিতে। যদিও অটো চালকদের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাসন্তী ব্লকের তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ রাজা গাজী। তিনি বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রশাসন এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। অটো চালকদের সমস্যা যাতে মেটে সেই বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চলছে।

বেহাল রাস্তা, জমা জলের প্রতিবাদে হাওড়ায় পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ বেহাল রাস্তা, জমা জলের প্রতিবাদে হাওড়ায় পথ অবরোধ। প্রশাসনের আশ্বাসে ওঠে অবরোধ। হাওড়ার বেনারস রোডের বোস কোম্পানি শিবমন্দির এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা নিয়ে শুক্রবার সকালে পথে নামেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, রাস্তার ওই খারাপ অবস্থার জেরে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা। স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার বলেও কোনও কাজ না হওয়ায় এদিন পথ অবরোধে নামেন স্থানীয় মহিলারা। এলাকার বাসিন্দা সুমিতা সাউ বলেন, 'রাস্তা অল্প বৃষ্টিতেই জলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই এলাকায় খাবার জলেরও সমস্যা রয়েছে। নর্দমা উপচে ঘরে জল ঢুকে যাচ্ছে। বাচ্ছাদের স্কুলে যেতে সমস্যা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ভুগছি। প্রশাসনকে এই ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সমাধান এখনো পর্যন্ত হয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়েই রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছি।' এদিকে, এদিন অবরোধের জেরে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয। পরে প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ ওঠে।

বিধান মার্কেটে ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন বসানো হলো

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ শিলিগুড়ির প্রাণকেন্দ্র বিধান মার্কেট। প্রত্যেকদিন প্রচুর এটা এসে থাকেন এই বিধান মার্কেটে। রয়েছে প্রচুর দোকান। সকাল থেকে বিধান মার্কেটে ক্রেতাদের আগমন শুরু হয়। শুধু শিলিগুড়ি নয় পাহাড় ডুয়ার্স সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর ক্রেতারা এসে থাকেন এই বিধান মার্কেটে। প্রচন্ড গরমে নাজেহাল পরিস্থিতি , দিন দিন গরম বাড়ছে শিলিগুড়িতে। বিধান মার্কেট ব্যবসায় সমিতির খরচ থেকে এদিন মার্কেটে যে রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে শীতল পানীয় জলের মেশিন বসিয়ে পরিষেবা প্রদান শুরু হয়ে গেল। মূলত ক্রেতা বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের জন্যই এই পরিষেবা। সকাল থেকে ৯টা সাড়ে নটা পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে এমনটাই জানিয়েছেন বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির কর্তৃপক্ষ। স্বাভাবিকভাবে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির এইরকম উদ্যোগে খুশি বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা।

Brajarajpur GP Under indpur Block
Mudunia, Gunnath, Bankura, Pin-722121
Notice Inviting e-Tender NIeT-02/25-26, Memo No-230/Braja/2025, Date-12/06/2025 Last date of Submission **19.06.2025 (5p.m)** Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in web site.**
Sd/-Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ বিজিবি-মেশিনিং-আইসিএফ-২০০, তারিখ ১২.০৬.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি, বজবজ, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডাররা তাঁদের মূল/সংশোধনী বিডগুলি কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। **কাজের নাম ঃ** কাজের পরিধি অনুযায়ী ৫ অ্যাক্সিস সিএনসি মিলিং মেশিন দ্বারা বগি ফ্রেম মেশিনিং এবং আইসিএফ/চেন্নাইতে সরবরাহ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,২৭,৫৪.৬২০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৩,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ সময় ঃ** ২৬.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিট। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ১২.০৬.২০২৫। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৬.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.৫২ মিনিট। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। (MISC-92/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
NIQ No. 407/PHE(C)/BMC (2nd call), Dated - 13/06/2025. e-Tender has been invited for Annual maintenance contract (AMC) for the repair and maintenance water tankers operating under BMC. For details, please follow [Tender Id 2025_MAD_ 863976_1 and 2] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission - 23/06/2025 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Zone-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/204
Name of work : **Operation of the Central A.C. Plant (2 x 40 Ton Capacity) at Mahanayak Uttam Mancha in Ward No. 84, Br-VIII**. Estimate Amount: **Rs. 3,40,764.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/207
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings for Ward No. 64 under Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 4,95,832.40**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **23.06.2025, 2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Bid opening date for Technical proposals (online): **23.06.2025, 2.30 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **13.06.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/191
Name of work : **Miscellaneous repairing of street lighting system at 11, Goragacha Rd, 12/1, Mayurbhanj Rd and surrounding areas under Br-IX**. Estimated Amount: **Rs. 2,48,079.23**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/200
Name of work : **Replacement of damage power supply cable and repairing of street lighting system at Bhatchala Hindu Burial Ground under Br-IX**. Estimated Amount: **Rs. 1,59,916.33**. Earnest Money: **Rs. 3,200.00**. Period of Completion: **15 Days**.

5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/201
Name of work : **Miscellaneous repairing of street lighting system at Singher Hati Bustee, 2 No. Hide Rd, B.B Hall Bustee and other surrounding areas in Ward No.-80**. Estimated Amount: **Rs. 4,91,828.59**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

6. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/192
Name of work : **Repairing of street lighting system at Mayurbhanj Road, M.B.G Lane & other places in Ward No.-78**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,750.83**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

7. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/193
Name of work : **Improvement of street lighting system at Ganesh Sarkar Lane & other places in Ward No.-77**. Estimated Amount: **Rs. 2,99,715.48**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

8. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/194
Name of work : **Installation of street lighting system at Kabitirtha Sarani & other places in Ward No.-76**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,872.23**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

9. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/179
Name of work : **Improvement of street lighting system at Rajjab Ali Lane, B.K. Road & other places in Ward No.-78**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,347.13**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

10. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/180
Name of work : **Improvement of street lighting system at Janaki Shah Road & other places in Ward No.-75**. Estimated Amount: **Rs. 4,97,393.69**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

11. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/183
Name of work : **Repairing of street lighting system at Bakery Road, Garden Reach Road & other places in Ward No.-75**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,608.42**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

12. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/184
Name of work : **Installation of park lighting system & other electrical accessories work at Paddmapukur Square in Ward No.-76**. Estimated Amount: **Rs. 4,96,119.07**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of completion of bid : **23.06.2025** up to **2 p.m.** (for sl. no. 3 to 12). Tender (Technical) opening date: **23.06.2025** at **4 p.m.** (for sl. no. 3 to 12). The bid forms and other details are available on and from **13.06.2025** from **2 p.m.** (for sl. no. 3 to 12). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (for sl. no. 3 to 12).

13. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/174
Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC pipe for safety of pedastrian at Ramesh Mitra Road, Beltala Road and other bustee area in Ward No.-72, Br-VIII**. Estimate Amount: **Rs. 4,86,195.82**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

14. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/175
Name of work : **Restoration of damaged earthing of street lighting pole including other allied works at Girish Mukherjee Road, Townshende Road, Ashu Biswas Road and surrounding areas in Ward No.-72 under Br-VIII**. Estimate Amount: **Rs. 4,94,067.76**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

15. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/176
Name of work : **Restoration of damaged earthing of street lighting pole including other allied works at 72 Topsia Road South, Asgar Mistri Lane & other areas in Ward No.-59, Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 4,88,214.81**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

16. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/177
Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC pipe for safety of pedastrian at Dara Para Bustee, 2/2 Tiljala Road and bustee areas in Ward No.-59, Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 4,95,586.80**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

17. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/178
Name of work : **Restoration of damaged earthing of street lighting pole including other allied works at Dilkhusha Street, Beckbagan Road, Tiljala Road & other places in Ward No.-64, Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 4,93,439.54**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

18. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/199
Name of work : **Repairing of street lighting system at 2/2 Tiljala Road, 55, Tiljala Road and different uttaran in Ward No.-59 under Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 1,49,791.08**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

19. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/202
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings for Ward No. 59 under Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 4,93,466.80**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **25.06.2025, 2 p.m.** (for sl. no. 13 to 19). Bid opening date for technical proposals (online): **26.06.2025, 2 p.m.** (for sl. no. 13 to 19). The bid forms and other details are available on and from **13.06.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 13 to 19). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 13 to 19).

432/25-26

গেরস্থালী

বাস্তুবিদদের মতে, কোথায় কচ্ছপ রাখবেন তার উপরেই লুকিয়ে রয়েছে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

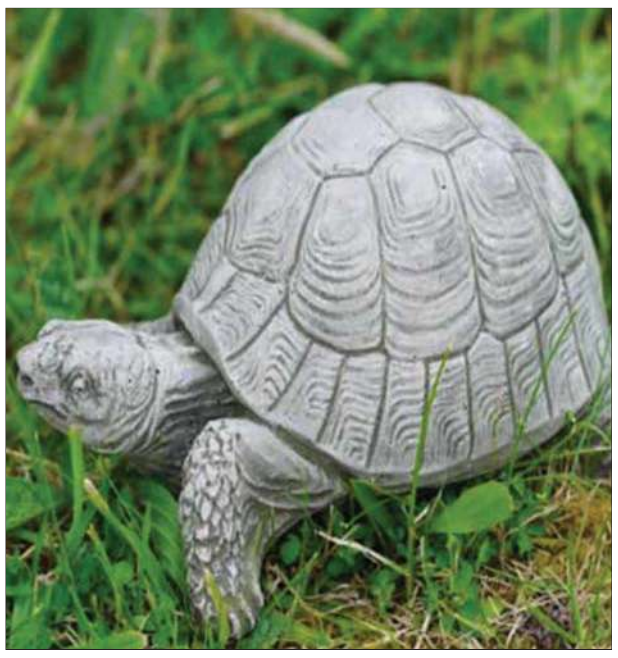

ঘর সাজাতে কে না ভালোবাসে। গৃহসজ্জার নয়া ট্রেন্ড অনুযায়ী অনেকেই বাড়িতে নানা ধরনের কচ্ছপ রাখেন। কেউ রাখেন পাথরের, আবার কেউ বা বাড়িতে কাঠ কিংবা ধাতব কচ্ছপ রাখেন। অনেকেই মনে করেন, তাতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তবে বাস্তুবিদদের মতে, কোথায় কচ্ছপ রাখবেন তার উপরেই লুকিয়ে রয়েছে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

ধাতব কচ্ছপ ঃ অনেকেই গৃহসজ্জায় ধাতব কচ্ছপ বেছে নেন। বাস্তুবিদদের মতে, এই ধরনের কচ্ছপ বাড়িতে রাখলে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তবে ধাতব কচ্ছপ সবসময় বাড়ির উত্তর কিংবা উত্তর পূর্ব দিকে রাখতে হবে।

পাথরের কচ্ছপ শক্তি এবং স্থিতিশীলতার প্রতীক। বাস্তুবিদদের মতে, বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এই ধরনের কচ্ছপ রাখা উচিত। অফিসের ডেস্কেও রাখতে পারেন এই ধরনের কচ্ছপ। তার ফলে ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনে উন্নতি হয়।

ক্রিস্টালের কচ্ছপঃ নেতিবাচকতাকে দূর করে জীবনে পজিটিভ এনার্জির জন্য বাড়িতে ক্রিস্টালের কচ্ছপ রাখা প্রয়োজন। এই ধরনের কচ্ছপ মূলত বাড়ির মধ্যবর্তী স্থানে রাখা দরকার। তার ফলে বাড়িতে শান্তি আসে। পজিটিভ এনার্জিরও উস হয়ে উঠতে পারে আপনার সংসার।

কাঠের কচ্ছপঃ বাড়িতে কাঠের কচ্ছপ রাখলে লক্ষ্মীলাভ হবেই। রোগভোগ থেকেও দূরে থাকতে পারবেন আপনি। বাস্তুবিদদের মতে, পূর্ব কিংবা উত্তর পূর্ব কোণে রাখতে হবে কাঠের কচ্ছপ।

সেরামিক কচ্ছপঃ বাড়ির দক্ষিণ পূর্ব দিকে রাখতে পারেন সেরামিক কচ্ছপ। তাতে বাড়ি সুখসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। সাফল্যও আসবে আপনার জীবনে। অভাব হবে না সম্পদেরও।

গৃহসজ্জায় কচ্ছপ সম্পর্কে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ শৌচালয় কিংবা ডাস্টবিনের আশেপাশের কোনও জায়গায় বাড়িতে কচ্ছপ রাখবেন না।

কচ্ছপ যেখানে রাখবেন সেটি যেন অপরিচ্ছন্ন না হয়।

প্রতিদিন কচ্ছপের গায়ে ধুলো ঝেড়ে রাখুন।

বাড়ির বাগানে মাধবীলতাতে ভরিয়ে তুলতে কি করবেন দেখে নিন-

বাড়ির মূল ফটকের উপর মাধবীলতা গাছ আর তাতে সাদা আর দুধে আলতা রংয়ের একঝাঁক ফুল। একটা সময় রুচিশীল অভিজাত বাঙালি বাড়িটা সাজত ঠিক এরকম ভাবেই। বর্ষায় সেই মাধবীলতার ভিজে গাছ থেকে ভেসে আসে আসত ফুলের সুবাস। টুপটুপ করে বৃষ্টি শেষে ঝরে পড়তো বৃষ্টির জল। বাড়িতে ঢোকার মুখে মূল ফটকেই থাকতো এরকম একটা দৃষ্টিনন্দন বিষয়। সেসব এখন কিছুটা কমে গেলেও পুরোপুরি অতীত হয়ে যায়নি। স্বল্প পরিসরে দু'কামরার ফ্ল্যাটেও মাধবীলতা গাছ এখনও অনেকেই বসান। কম জায়গায় বসানো এই গাছের পরিচর্যায় একটু বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কী উপায়ে মাধবীলতা গাছের যত্ন নেবেন-

১. জায়গা অনুযায়ী টবের ব্যবস্থা করুন ও তাতে বসান মাধবীলতা গাছ। বাগানের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেবেন কোকোপিট, বালি ও

কম্পোস্ট সার। মাথায় রাখবেন এই গাছের ক্ষেত্রে কিন্তু জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা সঠিক হওয়া প্রয়োজন। মাধবীলতা গাছের গোড়ায় একেবারেই জল জমতে দেওয়া যাবে না। নাহলে গাছের গোড়া পচে গিয়ে গাছটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

২.মাটি তৈরির সময় হা। গুঁড়ো বা এক চামচ ফসফেট, সার হিসেবে মাটিতে ব্যবহার করতেই পারেন। এছাড়াও অল্প জলে লালা পতাশ মিশিয়ে সার তৈরি করে মাধবিলতা গাছে স্প্রে করতে বা গাছের গোড়াতে দিতে পারেন। এর ফলে

গাছের বৃদ্ধিও যেমন হবে তেমনি প্রচুর ফুল আসবে গাছে।

৩. রাসায়নিক সার আপনার সখের গাছে দিতে না চাইলে ব্যবহার করতে পারেন কলার খোসা ভেজানো জল অথবা সরষের খোল। তিন থেকে চার দিন সরষের খোল ভিজিয়ে রেখে তাতে ভাতের ফ্যান ও জল মিশিয়েও বানিয়ে নিতে পারেন সার। যা মাধবীলতা গাছের জন্যও বিশেষভাবে উপকারি।

৪. মাধবীলতা গাছের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে ছয় থেকে আট ঘণ্টা পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে বাড়ির এমন জায়গাতে এই গাছটি বসাবেন।

চারিদিকে সবুজের সমাহারে বর্ষায় বাগানের চেহারা হয়ে ওঠে অন্যরকম। যাঁরা গাছপালা পছন্দ করেন, তাঁদের বাগান নিয়ে নানা এক্সপেরিমেঃট করার এটাই যেন সঠিক মরশুম। বা।রি বাগানে নানা ধরনের মরশুমি গাছ বসানো, বর্ষার বিশেষ ফুলে বাগান বিলাসিতা থেকে দূরে থাকতে পারছেন না আপনিও? তাহলে আপনার বাগানে বসান পারেন বর্ষার বিশেষ ফুলগাছ রেনলিলি। কীভাবে যত্ন নেবেন এই ফুলের, রইল তার টিপস।

১. বাড়ির বাগানে যেখানে পর্যাপ্ত রোদ পৌঁছায় সেখানে এই গাছ বসানোর চেষ্টা করুন। কারণ রেনলিলি গাছের পর্যাপ্ত রোদ প্রয়োজন হয়।

২.রেনলিলির গাছে নিয়মিত জল প্রয়োজন। তবে যেহেতু বর্ষার গাছ তাই বৃষ্টির জল পাওয়ার কারণে প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত জল এই গাছে দেবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

৩.রেনলিলি গাছের ক্ষেত্রে ঠিকঠাক মাটিরও প্রয়োজন। মূলত বালিমাটিতেই এই গাছ ভালো হয়। নিষ্কাশন যেহেতু এই গাছে প্রয়োজনীয় বিষয় তাই সঠিক পদ্ধতিতে মাটি তৈরি করে এই গাছ বসানোর চেষ্টা করবেন।

৪.এই গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেলে তা কেটে ফেলে দেবেন। নাহলে গাছে হলুদ পাতা থাকলে তাতে গাছের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার ও ফুল ফোটার সম্ভবনা কম থাকে।

মোটামোটি এই চারটি বিষয় মাথায় রেখে বসিয়েই ফেলুন রেনলিলির চারা। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তরতরিয়ে তা বাড়বে আর আপনার বাগানের শোভা বর্ধন করবে। আপনার বাগানের দিকে চোখ গেলে কেউ পারবেনই না চোখ ফিরিয়ে নিতে।

কলের গায়ে লেগে থাকা জলের দাগছোপ তুলতে চান? সহজ কৌশলে করুন বাজিমাত

বাড়িতে থাকা কলের গায়ে জলের দাগ জমা, নতুন কোনও বিষয় নয়। সকলের বাড়িতেই কমবেশি এই ধরনের দাগছোপ দেখাই যায়। দীর্ঘদিন ধরে থাকা জলের দাগ, চাইলেন আর পরিষ্কার হয়ে গেল, তা হয় না। তবে বাড়িতে থাকা কয়েকটি সামগ্রীর সঠিক ব্যবহারে এই ধরনের দাগছোপ থেকে মুক্তি মিলতে পারে। আপনার জন্য রইল টিপস।

১. বাড়িতে সকলেরই ভিনিগার থাকে। ভিনিগার এবং জলের মিশ্রণে এই ধরনের দাগছোপ থেকে সহজে মুক্তি পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আগে একটি স্প্রে করা যাবে এমন বোতল নিন। ওই বোতলে ভিনিগার দিন। সঙ্গে সমপরিমাণ জল নিন। এবার যেখানে জলের দাগ লেগে রয়েছে সেখানে স্প্রে করুন। ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এবার একটি

নরম কাপড় কিংবা স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেলুন। জলের দাগছোপ উঠে যেতে বাধ্য।

২. বেকিং সোডা এবং ভিনিগার দিয়েও জলের দাগছোপ পরিষ্কার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে একটি পাত্রে ২ চা চামচ বেকিং সোডা নিন। তাতে অল্প পরিমাণ ভিনিগার দিন। মিশ্রণটি ১০-১৫ মিনিট জলের দাগের উপর লাগিয়ে রাখুন। একটি ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিন। এবার শুকনো কোনও কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। তাতেই দাগ গায়েব।

৩. লেবুর রস এবং শুকনো কাপড়ের কেরামতিতেও উধাও হতে পারে দাগছোপ। সেক্ষেত্রে ওই জলের দাগের উপর সরাসরি লেবুর রস দিন। ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর নরম কাপড় কিংবা স্পঞ্জ দিয়ে ভালো করে ঘষে ফেলুন। দেখবেন জলের দাগ উঠে ঝঝঝক করছে কল।

রান্নাঘরে থাকা এই জিনিসগুলি দিয়ে সুফল পেতে বাধ্য। তাই আর দেরি না করে আজই এভাবে পরিষ্কার করতে পারে বাড়ির কলের আশপাশ।

তুলসী গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে? চটজলদি তরতাজা করার উপায়

পবিত্র তুলসী। তার একাধিক ব্যবহার! পূজা-অর্চনায় আবশ্যক, আবার শরীরের নানা রোগ নিরাময় করতে পারে। বিশেষ করে এই শীতের সময়। যাঁদের ঠান্ডা লাগার ধাত, তাঁদের ক্ষেত্রে তুলসী রামবাণের মতো কাজ করে। এদেশের বেশিরভাগ বাড়িতেই তুলসীর অবস্থান। কিন্তু শীতের শুষ্ক আবহাওয়া তুলসী গাছে আনে রুক্ষতা। তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় পাতা-কাণ্ড। তরতাজা রাখবেন কীভাবে? রইল উপায়। তুলসী গাছের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে ঠান্ডা এবং শুষ্ক হাওয়া। এই হাওয়া থেকে গাছকে বাঁচানো দরকার। কীভাবে? চারপাশে শিল্ড তৈরি করে দিয়ে। গাছের চারপাশটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক বা সুতির কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। এতে সরাসরি হাওয়া লাগবে না।

তুলসী গাছে জল কতটা দেবেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত জল যেমন ভালো নয়, তেমনই কম জলে গাছ শুকিয়ে যেতে পারে। গাছে জল দেওয়ার আগে মাটি চেপে উপরের ২ ইঞ্চি ভেজা কি না। যদি সেখানে শুষ্কতা থাকে তবেই জল দেবেন।

শীতকালে ঈষদুষ্ণ জল তুলসী গাছের জন্য খুবই ভালো। তবে এক্ষেত্রে সাবধান। জল খুবই অল্প গরম হতে হবে। আবার অনেকে বলেন, গাছের গোড়ার সামান্য একটু কাঁচা দুধ দেওয়া ভালো। তুলসী গাছের সূর্যের আলোর প্রয়োজন। বাড়ির গাছ টবে থাকলে তা এমন জায়গায় রাখবেন যেন চার থেকে ছয় ঘণ্টা সূর্যের আলো পায়। তবে অতিরিক্ত তাপ থেকে বাঁচাতে গাছের উপরে একটি শেড করে দিতে পারেন।

ভারতের জন্য প্রার্থনা', আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় সহমর্মিতা রাশিয়া, ইউক্রেন, চিনের

১৩ জুন ঃ আহমেদাবাদ বিমানবঃদর থেকে উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান। উড়ানটিতে মোট ২৪২ জন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৩২ জন যাত্রী এবং ১০ জন ক্রু সদস্য। ভেঙে পড়ার পরমুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটায় মনে করা হচ্ছে, বিমানে থাকা প্রায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের পাশে দাঁড়াচ্ছে রাশিয়া, চিন, ফ্রান্সের মতো দেশগুলি। জার্মানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়াদেফুল জানিয়েছেন, বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহ ছবি দেখে শোকাহত জার্মানি। ভারতের মানুষদের জন্য প্রার্থনা করে তিনি লিখেছেন, ' দেখেছি আহমেদাবাদ থেকে উড়ানের পর এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটির ভেঙে পড়ার ছবি। যেহেতু এখনও আমরা বিস্তারিত বিবরণ পাইনি, আমার ভাবনা ও হৃদয়ের আর্তি মাখা প্রার্থনা রয়েছে আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের জন্য যাঁরা নিজেদের আপনজনদের নিরাপত্তার জন্য আশান্বিত।' এদিকে ভারতে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত জু ফেইহংও বেজিংয়ের তরফে দুর্ঘটনা নিয়ে শোকবার্তা জানিয়েছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ' মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় গভীর মর্মাহত। দুর্ঘটনাগ্রস্ত যাত্রী ও তাঁদের পরিবারের পাশে আমাদের হৃদয়ের সমবেদনা রয়েছে। এই কঠিন সময়ে যাঁরা আক্রান্ত তাঁদের সঙ্গেই রয়েছি আমরা।' ভারতে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথিউ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ' বিমান দুর্ঘটনার খবরে মর্মাহত ফ্রান্স। আক্রান্ত ও তাঁদের প্রিয়জনদের পাশে রয়েছি আমরা।' এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

এক্স হ্যান্ডলে শোকবার্তা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ' যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহ খবর পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতের সমস্ত নাগরিককে এই শোকের দিনে আমার গভীর সমবেদনা।' প্রসঙ্গত, দুপুর ১টা ৩৮ মিনিটে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে এআই১৭১ বিমান। আকাশে ও।ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এআই১৭১ বিমানের যাত্রীতালিকা প্রকাশ করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। জানা গিয়েছে যাত্রীদের মধ্যে ১৬৯ জন ভারতীয়, ৫৩ জন ব্রিটিশ, ৭ জন পর্তুগিজ এবং একজন কানাডিয়ান ছিলেন। আহমেদাবাদের দুর্ঘটনায় এখনও শোকবিহ্বল গোটা দেশ। এখনও ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে সবকটি দেহও সম্ভবত উদ্ধার করা যায়নি। এরই মধ্যে ফের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে চাঞ্চল্য। এবার থাইল্যান্ড থেকে ভারতে ফেরার বিমানে বোমাতঙ্ক! যার জেরে টেক অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটিকে বাধ্য হয়ে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করাতে হয়। সূত্রের খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার এআই৩৭৯ এয়ারবাসটি থাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে নয়াদিল্লির উদ্দেশে উড়েছিল। বিমানটিতে মোট ১৫৬ জন যাত্রী ছিলেন। ওড়ার কিছুক্ষণ পরই বিমানটিতে বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এর পর বাধ্য হয়ে পাইলটরা বিমানটিকে আন্দামান উপকূলবর্তী এলাকা থেকে ফের থাইল্যান্ডের দিকে ঘুরিয়ে দেন। ফুকেট বিমানবন্দরেই জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করে। ফুকেট বিমানবন্দরের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার এআই৩৭৯ এয়ারবাসটি টেক অফ করেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেটিকে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করানো হয়। অবতরণের পরই বিমানের যাত্রীদের বের করে আনা হয়। পরে অবশ্য গোটা বিমানটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনওরকম বোমা পাওয়া যায়নি।

সেনাপ্রধানের মৃত্যুর বদলা! ইজরায়েলের 'অণু-যুদ্ধে'র পাল্টা ১০০ ড্রোন ছুড়ল ইরান

১৩ জুন ঃ ইজরায়েলি মিসাইল হামলার পালটা প্রত্যাঘাত হানল ইরান। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে ইজরায়েলের হামলার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ১০০টি ড্রোন ছু।ছে ইরান। তবে তার জেরে ইজরায়েলে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। তেল আভিভের মতে, আপাতত ইরানের সমস্ত ড্রোন নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে।

শুক্রবার সকালে অপারেশন রাইজিং লায়ন শুরু করে তেল আভিভ। ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি এবং ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডারের। প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানিরও। এছাড়াও পারমাণবিক গবেষণাকারী অন্তত ৬ জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান। বহু সেনাকর্মী এবং আধিকারিকেরও মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েলি হামলায়। এমন বিধ্বংসী হামলার পরে পাল্টা মার দিয়েছে ইরানও। হামলার পরেই তেহরান হুঙ্কার দিয়েছিল, যোগ্য জবাব দেওয়া হবে তেল আভিভকে। তারপরেই অন্তত ১০০টি ড্রোন ছোড়া হয় ইজরায়েল লক্ষ্য করে। তবে মিসাইলগুলি আপাতত নিষ্ক্রিয় করছে ইজরায়েলি সেনা। অন্যদিকে জর্ডানের জাতীয় মিডিয়া জানিয়েছে, ইরানের বেশ কিছু ড্রোন এসেছে তাদের আকাশসীমাতেও। সেগুলি গুলি করে নামানো হয়েছে। ইজরায়েলি হামলার প্রত্যাঘাতের পরেই রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হয়েছে ইরান।

হাওড়ার উত্তর খুরুট বারওয়ারি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। এদিন অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে 'রূপসাঘর' আয়োজিত 'লালকমল নীলকমল' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। এছাড়াও ছিল আনুসঙ্গিক নৃত্যের সম্ভার।

যুদ্ধ! ইরান-ইজরায়েল সংঘাত থামানোর বার্তা উদ্বিগ্ন ভারতের

ইরান-ইজরায়েল সংঘাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিল ভারত। দুই দেশের মিসাইল সংঘাত বাঁধার পরেই বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। দুই পক্ষের কাছে নয়াদিল্লির আবেদন, সংঘাত এ।য়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হোক। ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্যও বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে অপারেশন রাইজিং লায়ন শুরু করে তেল আভিভ। ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি এবং ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডারের। এছা।াও দুই পারমাণবিক বিজ্ঞানী ফেরেদুন আব্বাসি-দাভানি এবং মহম্মদ মেহদি তেহরানচির মৃত্যু হয়েছে এই হামলায়। তারপর থেকেই ইজরায়েলকে পালটা দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। যুদ্ধের আঁচ বা।ছে মধ্যপ্রাচ্যে। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে দীর্ঘ বিবৃতি জারি করেছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। সেখানে বলা হয়, ' এবং ইজরায়েলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পারমাণবিক গবেষণাগারে আক্রমণের

খবর পেয়েছি। দু'পক্ষের কাছে ভারতের আবেদন, সংঘাত বন্ধ হোক। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা উচিত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।' দুই দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে। বলা হয়েছে, ' এবং ইজরায়েল দুই দেশের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে ভারতের। যেকোনও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ভারত।' দুই দেশেই রয়েছেন প্রচুর ভারতীয় নাগরিক। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারতীয় দূতাবাস এবং হাই কমিশনগুলি। বিবৃতিতে ইরান এবং ইজরায়েলে থাকা ভারতীয়দের প্রতি বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, তাঁরা যেন স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলেন। ভারতীয়দের সতর্ক থাকতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনই ভারতীয়দের দুই দেশ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি নয়াদিল্লি।

তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক ইউনুসের, লন্ডনের সাক্ষাৎ নিয়ে ইউনুসকে খোঁচা বিএনপি-র

১৩ জুন ঃ সব পথ হারিয়ে ড. ইউনূস এখন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে গিয়েছেন। এমনই কটাক্ষ খালেদা জিয়ার দলের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের। তাঁর কথায়, ' সাহেব যখন বাংলাদেশের সমস্ত পথ হারাইয়া ফেলছেন। উনি পথ পাওয়ার জন্য আমাদের নেতা তারেক রহমান সাহেবের কাছে যাচ্ছেন। টানা ১২ ঘণ্টা প্লেন চালাইয়া লন্ডন পর্যন্ত গেলেন! বলছেন, আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ দিন।

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার বড়িবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের একটি অনুষ্ঠানে ফজলুর রহমান এসব কথা বলেন। তাঁর আরও বক্তব্য, ' নেতা তারেক রহমানের দেশ চালানোর ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা আছে। আমি ওই দিন বলেছিলাম, বাপ ইলেকশন দেওন লাগবো। আমার বক্তব্যটা শোনেন নাই আপনারা? আমি বলেছিলাম, সাপ গর্তে যাওয়ার সময় সোজা হইয়া যায়। ১৫ দিন আগেও যে ইউনুস সাহেব ছ'দিন পর্যন্ত বিএনপি সময় চাওয়ার পরেও একঘণ্টা সময় দিতে চাননি, এখন ১২ ঘণ্টা ফ্লাইট চালাইয়া গেছেন আমাদের নেতার সঙ্গে কথা বলার জন্য।'' তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক হবে শুক্রবার। এ নিয়ে ফজলুর রহমানের আশা, ইউনুস সাহেব সভাবে, সত্য কথা বলবেন। ইউনুস সাহেব, আপনি আমার চেয়ে নয় বছরের ব।, আপনি আমার মুরুব্বি। আপনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত। আমি আশা করব, তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচনা মধ্যে দিয়ে এই দেশকে আপনারা রক্ষা করবেন। আর আন্দোলন করতে চাই না। এখন বাংলাদেশের মানুষ একটা ভোট দিতে চায়।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েক্ষ্ম সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার কনফারেন্সের আয়োজন

গোরখপুর ১৩ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুরের প্রধান অতিথির নেতৃত্বে, ১৩ জুন ২০২৫ তারিখে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মন্থন অডিটোরিয়ামে, প্রধান বিভাগের প্রধান, সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ইজ্জতনগর, লখনউ এবং বারাণসী বিভাগের ঊর্ধ্বতন বিভাগীয় প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে একটি সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনে অবকাঠামো, রেল নিরাপত্তা, সুরক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, বর্ষাকালীন সতর্কতা, ট্র্যাকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত কাজ, স্টেশনগুলির উন্নীতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, যা ১৪ জুন ২০২৫ তারিখে শেষ হবে।সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুর রেল নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, রেলপথ, সেতু, লেভেল ক্রসিং এবং কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন, যাতে রেল চলাচল আরও উন্নত করা যায়। তিনি বিভাগগুলির মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় এবং সমন্বয়ের উপর জোর দেন যাতে কাজের মান নিশ্চিত করা যায় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। তিনি বলেন, সময়সীমার মধ্যে ট্র্যাকের কাজ পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করা গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, গেটম্যানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। গেটম্যানদের নিরাপত্তা বিধি এবং জরুরি অবস্থার সময় করণীয় সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত। সাইটে কর্মরত কর্মীদের নিরাপত্তা বিধি সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন থাকা উচিত। ট্র্যাকে কাজ করা ট্র্যাক মেশিনগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। কাজে কোনও শর্টকাট থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন যে নির্মাণ, ডাবলিং, সাবওয়ে ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের সময়, কর্মস্থলে পর্যাপ্ত জনবল এবং উপকরণ থাকা উচিত যাতে কম সময়ে নিরাপদে এবং দ্রুত গতিতে কাজ করা যায়।শ্রীমতি মাথুর নির্দেশ দেন যে নিরাপদ কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য সুরক্ষা নিয়ম অনুসরণ করে পয়েন্ট এবং ক্রসিংগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। ট্র্যাকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য, ট্র্যাকের পাশে অবস্থিত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের রেল সুরক্ষা এবং সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা উচিত। মহাব্যবস্থাপক নির্দেশ দেন যে যাত্রী সুবিধা সম্পর্কিত কাজ এবং স্টেশনগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজগুলি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পূর্ণ গুণমানের সাথে সম্পন্ন করতে হবে। তিনি রেলওযে.নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সাথে যুক্ত কর্মীদের সময়মতো ইউনিফর্ম, জুতা, সুরক্ষা জ্যাকেট, রেইনকোট ইত্যাদি সরবরাহ করার এবং রেল কর্মীদের অভিযোগ দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন। মহাব্যবস্থাপক আসন্ন বর্ষায় ট্র্যাক সম্পর্কিত সতর্কতা এবং মেরামতের কাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেন।সম্মেলনে, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী শ্রী নীলমণি কারিগরি ও প্রশাসনিক স্তরে সুরক্ষা মান নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপর জোর দেন এবং কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। সম্মেলনে, সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তারা ট্র্যাক এবং ট্র্যাক মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং সেগুলির উন্নতির জন্য তাদের পরামর্শ দেন।এই উপলক্ষে, প্রধান বিভাগের প্রধান এবং সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় প্রকৌশল বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।২০২৫ সালের ১৪ জুন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, লেভেল ক্রসিং গেট, কর্ম পরিকল্পনা, বাজেট, সেতু এবং অন্যান্য কাজ নিয়ে প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

আগাছায় পরিপূর্ণ বেহাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র সুন্দরবনের মৈপীঠ উপকূলে

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি,১৩ জুন ঃ বেহাল অবস্থায় সুন্দরবনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।নজর নেই প্রশাসনের।এখনো বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়নি অথচ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চারপাশে আগাছায় পরিপূর্ণ, বাড়ছে সাপের উপদ্রব। রাজ্যের সরকার যেখানে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে নজর দিচ্ছে সেখানে বেহাল অবস্থায় দিনের পর দিন চলে আসছে সুন্দরবনের কুলতলির ভুবনেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি।বাম আমলে নির্মিত ১১ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলে ও এই মুহূর্তে সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিসা নিতে ভয.পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চারিদিকে গাছ গাছালি লতা পাতায় ভরা। যে কোন সময় কীটপতঙ্গের আক্রমণও হতে পারে। আছে এখানে বিষাক্ত সাপের উপদ্রব। আর তাই এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে ভয় পাচ্ছে রোগী ও তার পরিজনেরা। সুন্দরবনের মৈপীঠ উপকূল থানার মৈপীঠ বৈকুন্ট পুর ও গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল।এখানকার নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ মূলত মৎস্যজীবি।এরা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে, নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। মাছ কাঁকড়া কিংবা জঙ্গলের মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে কোন মৎস্যজীবী বাঘের কবলে পড়লে তাদের তো আর রক্ষে নেই। দীর্ঘ ৩২ কিলোমিটার পথ পার করে তাদের জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়।

Name Change

I, Dharmendra Singh (Old Name) S/o Ramshankar Singh Yadav Residing at Flat No. 5 F Arbar Point, 449 Netaji Subhash Chandra Bose Road, ICICI BANK, Mahamayatala, Garia, District- South 24 Parganas, Pin - 700084 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Dharmendra Singh Yadav (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 21/2025 Dated 13-06-2025. Dharmendra Singh (Old Name) and Dharmendra Singh Yadav (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bishnupada Adhikari (Old Name) S/o Shambhu Adhikary Residing at Dakshin Arjunda, Dakshin Arjjunda, Chakradhaban, Panskura-I, District- Purba Medinipur, Pin - 721152 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Bishnupada Adhikary (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 002/2025 Dated 13-06-2025. Bishnupada Adhikari (Old Name) and Bishnupada Adhikary (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Selim Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Majid Mondal ঠিকানা Shilberiya, Ulashi, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-06-2025 এর Affidavit no 001/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Salim Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Salim Mondal (নতুন নাম) ও Selim Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

জলপাইগুড়ি রোড এবং শিয়ালদহের মধ্যে নতুন ট্রেন পরিষেবা যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক যাত্রার সুবিধা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৩ জুন ঃ রেল সংযোগ বৃদ্ধি এবং যাত্রীদের ভ্রমণ

সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে, রেলওয়ে জলপাইগুড়ি রোড এবং শিয়ালদহের মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নতুন ট্রেনটি কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলীয় কেন্দ্র শিয়ালদহ এবং গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাঞ্চলীয় শহর জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যে একটি সরাসরি এবং দক্ষ পরিবহন বিকল্প প্রদান করবে, যার ফলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এটি নশিপুর রেল সেতু হয়ে চলাচলকারী প্রথম এক্সপ্রেস ট্রেন, যা দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। এটি জলপাইগুড়ি রোড এবং শিয়ালদহের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরাসরি ট্রেন সংযোগের প্রতীক, যা এই অঞ্চলের জনসাধারণের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে। জলপাইগুড়ি রোড এবং শিয়ালদহের মধ্যে নতুন ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন ১৪ জুন ২০২৫ তারিখে নির্ধারিত করা হয়েছে। উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩১১৬ (জলপাইগুড়ি রোড - শিয়ালদহ) জলপাইগুড়ি রোড থেকে ১৪.০০ ঘন্টায় রওনা দিবে এবং পরের দিন ০৪.০০ ঘন্টায় শিয়ালদহে পৌঁছাবে। এই নতুন ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা ২০ জুন ২০২৫ থেকে শুরু হবে। ট্রেন নং. ১৩১১৫ (শিয়ালদহ - জলপাইগুড়ি রোড) হামসফর এক্সপ্রেস ২০ জুন ২০২৫ থেকে প্রতি শুক্রবার যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে ২৩.৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১২.০০ ঘন্টায় জলপাইগুড়ি রোড পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ১৩১১৬ (জলপাইগুড়ি রোড - শিয়ালদহ) হামসফর এক্সপ্রেস ২১ জুন ২০২৫ তারিখ থেকে প্রতি শনিবার যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটি জলপাইগুড়ি রোড থেকে ২০.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮.১০ ঘন্টায় শিয়ালদহ পৌঁছাবে। এই নতুন ট্রেন পরিষেবাটি বিশেষভাবে পর্যটক, শিক্ষার্থী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা তাদের দ্রুত এবং আরও নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ বিকল্প প্রদান করবে। তাছাড়া, এই নতুন ট্রেন পরিষেবা উত্তরবঙ্গে জনসাধারণ ও পণ্যের সুগম চলাচলের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে আরও জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে ব্যবসা- বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। এই ট্রেনগুলির রুট, স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও পাওয়া যাবে। যাত্রা করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

দীর্ঘদিন বন্ধের পর খুলল গৌড়ের পর্যটনস্থল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুন ঃ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল মালদার ঐতিহাসিক গৌড়ের একাধিক স্থাপত্যের দুয়ার। যার ফলে ঘোরাফেরার ও আনন্দ ফূর্তির জন্য মনোরম পরিবেশগত জায়গাও সিদ্ধান্ত করতে পারছিলেন না জেলা সহ পাশের জেলার বহু পর্যটকরা। মালদা ও পার্শ্বর্তী উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর সহ মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দাদের জন্য কাছাকাছি ক্ষেত্রে পছন্দের পর্যটন স্থল হচ্ছে মালদার ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন শহর গৌড়। সারা বছরই প্রায় পর্যটকদের আনাগোনা থাকে মালদার এই পর্যটন স্থলে। তবে বেশ কয়েকমাস ধরে এই পর্যটনস্থল বন্ধ থাকায় এখানে আসতে পারছিলেন না বহু পর্যটকরা, যার ফলে থমকে ছিল গৌড় পর্যটনস্থল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের দোকান পাঠের ব্যবসা-বাণিজ্য। তবে জটিলতা কাটিয়ে এই মাসের প্রথম থেকে আবার খুলেছে ঐতিহাসিক এই পর্যটন স্থলের স্থাপত্যের দুয়ারগুলি, যা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন জেলা-সহ ভিন জেলা থেকে আসা পর্যটকরা। ফের সেই পুরনো ধ্বংসাবশেষ এলাকায় রঙিন এর আনাগোনা শুরু হচ্ছে। আনন্দ মুখরীতি হয়ে উঠছেন পর্যটক থেকে শুরু করে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। প্রাচীন এই গৌড়ের ইতিহাস জানতে জেলা-সহ ভিন জেলা থেকে এসে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। চিকা মসজিদ, লুকোচুরি গেট, ফাতেহ খানি সমাধি, কদম রসুল-সহ একাধিক অন্যান্য স্থাপত্য দেখতে জমছে পর্যটকদের ভিড়। ভিড় কে কেন্দ্র করে বসছে মেলাও। বিশেষত কোন উৎসব বা ছুটির দিনে ব্যাপক হারে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য দেখা দেয়। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ শহরের ইতিহাস কে অনুভব করতেই এই পর্যটন স্থলে আসেন পর্যটকরা। এক সময় প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল মালদার এই ধ্বংসাবশেষ শহর গৌড়। মালদা জেলার পর্যটকদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থল হচ্ছে গৌড়। তাই এবারে বহুদিন পর ঐতিহাসিক গৌড়ের একাধিক স্থাপত্যের দুয়ার খোলায় স্বভাবতই ভিড় জমতে শুরু করেছে পর্যটকদের। সকাল আট'টা থেকে বিকেল চার'টে পর্যন্ত খোলা থাকে মালদার এই ধ্বংসাবশেষ শহরের একাধিক স্থাপত্যের দুয়ার।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জুন ঃ বৃহস্পতিবার রাতে হাত বদলের আগেই দু'টি দেশি পিস্তল উদ্ধার করল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ফরাক্কা থানার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় অস্ত্র আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

যুবককে অস্ত্রের কোপ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ জুন ঃ শুক্রবার সাতসকালে রাস্তার মাঝে যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপ। শুক্রবার সাঁইথিয়ায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গুরুতর জখম ওই যুবককে সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা অভিযুক্তর বাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ছন্দে ফিরছে উত্তরের আবহাওয়া, মেঘ-বৃষ্টির ফাঁকে জমজমাট পাহাড় ঘোরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ উত্তরের প্রকৃতিতে আবারও ফিরছে সেই চেনা ছন্দ। টানা তীব্র গরমের পর মেঘ-বৃষ্টির ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পাচ্ছে পাহাড় ও জঙ্গল। যাঁরা ছুটির পরিকল্পনা করে উত্তরবঙ্গের পথে রওনা দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন, তাঁদের জন্য রয়েছে আশার খবর। মেঘলা আকাশ, মাঝেমধ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং জঙ্গলের ভেতর ঘোরার সেই রোমাঞ্চ-সব মিলিয়ে ফের জমে উঠেছে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া ও পর্যটন চিত্র। গত কয়েক সপ্তাহে উত্তরের পাহাড়ে অস্বাভাবিক গরমে বিরক্ত ছিলেন পর্যটকেরা। এমনকি 'রানী' দার্জিলিংয়েও ফ্যান চালিয়ে থাকতে হয়েছে হোটেলগুলিতে। কালিম্পং-এও পর্যটকরা প্রাকৃতিক শীতলতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি নিয়ে ফিরেছে মেঘলা আকাশ, ভোরো হাওয়া ও ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া। দার্জিলিংয়ে আজকের আবহাওয়ায় রয়েছে মেঘের ঘনঘটা ও বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে, এবং রাতের তাপমাত্রা নামবে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পর্যন্ত। বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে, যা পর্যটকদের কাছে আরামদায়ক বলেই মনে করা হচ্ছে। কালিম্পং-এর আবহাওয়াতেও এসেছে পরিবর্তনের ছাপ। পূর্বাভাস অনুযায়ী, সেখানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের তাপমাত্রা ১৬ থেকে ২৭ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে, আর বাতাসের বেগ সময়ে সময়ে ঘণ্টায় ৪০ কিমি পর্যন্ত উঠতে পারে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে আবারও পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে এই শান্ত পাহাড়ি শহরে। এদিকে, শুধুই পাহাড় নয়- উত্তরের জঙ্গল ঘোরা এলাকাতেও শুরু হয়েছে ভ্রমণপ্রেমীদের আনাগোনা। মেঘলা আকাশের মধ্যে জঙ্গল সাফারির এক আলাদা রোমাঞ্চ থাকে, আর সেই সুযোগ করে দিচ্ছে আলিপুরদুয়ার ও ডুয়ার্স অঞ্চলের আবহাওয়া। এখনই জঙ্গলে যাওয়ার মোক্ষম সময়, কারণ মাত্র তিন দিন খোলা থাকবে জঙ্গলের দরজা। তাই এখন পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট বক্সা, জলদাপাড়া ও গরুমারার জঙ্গল ঘেরা রিসর্ট ও সাফারি জোনগুলি। আলিপুরদুয়ারের এলাকায় আজকের দিনে আকাশ মেঘলা থাকবে বলেই জানাচ্ছে পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। ভ্যাপসা গরম কিছুটা থাকলেও বৃষ্টির হাত ধরে স্বস্তি ফিরে আসছে পর্যটকদের কাছে। অন্যদিকে কোচবিহারেও ফিরছে বৃষ্টির ছোঁয়া। স্থানীয় আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন ধরে এই অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশ থাকছে মেঘলা, আর মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামছে হালকা করে। তবে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এক ধরনের ভ্যাপসা গরম টের পাওয়া যাচ্ছে। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া আবারও হয়ে উঠেছে রোমাঞ্চকর এবং মনোমুগ্ধকর। পাহাড়ের শান্ত পরিবেশ, মেঘে ঢাকা আকাশ, কখনও বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ-এ যেন প্রকৃতির নিজস্ব সুরে ফেরা। যারা প্রকৃতি ভালোবাসেন, তাদের জন্য এই সময়টাই হতে পারে সবচেয়ে উপযুক্ত ভ্রমণের মুহূর্ত। জঙ্গল, পাহাড় কিংবা ছোট শহরের কোণে এক কাপ চায়ে ডুবে থাকা-উত্তরের ডাক উপেক্ষা করা সত্যিই মুশকিল।

লিলুয়া থানার অভিযানে বিপুল গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ হাওড়ার লিলুয়া থানার অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার। উদ্ধার প্রায় ১৫০ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার ৪। লিলুয়া থানার পুলিশের ওই অভিযানে এদিন প্রায় ১৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃতেরা বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই ৪ ব্যক্তি একটি বড় গাড়ি নিয়ে ওড়িশা থেকে গাঁজা নিয়ে আসেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লিলুয়ার জয়পুর বিল আন্ডারপাস এলাকা থেকে গাঁজা সমেত এদের আটক করে লিলুয়ার থানার পুলিশ। সেখানে এরা বড় লরি থেকে ছোট গাড়িতে গাঁজা আনলোড করছিল। ওই সময় লিলুয়া থানার পুলিশের তৎপরতায় গাঁজা সহ বিহারের বাসিন্দা চার ব্যক্তি এবং দুটি গাড়ি আটক করে লিলুয়া থানার পুলিশ। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার ধৃতদের হাওড়া আদালতে তোলা হয়। এদের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে লিলুয়া থানার পুলিশ।

উন্নত কম্পিউটিং উন্নয়ন কেন্দ্র
CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India

ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের (MeityY) অধীনস্থ একটি বৈজ্ঞানিক সমিতি, **সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং (c-DAC)** সি-ড্যাক কেন্দ্রগুলিতে নন-এসএন্ডটি (গ্রুপ এ এবং গ্রুপ এ এর নীচে) এবং গ্রুপ এ এর নীচের এসএন্ডটি পদের জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

আমাদের সাথে যোগ দিন এবং আমাদের স্বপ্ন পূরণ করুন

ক্যারিয়ারের সুযোগ

নন-এসএন্ডটি গ্রুপ এ পোস্টঃ

পদ	পদের সংখ্যা	বেতন স্তর
জয়েন্ট ডিরেক্টর ফিন্যান্স	১	স্তর ১৩
সিনিয়র অফিসার-ফিন্যান্স/ এইচআরডি/অ্যাডমিন/ পার্চেজ/ মার্কেটিং	৮	স্তর ১১
এইচআরডি অফিসার	২	স্তর ১০

নন-এসএন্ডটি এ গ্রুপের নীচের পোস্টঃ

পদ	পদের সংখ্যা	বেতন স্তর
এক্সিকিউটিভ-অ্যাডমিন/এইচআরডি ফিন্যান্স/লিগ্যাল/পার্চেজ	১১	স্তর ৭
সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট	১৭	স্তর ৬
অ্যাসিস্ট্যান্ট	২০	স্তর ৫
জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট	৭	স্তর ৪
অ্যাটেনডেন্ট / ড্রাইভার	৪	স্তর ২

এসএন্ডটি এ গ্রুপের নীচের পোস্টঃ

পদ	পদের সংখ্যা	বেতন স্তর
সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট	৯	স্তর ৭
টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট	১৫	স্তর ৬
মেম্বার সাপোর্ট স্টাফ-IV	৭	স্তর ৫

cbc06132/12/0010/2526

বয়স ও সংরক্ষণঃ পদগুলির জন্য প্রযোজ্য বয়স ও বয়সের ছাড় এবং সংরক্ষণের তথ্য C-DAC ওয়েবসাইটে পাওয়া বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
আবেদন ফিঃ ইন্টারনেট ব্যাংকিং / ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে উপরোক্ত পদগুলির জন্য আবেদন করার জন্য ১০০০ টাকা অ-ফেরতযোগ্য আবেদন ফি প্রদেয়। তবে, SC/ST/PwD এবং মহিলা প্রার্থীদের কোনও ফি প্রদেয় নয়।
আবেদন কিভাবে করবেনঃ আগ্রহী প্রার্থীরা আরও বিস্তারিত জানতে www.cdac.in এবং careers ওয়েবসাইটে যেতে পারেন এবং অনলাইনে আবেদন করতে পারেন।
আবেদনের শেষ তারিখঃ ১৪ জুলাই, ২০২৫ রাত ২৩:৫৯ ঘটিকা পর্যন্ত
বিঃদ্রঃ- এই বিষয়ে সংযোজন/আরও যোগাযোগ, যদি থাকে তবে কেবল C-DAC-এর ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

ADVT.No.CORP/Grp.A&BGA/04/2025 DIRECTOR (HRD)

'লুপার ক্যাটারপিলার'-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নয়া উপায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ ঝাঁটা সম রূপ হয়েছে উত্তরের সবুজ গালিচার! ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বাগানজুড়ে সবুজ পাতার ক্যানভাস যেন ধূসর হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। সবুজ শত্রু আক্রমণে প্রবল ক্ষতির মুখে পড়তে পারে চা শিল্প। 'লুপার ক্যাটারপিলার' নামের এক ভয়ঙ্কর শুঁয়োপোকার দল ছিঁড়ে ফেলছে পাতার পর পাতা, এমনকি গাছের ডাঁটাও রেহাই পাচ্ছে না। ওষুধ স্প্রে করেও মিলছে না স্বস্তি। এই পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখাচ্ছে এক নতুন পদ্ধতি 'আলোর ফাঁদ'। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, উজ্জ্বল আলোর নিচে আঠা মাখানো পাত্র নিয়ে যখন রাতে বাগানজুড়ে ঘোরে গাড়ি, সেই আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুপাররা। আলোর ফাঁদেই আটকা পড়ে একের পর এক পোকা। তরাইয়ের কয়েকটি বড় চা বাগানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই মিলেছে সুফল। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, লুপার ক্যাটারপিলারের দাপটে কাঁচা পাতার উৎপাদন প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ কমবে। ওষুধে কাজ হচ্ছে না, বর্ষা ও গরম মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল। অন্যদিকে চা চাষিরা বলছেন, একদিকে লাগাতার বৃষ্টি, তার পর খাঁ খাঁ রোদ-তাপমাত্রা কমেনি একটুও। এই আবহাওয়াই ডেকে এনেছে পোকার তাণ্ডব। লালপোকা, চা মশার সঙ্গে লুপারের দাপট সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এখন আশার আলো একটাই- লাইট ট্র্যাপিং। একর পর এক সবুজ চা বাগান বাঁচাতে যদি এই 'আলোর পথেই' মেলে মুক্তি।

North Barrackpore Municipality

Notice Inviting Tender

Open Tenders are being invited by The Chairman, North Barrackpore Municipality from Manufracturer/ bonafied suppliers for the followings: Tender Reference No.-**900/NBM/ Store (2025_MAD_863645 1), Date :13.06.2025**, Sub :**Procurement of 30 nos. Tri Cycle Van Rickshaws**. Last date of submission of tender: **27.06.2025 within 5 pm.** For details see http://wbtenders.gov.in

**Sd/- Chairman
North Barrackpore
Municipality**

**BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR**

**An e-Quotation for "Supply, installation testing commissioning of AC machines at "Vidyasagar Matrisadan Hospital" is being invite by EE,(E&M)Deptt, BMC vide NIQ No.03/PHE(E&M)/BMC (1st Call) Dated: 13-06-2025 & Tender ID: 2025_MAD_862827_1 details are available with office of Executive Engineer PHE(E&M) Bidhannagar Municipal Corporation Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: https://wbtenders.gov.in
Last date of Bid submission: 01/07/2025
Sd/-
EE,(E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-ই৭০-ব্রেকপ্যানেল-২৫-২৬, তারিখ ১২.০৬.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ ইআরএস-পিওএইচ/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা উল্লিখিত তারিখের বিকাল ৩.০০টার আগে এবং ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** ৩-ফেজ ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভের ই৭০ ব্রেক প্যানেলের মেরামতি/পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা। **আনুমানিক কাজের ব্যয় ঃ** ডিভি = ১,২২,৪১,৪৩৯ টাকা জিএসটি ১৮% সমেত। **পরিমাণ ঃ** ০৬ লোকো সেট। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১১,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৭. ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** **www.ireps.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-271)**

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405**

TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Five (05) nos.** works vide **E-NIT No:-10/ B.D.O/HPL/2025-2026** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Block Development Officer Haripal Development Block

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality Invites e-tender for "Construction of Community Toilet" Vide Tender ID No-2025_MAD_864056_1, Est. Cost - Rs.5,48,718.80 eTender submission end date - **21/06/2025** Details information will be available from the website **(i) http://wbtenders.gov.in**
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

**Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.**

**West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.**

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NITs as follows:

NIT No	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
03/GPW(HQ)/WBFDC/ 2025-26 (2nd Call)	Maintenance of Landscaping & Beautification works at Flag Hoisting Point of RTPS, DVC, Purulia	14.06.2025	21.06.2025
04/GPW(HQ)/WBFDC/ 2025-26(2nd Call)	Maintenance of Avenue Plantation on the Divider at approach road of RTPS, DVC, Purulia.		

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

**Sd/-
EGM, GPW,
WBFDCL**

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য ইরিগেশন/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **(১) এনআইটি নং ঃ ৪৬_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ৭ (জেনারেল জোন) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে এবং অধিক্ষেত্রে, ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা [অধিক্ষেত্র – সকল পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ঃ এইএন/ এলএলএইচ-এর অধীনে মেন লাইনে কিমি ৪.০০ থেকে ২১.০০ এবং এইচবিসি ও বেলুড়মঠ লাইনে কিমি ৪.০০ থেকে ১০.০০; এবং সকল সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি তৎসমেত কাঠ ও স্যানিটারি এবং রঙের কাজ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন উভয় ধরনের কাজ, লিলুয়া কলোনিতে সার্ভিস বিল্ডিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ এবং জঙ্গল পরিষ্কার করা ও সেইসঙ্গে (এইএন/ টিআর-এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে ও অধিক্ষেত্রে জঙ্গল পরিষ্কার করা)]। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৪০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,২০,০০০ টাকা। **(২) এনআইটি নং ঃ ৪৭_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ৮ (জেনারেল জোন) এইএন/ এলএলএইচ-এর অধীনে, ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা [অধিক্ষেত্র – সকল পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ঃ এইএন/লিলুয়ার অধীনে মেন লাইনে কিমি ২১.০০ থেকে ৩৮.০০ (ব্যান্ডেল ছাড়া) এবং রাস্তার সকল কাজ ও কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ এবং জঙ্গল পরিষ্কার করা)]। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৬০,০০০ টাকা। **(৩) এনআইটি নং ঃ ৪৮_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ৯ (জেনারেল জোন) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে এবং অধিক্ষেত্রে, ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা [অধিক্ষেত্র – সকল পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ঃ এইএন/লিলুয়ার অধীনে তারকেশ্বর শাখা লাইনে (শেওড়াফুলি থেকে গোঘাট) কিমি ০ থেকে ৬৯.০ এবং কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ ও জঙ্গল পরিষ্কার করা)]। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৪০,০০০ টাকা। **(৪) এনআইটি নং ঃ ৪৯_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ১০ (জেনারেল জোন) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে, ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা [অধিক্ষেত্র – সকল পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ঃ এইএন/লিলুয়ার অধীনে এসএইচই–ভিএসইউ শাখা লাইনে (ময়নাপুর থেকে বিষ্ণুপুর) কিমি ৯৪.০ থেকে ১১৭.০ এবং কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ এবং জঙ্গল পরিষ্কার করা)]। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫১,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০২,০০০ টাকা। **(৫) এনআইটি নং ঃ ৫০_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ১৮ (জেনারেল জোন) এইএন/বিডিসি-এর অধীনে, ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা [অধিক্ষেত্র – জোনাল কাজের জন্য – এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে মেন লাইনে কিমি ৩৮/০-৪১/০ (ব্যান্ডেল ইয়ার্ড, ব্যান্ডেল স্টেশন, ইএমইউ কারশেড সমেত), নৈহাটি শাখা লাইনে কিমি ০২/২ থেকে কিমি ৭/১৭ এবং বি.বি. ল্যুপ লাইনে ০০ থেকে ২.০০ কিমি, সকল সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি তৎসমেত কাঠ ও স্যানিটারি এবং রঙের কাজ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন উভয় ধরনের কাজ, কারশেড মেরামত (১৫ লাখ) ও কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ)। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭১,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৪২,০০০ টাকা। **(৬) এনআইটি নং ঃ ৫১_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ১৯ (জেনারেল জোন) এইএন/বিডিসি-এর অধীনে, ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা [অধিক্ষেত্র – জোনাল কাজের জন্য – এইএন/ ব্যান্ডেলের অধীনে মেন লাইনে কিমি ৪১/০-৯১/০, সকল সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি তৎসমেত কাঠ ও স্যানিটারি এবং রঙের কাজ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন উভয় ধরনের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ]। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮১,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৬২,০০০ টাকা। **(৭) এনআইটি নং ঃ ৫২_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ৩১ (রোড জোন – এলসি গেট ও স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি), এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে, সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে (বিবরণ ঃ কারেকশন স্লিপ ইত্যাদি পর্যন্ত সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১-এর রেটের বেশি/কম/সমান রেটে সামগ্রিক পার্সেন্টেজ (মূল্যমান ৫৬১০০০০.০০ টাকা)। **দ্রষ্টব্য ঃ** ১. টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র একটি রেট উল্লেখ করতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্যমান হল বিভাগীয় ধার্য মূল্য। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের বেসিক কস্ট সহ সমান সমান বিবেচনা করে বিভাগীয় ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে। এটা নির্দেশ করে যে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য ধার্য মূল্যের স্থিরতা বিবেচনা করে মূল্যবৃদ্ধি না ধরে বেসিক কস্ট হিসাব করা হয়েছে। ৩. এই জোনাল টেন্ডারে ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যমান স্থির করার জন্য যেগুলি ধরা হয়েছে ঃ ১) চ্যাপ্টার নং ২-এ মাটির কাজ-৪%, ২) চ্যাপ্টার নং ৩-এ মর্টার -২%, ৩) চ্যাপ্টার নং ৪-এ কংক্রিটের কাজ-৪%, ৪) চ্যাপ্টার নং ৬-এ রাজমিস্ত্রির কাজ-৪%, ৫) চ্যাপ্টার নং ১০-এ স্টিলের কাজ-৫%, ৬) চ্যাপ্টার নং ১৫-এ ডিসম্যান্টলিং ও ডিমলিশিং-১%, ৭) রাস্তার কাজ-কেবলমাত্র ৮০%, ৪. কাজ সম্পাদনের সময়ে, উপরিল্লিখিত পার্সেন্টেজ-এ সংশ্লিষ্ট শিডিউল পরিবর্তন হতে পারে, যদি প্রয়োজন মনে হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে করা যেতে পারে। ফিনান্স ভেটিং যদি হয়, এ-বিষয়ে চাওয়া যেতে পারে। ৫. টেন্ডারদাতাদের প্রতি নির্দেশিকার জন্য উপরোক্ত নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। ৭) মূল্যবৃদ্ধি ও জিএসটি-র প্রভাব ও প্রযোজ্যমতো অন্য কর বিবেচনা করে, সংশ্লিষ্ট শিডিউলের প্রেক্ষিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ধার্য/বিজ্ঞাপিত মূল্য সম্পর্কিত বিষয়ে টেন্ডারদাতাকে বেশি/কম/সমান শতকরা হারে রেট উল্লেখ করতে হবে। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,১০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,২০০ টাকা। **(৮) এনআইটি নং ঃ ৫৩_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ৩২ (রোড জোন – এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি), এইএন/বিডিসি-এর অধীনে, সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে (বিবরণ ঃ কারেকশন স্লিপ ইত্যাদি পর্যন্ত সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১-এর রেটের বেশি/কম/সমান রেটে সামগ্রিক পার্সেন্টেজ (মূল্যমান ৫৬১০০০০.০০ টাকা)। দ্রষ্টব্য ঃ ১. টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র একটি রেট উল্লেখ করতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্যমান হল বিভাগীয় ধার্য মূল্য। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের বেসিক কস্ট সহ সমান সমান বিবেচনা করে বিভাগীয় ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে। এটা নির্দেশ করে যে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য ধার্য মূল্যের স্থিরতা বিবেচনা করে মূল্যবৃদ্ধি না ধরে বেসিক কস্ট হিসাব করা হয়েছে। ৩. এই জোনাল টেন্ডারে ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যমান স্থির করার জন্য যেগুলি ধরা হয়েছে ঃ ১) চ্যাপ্টার নং ২-এ মাটির কাজ-৪%, ২) চ্যাপ্টার নং ৩-এ মর্টার -২%, ৩) চ্যাপ্টার নং ৪-এ কংক্রিটের কাজ-৪%, ৪) চ্যাপ্টার নং ৬-এ রাজমিস্ত্রির কাজ-৪%, ৫) চ্যাপ্টার নং ১০-এ স্টিলের কাজ-৫%, ৬) চ্যাপ্টার নং ১৫-এ ডিসম্যান্টলিং ও ডিমলিশিং-১%, ৭) রাস্তার কাজ-কেবলমাত্র ৮০%, ৪. কাজ সম্পাদনের সময়ে, উপরিল্লিখিত পার্সেন্টেজ-এ সংশ্লিষ্ট শিডিউল পরিবর্তন হতে পারে, যদি প্রয়োজন মনে হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে করা যেতে পারে। ৫. টেন্ডারদাতাদের প্রতি কেবলমাত্র নির্দেশিকার জন্য উপরিল্লিখিত নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। ৭) মূল্যবৃদ্ধি এবং জিএসটি-র প্রভাব ও প্রযোজ্যমতো অন্যান্য কর বিবেচনা করে, সংশ্লিষ্ট শিডিউলের প্রেক্ষিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ধার্য/বিজ্ঞাপিত মূল্য সম্পর্কিত বিষয়ে টেন্ডারদাতাকে বেশি/কম/সমান শতকরা হারে রেট উল্লেখ করতে হবে। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,১০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,২০০ টাকা। **(৯) এনআইটি নং ঃ ৫৪_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ৪১ (ব্রিজ জোন) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে, ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা [অধিক্ষেত্র – মেন লাইনে কিমি ৪.০০ থেকে কিমি ৩৮.০০ (ব্যান্ডেল ছাড়া) ব্রিজগুলির সকল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, এইচবিসি ও বেলুড়মঠ লাইনে কিমি ৪.০০ থেকে ১০.০০ এবং তারকেশ্বর শাখা লাইনে (শেওড়াফুলি থেকে গোঘাট) কিমি ০ থেকে ৬৯.০, এসএইচই–ভিএসইউ শাখা লাইনে (ময়নাপুর থেকে বিষ্ণুপুর) কিমি ৯৪.০ থেকে ১১৭.০, এইএন/এলএলএইচ-এর অধিক্ষেত্রে এফওবি, আরইউবি এবং আরওবি ইত্যাদি সমেত বিভিন্ন ব্রিজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫১,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০২,০০০ টাকা। **(১০) এনআইটি নং ঃ ৫৫_২০২৫-২৬-জোন, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** জোন নং ৪২ (ব্রিজ জোন) এইএন/বিডিসি-এর অধীনে, ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা [অধিক্ষেত্র – মেন লাইনে কিমি ৩৮.০০ থেকে কিমি ৯১.০০ (ব্যান্ডেল ছাড়া) ব্রিজগুলির সকল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, নৈহাটি শাখা লাইনে কিমি ০২/২ থেকে ৭/১৭ এবং বি.বি. ল্যুপ লাইনে কিমি ০.০০ থেকে ২.০০, এইএন/ বিডিসি-এর অধিক্ষেত্রে এফওবি, আরইউবি এবং আরওবি ইত্যাদি সমেত বিভিন্ন ব্রিজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫১,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০২,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** প্রতিটির জন্য ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট থাকলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও টেন্ডার বিবেচনা করবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৬.২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-140/2025-26)

ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে।

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**TENDER NOTICE
NIT-02/2025-26
2025_ZPHD_863598_1,
Dated-13/06/2025**

Separate Tendersare hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application **21/06/2025** up to 01.00 PM. Date of Opening of Tender on **23/06/2025**. Other details will be available from the www.wbtenders.gov.in.

**Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)**

DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING-E.TENDER

Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-**19 to 25** Publised Date- **14/06/2025 at 11.00 AM** Submission End Date- **23/06/2025 at 11.00 AM** Opening Date- **25/06/2025 at 11.30 AM http:// www.wbtenders.gov.in**

**HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
E-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-3/25-26, Dated:-13.06.2025**

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 6(Six)Nos. different works. Bid Submission closing date (online): **21/06/2025 at 17.00 Hrs.** Bid opening date: **24/06/2025 at 11.00 Hrs.** For details please visit website https:// wbtenders.gov.in.

Sd/-PRADHAN, HALLYAN GRAM PANCHAYAT

**Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah**

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for 09 Nos. development works vide **E-NIT NO - 166/CAGP/2025, Date: 05/06/2025**. **E-NIT NO - 165/CAGP/2025, Date: 05/06/2025.** Bid submission start date : **05/06/2025 from 18:00 PM**. Bid submission end date : **16/06/2025 up to 18:00 PM**. Bid opening date : **18/06/2025 at 18:00 PM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan,Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/WEST/W-70/T-03/2025-26
Name of the Work: **Maintenance and restoration of F/W supply by leakages repairing of service mains and change some G.I. utility pipes near 44/2 Elgin Road, 6, 22/1A Chakraberia Road(S), 3 Lee Road etc. in Ward No. 70.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,976.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Time of Completion: **15 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/WEST/W-83/T-06/2025-26
Name of the Work: **Maintenance of old and worn out G.I. utility pipes with ancillary works at 124, 128/H/1, 159, 162, 166 Kalighat Road and other areas in Ward No. 83.** Estimated Amount: **Rs. 2,97,261.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Time of Completion: **20 days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/WEST/W-71/T-09/2025-26
Name of the Work: **Restoration of U.F.W. supply from 4/1 Harish Mukherjee Road to 24C S. N. Pandit Street and surrounding area by cut and flush method in Ward No. 71.** Estimated Amount: **Rs. 2,02,641.00.** Earnest Money: **Rs. 4,200.00.** Time of Completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **21.06.2025 upto 1 p.m./23.06.2025 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available from the website **https:// etender.wb.nic.in and https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer, Water Supply (Br.-XI), J. Unit, KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/30/2025-26
Name of the Work: **Replacement of 100 mm dia. PVC pipe by laying of 100 mm dia. D.I. pipe from 1 Nivedita Park to 15 Nivedita Park in Ward No. 111.** Estimated Amount: **Rs. 2,17,346.94.** Earnest Money: **Rs. 4,400.00.** Period of Completion: **21 days.**

(2) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/31/2025-26
Name of the Work: **Repairing of leakages of 800 mm dia. Subhash Pally MS inlet at Gostotala New Scheme and 450 and 300 mm dia. reserve main with MS patch clamp at Rishi Raj Narayan Road in Ward No. 111.** Estimated Amount: **Rs. 2,27,809.23.** Earnest Money: **Rs. 4,600.00.** Period of Completion: **15 days.**

(3) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/32/2025-26
Name of the Work: **Supply and laying of 150 and 100 mm dia. D.I. pipe by replacing old damaged 150 and 100 mm dia C.I. pipe from Steam Laundry More to Panchanan Mandir on Brahmapur Road and its Bylanes in Ward No. 111, Br.-XI.** Estimated Amount: **Rs. 3,84,205,76.** Earnest Money: **Rs. 7,700.00.** Period of Completion: **21 days.**

(4) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/33/2025-26
Name of the Work: **Improvement of 100 and 150 mm dia. W/S service pipeline through cutting flushing, pipe change Bhamapur Place, Narkel Bagan etc. in Ward No. 111 under Br.-XI.** Estimated Amount: **Rs. 2,97,302.52.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online); **26.06.2025 - 5 p.m./30.06.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4].** 434/25-26

ইউরোপে হ্যাটট্রিক জয় ভারতীয় জুনিয়র মহিলা হকি দলের

অ্যান্টওয়ার্প (বেলজিয়াম), ১৩ জুনঃ ভারতীয় জুনিয়র মহিলা হকি দল ইউরোপ সফরে তাদের অপরাজিত রেকর্ড অব্যাহত রেখে বৃহস্পতিবার অ্যান্টওয়ার্পের উইলরিজক্স প্লেইন হকি সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে এক উত্তেজনাপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। এটি ছিল ভারতের ইউরোপ সফরে টানা তৃতীয় জয়। সোনম (৪র্থ মিনিট), লালথানৎলুয়াঙ্গি (৩২তম মিনিট) এবং কনিকা সিওয়াচ (৫১তম মিনিট) ভারতের হয়ে গোল করেন, অন্যদিকে বেলজিয়ামের হয়ে মারি গোঁস (৩৭তম মিনিট) এবং মার্তে মারি (৪০তম মিনিট) গোল করে দলকে লড়াইয়ে ফেরানোর চেষ্টা করেন। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলা ভারত চতুর্থ মিনিটে ফল পায়, যখন সোনম একটি ফিল্ড গোলের মাধ্যমে দলকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা ভারত তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে, ৩২তম মিনিটে লালথানৎলুয়াঙ্গির পেনাল্টি কর্নার

থেকে গোলের মাধ্যমে লিড দ্বিগুণ করে। তবে বেলজিয়াম দ্রুত প্রত্যাঘাত করে। ৩৭তম মিনিটে মারি গোঁস একটি পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করেন এবং ৪০তম মিনিটে মার্তে মারি ফিল্ড গোল করে ম্যাচটিকে ২-২ এ সমতায় আনেন। চতুর্থ কোয়ার্টারে ভারত পুনরায় নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনে। ৫১তম মিনিটে কনিকা সিওয়াচ একটি পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে দলকে ৩-২ গোলে এগিয়ে দেন। এরপর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বেলজিয়ামের আক্রমণ ঠেকিয়ে এই লিড ধরে রাখে এবং একটি কঠিন লড়াইয়ের জয় নিশ্চিত করে। এই জয়ের মাধ্যমে ভারত বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচেই জয়ী হয়েছে। এই সাফল্যের পর ভারতীয় দল এখন তাদের ইউরোপ সফরের পরবর্তী চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত। ১৪ জুন তারা অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে। দলের এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে এবং আগামী ম্যাচগুলোতে আরও ভালো খেলার প্রত্যাশা জাগিয়েছে। ভারতীয় হকি প্রেমীরা এই তরুণ দলের কাছ থেকে আরও সাফল্যের আশা করছেন।

মিউনিখ বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ সিফত কৌরের

মিউনিখ, ১৩ জুনঃ ভারতের শীর্ষ শ্যুটার সিফত কৌর সামরা বৃহস্পতিবার আইএসএসএফ বিশ্বকাপে মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টে দুর্দান্ত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছেন। ২৩ বছর বয়সী এই শ্যুটার, যিনি ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতে মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টে বর্তমান বিশ্ব রেকর্ড ধারণ করছেন, আটজন প্রতিযোগীর ফাইনালে ৪৫৩.১ স্কোর করেন। নরওয়ের জিনেট হেগ ডুয়েস্টাড ৪৬৬.৯ স্কোর নিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন, এবং সুইজারল্যান্ডের এমেলি জেগি ৪৬৪.৮ স্কোর নিয়ে রূপো পদক অর্জন করেছেন। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল প্রতিযোগিতায় ভারতের অঙ্কুশ যাদব ফাইনালে প্রবেশের সুযোগ থেকে সামান্য পিছিয়ে কোয়ালিফিকেশনে ৬৩১.৭ স্কোর নিয়ে ১১তম স্থানে থেমেছেন। উমামহেশ মদ্দিনেনি ৬৩২.৩ স্কোর নিয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করলেও, তিনি শুধুমাত্র র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টের জন্য শুট করছিলেন বলে ফাইনালে প্রবেশের যোগ্য ছিলেন না। অর্জুন বাবুতা ৬২৯.১ স্কোর নিয়ে ৪৩তম এবং সন্দীপ সিং ৬২৮.৩ স্কোর নিয়ে ৫৩তম স্থানে ছিলেন। দিনের শুরুতে, মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টের কোয়ালিফিকেশনে এমেলি ৫৯০ স্কোর নিয়ে নবম স্থানে ছিলেন। কিন্তু শীর্ষ আটজনের মধ্যে দুজন শ্যুটার র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টের জন্য শুট করছিলেন বলে তিনি ফাইনালে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাবের ফরিদকোটের বাসিন্দা সিফত কৌর সামরা নিলিং, প্রোন এবং স্ট্যান্ডিং-এই তিনটি পর্যায়ে মোট ৫৯২ স্কোর নিয়ে কোয়ালিফিকেশনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ইংল্যান্ড সফরে শুচির বদলে রাধা, ভারতীয় দলে রদবদল

মুম্বই, ১৩ জুনঃ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বাঁ-হাতি স্পিনার শুচি উপাধ্যায় ইনজুরির কারণে আসন্ন ইংল্যান্ড সফর থেকে ছিটকে গেছেন। তাঁর পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিজ্ঞ বাঁ-হাতি স্পিনার রাধা যাদব। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ২৮ জুন থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এক হবে ১ জুলাই ব্রিস্টলে। তৃতীয় ম্যাচটি ৪ জুলাই ওভালে, চতুর্থ ম্যাচ ৯ জুলাই ম্যানচেস্টারে এবং পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি ১২ জুলাই বার্মিংহ্যামে অনুষ্ঠিত হবে। টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর তিনটি ওডিআই ম্যাচ খেলবে ভারত। প্রথম ওডিআই ১৬ জুলাই সাউদাম্পটনে, দ্বিতীয় ওডিআই ১৯ জুলাই লর্ডসে এবং তৃতীয় ওডিআই ২২ জুলাই চেস্টার-লে-স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হবে। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে দলটি

বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০ বছর বয়সী শুচি উপাধ্যায় গত মাসে শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় সিরিজে ওডিআই অভিষেক করেছিলেন। তবে বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে (সিওই) প্রাক-সফর শিবিরের সময় তাঁর বাঁ পায়ের শিনে চোট লাগে। বিসিসিআইয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মহিলা নির্বাচন কমিটি ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় দলে শুচি উপাধ্যায়ের পরিবর্তে রাধা যাদবকে নির্বাচিত করেছে। এতে আরও বলা হয়, শুচি প্রাক-সফর শিবিরে বাঁ পায়ের শিনে চোট পাওয়ায় সফর থেকে বাদ পড়েছেন। রাধা যাদবের অভিজ্ঞতা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে। ভারতীয় মহিলা দলের ইংল্যান্ড সফর শুরু হবে ২৮ জুন নটিংহ্যামে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি এই সফরে শক্তিশালী পারফরম্যান্সের লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দলের স্কোয়াড- টি-টোয়েন্টি- হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, জেমিমা রড্রিগেস, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), ইয়াস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), হারলিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, স্নেহ রানা, শ্রী চরণী, আমনজোত কৌর, অরুন্ধতী রেড্ডি, ক্রান্তি গৌড়, সায়ালি সাতঘরে, রাধা যাদব।

ওডিআই-হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ-অধিনায়ক), প্রতীকা রাওয়াল, হারলিন দেওল, জেমিমা রড্রিগেস, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), ইয়াস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), তেজল হাসাবনিস, দীপ্তি শর্মা, স্নেহ রানা, শ্রী চরণী, আমনজোত কৌর, অরুন্ধতী রেড্ডি, ক্রান্তি গৌড়, সায়ালি সাতঘরে, রাধা যাদব।

মাঠে ফেরার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন মাদিহ তালাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ শেষ ফুটবল সিজনে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ফুটবলার হয়ে উঠেছিলেন মাদিহ তালাল। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম থেকেই দলের মাঝমাঠের চালিকা শক্তি হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন এই ফরাসি তারকা। এক্ষেত্রে তৎকালীন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের সময় হোক কিংবা পরবর্তীতে নব নিযুক্ত কোচ অস্কার মাঠে ফিরে আসলেও খুব একটা সময় সক্রিয়তা দেখাতে পারেননি এই দাপুটে ফুটবলার। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন অস্কার ব্রুজন। পরবর্তীতে সেই সম্ভবনা সত্যি হয়। পুরো মরসুমের জন্য ছিটকে যেতে হয়েছিল আইএসএলের এই সক্রিয় ফুটবলারকে। তাঁর অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে বড়সড় প্রভাব ফেলেছিল দলের মধ্যে। যারফলে আগের সিজনে ও আইএসএলের সুপার

ব্রুজন। দলের জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মাদিহ তালাল। কিন্তু ছন্দপতন হয় টুর্নামেন্টের প্রথম লেগের শেষের দিকে। নিজেদের ঘরের মাঠেই শক্তিশালী ওডিশা এফসির বিপক্ষে খেলতে গিয়েই দেখা দিয়েছিল বিপত্তি। সেই ম্যাচেই বল দখলের লড়াইয়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছিলেন মাঝমাঠের এই ফুটবলার। মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রবল যন্ত্রনায় মাঠের মধ্যেই আর্তনাদ করতে দেখা গিয়েছিল এই মিডফিল্ডারকে। যারফলে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই দাপুটে ফুটবলারকে। তা দেখে প্রায় সকলেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে আগামী বেশ কয়েক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে দলের এই ভরসাযোগ্য মিডফিল্ডারকে। সাময়িক সুশ্রূষার পর মাঝে একবার সিক্স নিশ্চিত করতে পারেনি মশাল ব্রিগেড। পরবর্তীতে এএফসির মঞ্চে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। যারফলে খুব একটা খুশি ছিল না সমর্থকরা। সেই সমস্ত ভুলে এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। যতদূর খবর এবার ও হয়তো দলে থাকতে পারেন মাদিহ তালাল। যদিও এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয় বিষয়টি। তবে এখন থেকেই মাঠে ফিরতে মুখিয়ে এই ফরাসি তারকা। সেইমতো প্রস্তুত করছেন নিজেকে। গত বৃহস্পতিবার রাতে নিজের সোশ্যাল সাইটে জিম সেশনের বেশকিছু ছবি আপলোড করেন এই ফুটবলার। যা নিঃসন্দেহে মন জয় করেছে সমর্থকদের। কিন্তু আদৌ কবে তিনি মাঠে ফিরতে পারেন সেটাই দেখার।

ইংল্যান্ড থেকে হঠাৎই দেশে ফিরলেন গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১৩ জুনঃ ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। ২০ জুন শুরু হচ্ছে সিরিজ। প্রথম টেস্ট লিডসে। ভারত এ দল ইংল্যান্ডে বহু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচও খেলেছে। টেস্ট স্কোয়াডের অনেকেই ছিলেন। আজ থেকে নিজেদের মধ্যে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে ভারতীয় দল। প্রথম টেস্টের কম্বিনেশন কী হতে পারে, তার আভাস হয়তো পাওয়া যাবে এই ম্যাচ থেকেই। তার মধ্যেই অবশ্য ভারতীয় শিবিরে সাময়িক আশঙ্কা। হঠাৎই ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরলেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর খবর অনুযায়ী, বুধবারই নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের ইন্ট্রা স্কোয়াড (ভারত সিনিয়র টিম বনাম ভারত এ) ম্যাচে থাকছেন না হেড কোচ। তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব সামলাবেন বোলিং কোচ মর্নি মরকেল, সহকারী কোচ সিতাংশু কোটাক ও রায়ান টেন দুশখাতে। ভারত এ দলের দায়িত্বে ঋষিকেশ কানিতকর। গৌতম গম্ভীর পরিবারে কোনও সমস্যার কারণেই দেশে ফিরেছেন বলে খবর। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গম্ভীরের অনুপস্থিতি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য চাপের পরিস্থিতি। টেস্টে ভারতের ব্যাটিং কম্বিনেশন কী হবে, তা নিয়ে অনেক জল্পনা রয়েছে। গৌতম গম্ভীর থাকলে এই ম্যাচ দেখে সিদ্ধান্ত নিতে আরও সুবিধা হত। যা কিছুটা হলেও জটিল হল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজ দিয়েই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের নতুন সাইকেল শুরু হচ্ছে। সূত্রের খবর, গৌতম গম্ভীরের মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। সে কারণেই দেশে ফিরতে হয়েছে ভারতীয় দলের হেড কোচকে। কবে তিনি দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন, তা নিশ্চিত নয়।

শক্তিশালী দল গড়ার লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল, নজরে ইতালির ফুটবলার কাপেলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ ট্রান্সফার উইন্ডো খুলে গিয়েছে। দলবদলের মরসুমে কাকে নেবে ইস্টবেঙ্গল, সেদিকেই তাকিয়ে লাল-হলুদ সমর্থকরা। কোচ অস্কার ব্রুজোর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী চলছে দলগঠনের প্রক্রিয়া। হেড অব ফুটবল থাংবই সিংটোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন ইস্টবেঙ্গলের দলগঠনে। শেষ কয়েক বছর ধরে আইএসএলে টানা ব্যর্থতা চলছে লাল-হলুদের। গত বছর সাফল্যের ধারে কাছে দেখা যায়নি ডায়ামান্টাকোসদের। মেসি বাউলি, রিচার্ড সেলিস, হেক্টর ইউস্তেদের ছেড়ে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। সাউল ক্রেসপোর সঙ্গেও চলছে কথাবার্তা। স্প্যানিশ মিডিওকে রাখতে চাইছে না ম্যানেজমেন্ট। এদিকে চোটগ্রস্থ হিজাজি মাহের আর মাদিহ তালালকে নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তালালকে রেখে দেবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। হিজাজিকে নিয়ে রয়েছে ভিন্ন মত। দিমিত্রিয়স ডায়ামান্টাকোসকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিচ্ছে। নতুন মরসুমের জন্য এখনও পর্যন্ত মিগুয়েল ফিগুয়েরা আর মহম্মদ রাশিদকে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। আক্রমণভাগে আরও এক ফুটবলারকে নেওয়ার চেষ্টায় ইস্টবেঙ্গল। বেশ কয়েকজনের বায়োডাটা এসেও পৌঁছেছে। আক্রমণভাগের ফুটবলারের পাশাপাশি একজন বিদেশি ডিফেন্ডারের খোঁজেও রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ অস্কার ব্রুজোর নজরেও রয়েছেন বেশ কয়েকজন। সূত্রের খবর, ইতালির আলেসান্দ্রো কাপেলো, নেদারল্যান্ডসের অ্যালেক্স শাঙ্কের বায়োডাটা এসেছে। আরও বেশ কয়েকজন বিদেশির সঙ্গে কথা চালাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। দেশিয় ফুটবলারের মধ্যে বিপিন সিং, এডমুন্ড লালরিন্ডিকা, মার্তান্ড রায়না, রেমসাঙ্গাদের প্রায় পাকা করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। রাহুল ভেকে, অভিষেক সিংদের নেওয়ার লড়াইয়েও ভীষণ ভাবে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সূত্রের খবর, মেহতাব সিং চ্যাপ্টার অনেক কঠিন হলেও আশা ছাড়ছে না ম্যানেজমেন্ট। তবে এক্ষেত্রে বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি- ভাবাচ্ছে লাল-হলুদকে। আগামী কয়েকদিনে ছবিটা আরও পরিষ্কার হতে পারে। শক্তিশালী দল গড়ে এই মরসুমে সাফল্য পেতে মরিয়া অস্কার ব্রুজো, থাংবই সিংটোদের ইস্টবেঙ্গল।

৪৯ বলে ১৫১! ফিন অ্যালেনের ১৯ ছয়ের বিশ্বরেকর্ড

ফ্লোরিডা, ১৩ জুনঃ মেজর লীগ ক্রিকেট ২০২৫-এর উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের ওপেনিং ব্যাটার ফিন অ্যালেন এক অভূতপূর্ব সিক্স হাঁকানোর উৎসবে মেতে উঠলেন। শুক্রবার ওকল্যান্ড কলিসিয়ামে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের হয়ে খেলতে নেমে তিনি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছয়ের বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। অ্যালেন ১৯টি ছয় মেরে পূর্বের রেকর্ড ভেঙেছেন, যা যৌথভাবে ছিল ক্রিস গেইল (২০১৭) এবং এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহানের (২০২৪) ১৮টি ছয়ের। মাত্র ৫১ বলে ১৫১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে তিনি ক্রিকেট বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। অ্যালেনের এই ঝড়ো ইনিংস শুধু দর্শকদের মুগ্ধ করেনি, বরং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ে নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। নিউজিল্যান্ডের এই ২৬ বছর বয়সী ব্যাটার তার ইনিংসের শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করেন। সহযোগী কিউই ব্যাটার টিম সিফার্টের সঙ্গে ওপেনিং করতে নেমে তিনি প্রথম ছয় ওভারে পাঁচটি ছয় মেরে ১৪ বলে ৪০ রান তুলে ফেলেন। মাত্র ২০ বলে অর্ধশতক পূর্ণ করে তিনি গতি বাড়ান এবং ৩৪ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন, যা এমএলসি ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরি। এই রেকর্ড আগে ছিল নিকোলাস পুরানের ৪০ বলে সেঞ্চুরি। অ্যালেনের ব্যাটিংয়ের সামনে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের বোলাররা ছিলেন অসহায়। তিনি মিচেল ওয়েনকে চারটি ছয় মারেন, যার মধ্যে একটি ছিল তার সেঞ্চুরি পূর্ণ করার ছয়।

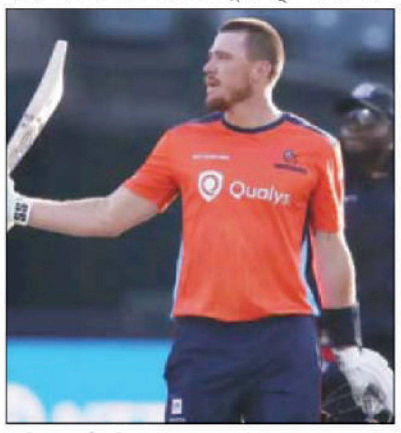

অভিজ্ঞ বাঁহাতি পেসার সৌরভ নেত্রাভালকার তিনটি বিশাল ছয়ের শিকার হন। এমনকি স্পিনার গ্লেন ফিলিপসও রেহাই পাননি-তার একমাত্র ওভারে টানা তিনটি ছয় হজম করেন। অ্যালেনের ইনিংসে ছিল ৫টি চার এবং ১৯টি ছয়। ৪৯ বলে ১৫০ রান পূর্ণ করার সময় অ্যালেন তার ১৯তম ছয়টি মারেন। ক্রিস গেইলের ৫০ বলে ১৫০ রানের রেকর্ড ভেঙে দেয়। এটি ছিল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ড। তবে ২০তম ছয় মারতে গিয়ে ১৮তম ওভারে মিচেল ওয়েনের বলে গ্লেন ফিলিপসের হাতে ধরা পড়েন অ্যালেন। তার ১৫১ রানের ইনিংস সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসকে ৫ উইকেটে ২৬৯ রানের বিশাল স্কোরে পৌঁছে দেয়, যা যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর। এই স্কোর পূর্বের এমএলসি এবং আমেরিকান টি-টোয়েন্টি রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। আইপিএলে অ্যালেন ২০২১ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে জশ ফিলিপের বদলি হিসেবে সই করেছিলেন, কিন্তু একটি ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি। পরের বছর নিলামে কোনো দল তাকে কিনেনি। গত ডিসেম্বরের মেগা নিলামেও ২ কোটি টাকার ভিত্তিমূল্যে কোনো ক্রেতা পাননি। তবে এই ম্যাচে তিনি বিশ্বকে তার প্রকৃত সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়েছেন। অ্যালেন এর আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬২ বলে ১৩৭ রানের ইনিংসে ১৬টি ছয় মেরে হজরতউল্লাহ জাজাইয়ের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক ছয়ের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছিলেন। বর্তমানে অ্যালেনের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ৪,১০০-এর বেশি রান রয়েছে, যার স্ট্রাইক রেট ১৭৩.২৭, যা ১,০০০-এর বেশি রান করা ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সিটির জায়গায় রিয়াল-বার্সা হলে ছাঁটাই হতেন গুয়ার্দিওলা

এমন বিবর্ণ মরসুম আর কাটেনি পেপ গুয়ার্দিওলার! প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লিগ কাপ, এফএ কাপ- কোন আসরে এবার সাফল্যের গল্প লিখতে পারেনি ম্যানচেস্টার সিটি। তারপরও ক্লাব কর্তৃপক্ষ আস্থা রেখেছে গুয়ার্দিওলার উপর। এ নিয়ে বলতে গিয়ে পেশাদার ফুটবলের রূঢ় দিক তুলে ধরলেন সিটি কোচ। বললেন, এমন যাচ্ছেতাই মরসুম বার্সেলোনা বা রিয়াল মাদ্রিদে কাটালে নিশ্চিতভাবেই তাকে ছাঁটাই করা হতো।

ম্যানচেস্টার, ১৩ জুনঃ গুয়ার্দিওলা যে বাড়িয়ে বলেননি, সেটা বোঝাতে কার্লো আনচেলত্তির উদাহরণও টেনেছেন তিনি। রিয়ালে মরসুমটা ভালো কাটেনি বলে অনেক সাফল্য এনে দেওয়া এই অভিজ্ঞ কোচকেও পথ মাপতে হয়েছে। এই ইতালিয়ান কোচ এখন ব্রাজিল জাতীয় দলের দায়িত্বে। সিটিতে ডাগআউটে গুয়ার্দিওলার টিকে যাওয়াটা তাই বিস্ময়ের। দলটির দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২৪-২৫ মরসুম সবচেয়ে বাজে কেটেছে তার। লিগ টেবিলে সিটি তৃতীয় স্থানে থেকে, জয়ী লিভারপুলের চেয়ে ১৩ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে শেষ করেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লিগ কাপ থেকে তাদের বিদায়ঘণ্টা বেজেছে আগেভাগে। এফএ কাপ জয়ের আশা ছিল, কিন্তু ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে গেছে ভেস্তে সে আশাও।

সিটিকে ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ আরও অনেক শিরোপা এনে দেওয়া গুয়ার্দিওলা গত মরসুমে অক্টোবরের শেষ দিক থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি গেছেন ভীষণ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে। ওই সময়ে ১৩ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতে হেরে দিকহারা হয়ে যায় দলটি। তবে, এমন ব্যর্থতার পরও গত নভেম্বরেই এই স্প্যানিশ কোচের সাথে নতুন চুক্তি সেরে নেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে ডিএজেডএন-এর সাথে আলাপচারিতায় গুয়ার্দিওলা বললেন, সিটিতে গত মরসুমটা তার যেমন কেটেছে, স্পেনে এমন হলে তার ভবিষ্যৎ পরিণতি হতো ভিন্নরকম। ''বছরটা আমরা যেভাবে কাটালাম, এটা যদি স্পেনে হতো, আমি অক্টোবর, নভেম্বর বা ডিসেম্বরে দায়িত্বে থাকতাম না। যদি এটা বার্সেলোনা বা রিয়াল মাদ্রিদে হতো, তাহলে তারা আমাকে বহিস্কার করত। কিন্তু এখানে এটা নিয়ে একটা প্রশ্নও ওঠেনি। (সাফল্য পেতে) আপনাকে আরেকটু ধৈর্য্যশীল হতে হবে। কার্লো আনচেলত্তির বিষয়টা দেখুন। তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা জিতিয়েছেন রিয়ালকে, কিন্তু এখন তিনি ব্রাজিলের কোচ। আনচেলত্তির শূন্যস্থান রিয়াল পূরণ করেছে তাদেরই প্রাক্তন খেলোয়াড় শাবি আলোন্সোকে দিয়ে। গুয়ার্দিওলার মতো আলোন্সোও নতুন অভিযানে নামবেন শনিবার শুরু হতে যাওয়া ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com